بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ৩-8)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল-হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

আল-হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,

আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।

মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ

রবিউল আওয়াল, ১৪৩৫ হিজরী, ২০১৪ ইং, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

- **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

- **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
  ও
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঝঅঐওঐ গটঝখওগ ঝঐঅজওঋ : ১২ঃয ােঁসব ঃৎধহংষধঃবফ রিঃয বংংবহঃরধষ বীঢ়ষধহধঃরড়হ রহঃড় ইধহমষধ নু গড়ষিধহধ গঁযধসসধফ অনঁষ ঋধঃধয ইযঁরুধহ ধহফ ঢ়ঁনষরংযবফ নু অষ-ঐধফরঃয চৎড়শধংযড়হু, ২ ডধরংব ছঁধৎহর জড়ধফ, গড়যধসসধফ ঘধমধৎ, গঁহংযরযধঃর, অংযৎধভধনধফ, কধসৎধহমরৎপযধৎ, উযধশধ-১২১১, ইধহমষধফবংয. চৎরপব: ঞশ. ২৪০.০০. টঝ৳- ৫.০০.

অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ বা অন্য কোন ওযরের কারণে হালাল হওয়ার শর্তযুক্ত করিয়া ইহরাম বাঁধা জায়িয - - - - - - - -- ৫
অনুচ্ছেদ ঃ হায়িয-নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়িয এবং ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব - - - - - - ৮
অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের প্রকারভেদ, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু' হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়িয, একসাথে উমরা ও
হজ্জের ইহরাম বাঁধাও জায়িয এবং কিরান হজ্জ আদায়কারী কখন হালাল হইবে? -এর বিবরণ - -- - - - ৯
অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জের বিবরণ - ৪০
অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় ইহরামে বলিল, আমি অমুক ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ ইহরাম বাঁধিলাম। তবে
তাহার ইহরাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ হওয়ার বিবরণ - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ৬৬
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে তামাত্তু' জায়িয হওয়ার বিবরণ - ৬৯
অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু' হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। সামর্থ্যহীন ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদনকালে
তিন দিন এবং বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা পালন করিবে - - - - - -- - - - - - - - - - - - ৭৮
অনুচ্ছেদ ঃ ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারী হালাল হওয়ার সময়ে কিরান হজ্জ সম্পাদনকারী
হালাল হইবে ইহার বিবরণ - ৮০
অনুচ্ছেদ ঃ অবরুদ্ধ হইলে ইহরাম খুলিয়া হালাল হওয়া জায়িয। কিরান হজ্জ বৈধ এবং কিরান
সম্পাদনকারী এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করার বিবরণ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ৮২
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে ইফরাদ ও হজ্জে কিরান-এর বিবরণ - ৮৭
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জকারীগণের জন্য তাওয়াফে কুদুম-এর পর সাঈ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ - - - - - - - - - - - -- ৮৯
অনুচ্ছেদ ঃ উমরার ইহরামকারী তাওয়াফের পরে সাঈ করার পূর্বে হালাল হওয়া জায়িয নাই। হজ্জের
ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদুমের পর হালাল হইতে পারিবে না। অনুরূপ কিরান হজ্জকারীও - - - - - - - ৯১
অনুচ্ছেদ ঃ আশহুরে হজ্জ (শাওয়াল, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা মাস)-এ উমরা পালন জায়িয হওয়ার বিবরণ - - - - - ১০০
অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম বাঁধিবার সময় হাদী-এর কুঁজে দাগ কাটিয়া চিহ্নিত করা এবং মালা পরানো - - - - - - - - - - - - ১০৪
অনুচ্ছেদ ঃ উমরা পালনকারীর জন্য মাথার চুল ছাঁটা জায়িয, মাথা মুন্ডন করা ওয়াজিব নহে, মারওয়ার
পার্শ্বে চুল ছাঁটা বা মুন্ডন করা মুস্তাহাব -- ১০৯
অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু' হজ্জ ও কিরান হজ্জ উভয়ই জায়িয হওয়ার বিবরণ - ১১০
অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরার সংখ্যা ও সময় - - - - - - - - - - - - - - - - - - ১১৪
অনুচ্ছেদ ঃ রমাযান মাসে উমরা পালনের ফযীলত-এর বিবরণ -- ১১৯
অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চ গিরিপথ দিয়া মক্কা মুকাররমা প্রবেশ, নিম্ন গিরিপথে প্রস্থান এবং যেই পথ দিয়া শহর
হইতে বাহির হইবে উহার বিপরীত পথ দিয়া শহরে প্রবেশ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ - - - -- - - - -- ১২০
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের ইচ্ছা করিলে যু-তুয়া-তে রাত্রিযাপন এবং গোসল করিয়া
দিনের বেলা প্রবেশ করা মুস্তাহাব - ১২২
অনুচ্ছেদ ঃ উমরার তাওয়াফ ও হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রমল করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ - - - - - - - - - - - - - ১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় দুই (শামী) রুকন ব্যতীত দুই ইয়ামানী রুকনে স্পর্শ ও চুম্বন করা মুস্তাহাব - - - - - -- ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব - - - - - - - - - - - - - - ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ উট ও অন্যান্য বাহনে আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য ছড়ি প্রভৃতির
দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা জায়িয - - - - - - - - - - - -- ১৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ সাফা-মারওয়ায় সাঈ হজ্জের অন্যতম রুকন। ইহা ব্যতীত হজ্জ সহীহ হয় না - - - - - - - - - - - - - - - ১৪০
অনুচ্ছেদ ঃ সাঈ একাধিকবার হইবে না-এর বিবরণ - ১৪৬
অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালনকারীর
জন্য তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব - ১৪৭
অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন মিনা হইতে আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার পথে তালবিয়া ও
তাকবীর পাঠ করার বিবরণ - - - - - - - - - - - - - - - - -- ১৫১
অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত হইতে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন এবং মুযদালিফায় এই রাত্রে মাগরিব ও ইশার
নামায একত্রে আদায় করা মুস্তাহাব (হানাফী মতে ওয়াজিব) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ১৫২

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন মুযদালিফায় সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব - - ১৫৮
অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা ও অন্যান্য দুর্বলদের শেষ রাত্রিতে রাস্তায় ভীড় হওয়ার পূর্বে মুযদালিফা হইতে মিনায় যাওয়া এবং অন্যদেরকে ফজরের নামায আদায় পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব - - -- - - - ১৫৯
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমাকে বাঁ দিকে রাখিয়া উপত্যকার সমতল স্থলে দাঁড়াইয়া জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা এর বিবরণ - - - - - ১৬৬
অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন বাহনে আরোহণ অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ– তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের হজ্জের আহকাম গ্রহণ কর - - - ১৭০
অনুচ্ছেদ ঃ জামরায় নিক্ষেপযোগ্য পাথর বড় শিমের দানা পরিমাণ হওয়া মুস্তাহাব - - - ১৭৩
অনুচ্ছেদ ঃ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার মুস্তাহাব সময়ের বিবরণ - - - ১৭৩
অনুচ্ছেদ ঃ জামরাসমূহে প্রতিবার সাত সাতটি করিয়া কংকর নিক্ষেপ করার বিবরণ - - - ১৭৫
অনুচ্ছেদ ঃ চুল ছাঁটা হইতে মুন্ডানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়িয - - - ১৭৬
অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন সুন্নত তরীকা এই যে, প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা, তারপর কুরবানী করা, অতঃপর মাথা মুন্ডন করা এবং মুন্ডনকৃত মাথার ডান দিক হইতে মুন্ডন করা আরম্ভ করিবে - - - ১৮০
অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা, কুরবানী ও কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুন্ডানো এবং এই সকলের পূর্বে তাওয়াফ করা জায়িয-এর বিবরণ - - - ১৮৩
অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করা মুস্তাহাব - - - ১৯০
অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ের দিন মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ এবং সেই স্থানে যুহর ও পরের ওয়াক্তের নামায আদায় করা মুস্তাহাব - - - ১৯০
অনুচ্ছেদ ঃ আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রগুলি মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। তবে পানি সরবরাহ-কারীগণের জন্য রাত্রি যাপন না করার অনুমতি রহিয়াছে - - - ১৯৭
অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত। এই কাজে নিয়োজিতদের প্রশংসা করা এবং যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব - - - ১৯৯
অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশত, চামড়া, উটের পিঠে ব্যবহৃত ঝুল দান করা এবং এইগুলি দিয়া কসাইয়ের মজুরী পরিশোধ না করার বিবরণ - - - ২০০
অনুচ্ছেদ ঃ শরীকানায় কুরবানী দেওয়া জায়িয এবং একটি উট কিংবা গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়-এর বিবরণ - - - ২০২
অনুচ্ছেদ ঃ উটকে দন্ডায়মান অবস্থায় বাঁধিয়া কুরবানী করা মুস্তাহাব - - - ২০৪
অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তির নিজে (মক্কায়) যাইতে ইচ্ছা নাই তাহার পক্ষে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পাঠানো ও গলায় মালা পরানো এবং মালা পাকানো মুস্তাহাব। আর (প্রেরক) ইহরাম-কারীর অনুরূপ হইবে না এবং এই কারণে তাহার উপর (ইহরামকারীর ন্যায়) কোন কিছু হারাম হইবে না - - - ২০৫
অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর উপর প্রয়োজন বোধে আরোহণ করা জায়িয হওয়ার বিবরণ - - - ২০৯
অনুচ্ছেদ ঃ পথিমধ্যে কুরবানীর পশু অচল হইয়া পড়িলে কি করিতে হইবে?-এর বিবরণ - - - ২১১
অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব, তবে ঋতুমতী মহিলাদের জন্য ইহা ক্ষমাকৃত-এর বিবরণ - - - ২১৪
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জব্রত পালনকারী ও অন্যান্যদের জন্য পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করা, নামায আদায় করা এবং সকল পার্শ্বে দু'আ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ - - - ২১৯

১২তম খণ্ড সমাপ্ত

১৩ তম খণ্ডে কিতাবুল হজ্জ-এর বাকী অংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

‘কিতাবুল হজ্জ’-এর অবশিষ্ট

بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ বা অন্য কোন ওযরের কারণে হালাল হওয়ার শর্তযুক্ত করিয়া ইহরাম বাঁধা জায়িয

(২৭৯২) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا " أَرَدْتِ الْحَجَّ " . قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا " حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ .

(২৭৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা হামদানী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআহ বিনত যুবায়র (রাযিঃ)-এর কাছে তাশরীফ নিলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি হজ্জব্রত পালন কর? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তবে আমি তো কখনও নিজেকে রোগ ছাড়া অবস্থায় পাই না। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি হজ্জের নিয়্যত কর এবং শর্ত করিয়া এইভাবে বল যে, হে আল্লাহ! আপনি যেইখানে আমাকে আবদ্ধ করিবেন সেইখানেই আমি হালাল হইয়া যাইব। তিনি মিকদাদ (রাযিঃ)-এর বিবাহবন্ধনে ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اللَّهُمَّ مَحِلِّى (হে আল্লাহ! .... আমি হালাল হইয়া যাইব)। مَحِلِّى শব্দটির م বর্ণে যবর এবং ح বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ محل خروجي من الحج وموضع تحللى من الاحرام (হজ্জ হইতে আমার বাহির হওয়ার সময়ে এবং ইহরাম হইতে আমার মুক্ত হইবার স্থানে) অর্থাৎ হে আল্লাহ! কাল এবং স্থানের যেই স্তরেই আমাকে আবদ্ধ করেন সেই সময় বা স্থানেই আমি ইহরাম খুলিয়া ফেলিব।

কতক বিশেষজ্ঞ হইতে اشتراط (শর্তযুক্ত)-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কাহারও যদি রোগ ব্যাধির আশংকা থাকে সে হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার সময় এইভাবে শর্তযুক্ত করিবে যে, যেই স্থানে অসুস্থ হইয়া পড়িব, কিংবা হজ্জ পূর্ণ করিতে অক্ষম হইব সেইখানেই আমি ইহরাম ছাড়িয়া হালাল হইয়া যাইব।

শর্তযুক্ত ইহরাম শরীআতসম্মত কি না এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে ঃ আহলে যাহিরিয়া বলেন, রোগ ব্যাধির আশংকা থাকিলে শর্তযুক্ত ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। তাহাদের দলীল হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআহ বিনত যুবায়র (রাযিঃ)কে শর্তযুক্ত ইহরাম বাঁধিবার কথা বলিয়াছিলেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) হইতে নকল করেন যে, যদি শর্ত করে তাহা হইলে ইহরাম হইতে বাহির হইয়া হালাল হইয়া যাওয়া জায়িয। কেহ কেহ বলেন, ইহা জমহুরে সাহাবা ও তাবেঈ-এর অভিমত। তাহাদের দলীলও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ।

ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম ছাওরী (রহ.)-এর মতে হজ্জের জন্য শর্তযুক্ত ইহরাম বাঁধা জায়িয নাই এবং ইহাতে কোন ফায়দা নাই। কারণ শর্ত ছাড়াও বাঁধাগ্রস্থ হইলে ইহরাম ছাড়িয়া হালাল হওয়া জায়িয। যেমন হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আছে তিনি হজ্জের মধ্যে শর্তযুক্ত ইহরাম অস্বীকার করিয়াছেন। كان ابن عمر رض يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى او يصوم ان لم يجد هديا ("ইবন উমর (রাযিঃ) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে? তোমাদের কেহ যদি হজ্জ করিতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় সে যেন (উমরার জন্য) বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করিয়া সকল কিছু হইতে হালাল হইয়া যায়। অবশেষে পরবর্তী বছর হজ্জ আদায় করিয়া নেয়। তখন সে কুরবানী করিবে আর যদি কুরবানী দিতে না পারে তবে রোযা রাখিবে।" -সহীহ বুখারী ১ম ২৪৩) অর্থাৎ যখন হজ্জ করা হইতে বাধাগ্রস্থ হইবে তখন উমরা করিয়া হালাল হইয়া যাইবে। পরবর্তী বছর হজ্জ কাযা করিয়া নিবে।

(২) সুনানু আরবাআ গ্রন্থে আছে عن الحجاج بن عمرو الانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة اخرى (হযরত হাজ্জাজ বিন আমর আনসারী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিংবা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে সে হালাল হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আগামী বৎসর হজ্জ করিতে হইবে)।

জবাব ঃ তাহাদের প্রদত্ত যুবাআহ (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ যাহাতে শর্তযুক্ত ইহরামের কথা রহিয়াছে উহার জবাব এই যে, (ক) উহা যুবাআহ (রাযিঃ)-এর সহিত নির্দিষ্ট, ব্যাপক নহে। ফলে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রয়োগ হইবে না। উহার প্রমাণ হইতেছে যে, অন্যান্য রিওয়ায়তে শর্ত ছাড়াও বাধাগ্রস্থ হইলে ইহরাম ছাড়িয়া হালাল হইয়া যাওয়ার অনুমতি রহিয়াছে।

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআহ (রাযিঃ)কে সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষে শর্তযুক্ত ইহরাম বাঁধার হুকুম দিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৪-২৪৬)

(২৭৯৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي".

(২৭৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআহ বিন্ত যুবায়র বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমি হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা করিয়াছি। অথচ আমি রোগাক্রান্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর যে, (হে আল্লাহ!) আপনি আমাকে যেইখানে আটকাইয়া দিবেন সেইখানেই আমি হালাল হইয়া যাইব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَا شَاكِيَةٌ (আমি রোগাক্রান্ত) অর্থাৎ انا مريضة (আমি অসুস্থ) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৬)

(২৭৯৪) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها مِثْلَهُ.

(২৭৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(২৭৯৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضى الله عنها أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ "أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي". قَالَ فَأَدْرَكَتْ.

(২৭৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, যুবায়র বিন আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা যুবাআহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিলেন, আমি রোগগ্রস্ত মহিলা এবং আমি হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা করিয়াছি। কাজেই আপনি আমাকে এই ব্যাপারে কি নির্দেশ দেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর যে, (হে আল্লাহ!) আপনি আমাকে যেইস্থানে আবদ্ধ করিয়া দিবেন সেইখানেই আমি হালাল হইয়া যাইব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি পূর্ণভাবে হজ্জ আদায়ে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ (রোগগ্রস্ত মহিলা) অর্থাৎ ثقلها المرض (তাহার কষ্টকর বস্তু হইল রোগব্যাধি)। -(ঐ)

فَأَدْرَكَتْ (অতঃপর তিনি পূর্ণভাবে হজ্জ আদায়ে সক্ষম হইয়াছিলেন।) অর্থাৎ ادركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه (তিনি পূর্ণাঙ্গ হজ্জ আদায় করিতে সক্ষম হইলেন। ফলে তাহাকে হজ্জের কার্যক্রম সমাপ্ত করার পূর্বে (ইহরাম ভাঙ্গিয়া) হালাল হইতে হইল না)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৬)

(২৭৯৬) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৭৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবাআহ (রাযিঃ) হজ্জ পালনের ইচ্ছা করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শর্তযুক্ত ইহরাম বাঁধিবার জন্য হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করিলেন।

(২৭৯৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِضُبَاعَةَ رضى الله عنها " حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي " . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ.

(২৭৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, আবূ আইয়ূব গায়লানী ও আহমদ বিন খিরাশ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআহ (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর যে, (হে আল্লাহ!) আপনি আমাকে যেইখানে আটকাইয়া দিবেন সেইখানে আমি হালাল হইয়া যাইব। রাবী ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনা আছে ঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুবাআহ (রাযিঃ)কে নির্দেশ দেন।

بَابُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়িয-নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়িয এবং ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব

(২৭৯৮) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

(২৭৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ ইবনুস্‌সারী, যুহায়র বিন হারব ও উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আসমা বিনত উমায়শ (রাযিঃ) আশ-শাজারাহ নামক স্থানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ (রাযিঃ)কে প্রসব করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে তাহাকে গোসল করিয়া 'লাব্বাইক' বলিয়া ইহরাম বাঁধিবার নির্দেশ দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نُفِسَتْ অর্থাৎ ولدت (প্রসব করিল)। نُفِسَتْ শব্দটির ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত এবং ن বর্ণে পেশ কিংবা যবর। এই দুইভাবে পঠন প্রসিদ্ধ। نفس (নবজাতক ও রক্ত) বাহির হওয়ার কারণে نفاس নামকরণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৭)

بِالشَّجَرَةِ (আশ-শাজারাহ)। পরবর্তী রিওয়ায়তে 'যুল-হুলায়ফা'। আর কোন রিওয়ায়তে 'বায়দা' বর্ণিত হইয়াছে । এই তিনটি স্থান কাছাকাছি অবস্থিত। যুল-হুলায়ফার মধ্যেই আশ-শাজারাহ অবস্থিত। -(ঐ)

أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ (সে যেন গোসল করিয়া ইহরাম বাঁধে)। শারেহ নওয়াভী বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হায়িয-নিফাস বিশিষ্ট মহিলাগণের ইহরাম বাঁধা সহীহ এবং তাহাদের জন্য গোসল করিয়া ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও জমহুরে উলামার মতে এই গোসল মুস্তাহাব। তবে হাসান বাসরী ও আহলে যাহির-এর মতে ওয়াজিব।

হায়িয-নিফাস বিশিষ্ট মহিলা তাওয়াফে যিয়ারত ও তাওয়াফের দুই রাকাআত ওয়াজিব নামায ব্যতীত হজ্জের সকল কর্ম সম্পাদন করা সহীহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন اصنع ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي (হাজীগণ যাহা করিবে তাহা তুমিও কর তবে তাওয়াফে যিয়ারত করিও না)।

ইহরামের দুই রাকাআত নামায পড়া সুন্নত। হজ্জ সহীহ হইবার জন্য এই দুই রাকাআত পড়া শর্ত নহে। কেননা, হযরত আসমা (রাযিঃ) এই দুই রাকাআত সুন্নাতুল ইহরাম পড়েন নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৭)

(২৭৯৯) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

(২৭৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, আসমা বিনত উমায়স (রাযিঃ) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে বলিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি সেই মুতাবিক তাহাকে গোসল করিয়া 'লাব্বাইক' বলিয়া ইহরাম বাঁধিতে বলিলেন।

بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের প্রকারভেদ, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু' হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়িয, একসাথে উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধাও জায়িয এবং কিরান হজ্জ আদায়কারী কখন হালাল হইবে? -এর বিবরণ

(২৮০০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ". قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ". فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

(২৮০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বিদায় হজ্জের বছর রওয়ানা হইলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহার সহিত কুরবানীর পশু আছে সে যেন একসাথে উমরার সহিত হজ্জের ইহরাম বাঁধে। তারপর উমরা ও হজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন না করিয়া যেন হালাল না হয়।

হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া হায়িযগ্রস্তা হইয়া গেলাম। ফলে আমি (উমরার জন্য) বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিতে পারিলাম না এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিতে পারিলাম না। এই বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তোমার মাথার চুলের বেণী খুলিয়া ফেল, চিরুণী কর, হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং উমরা ছাড়িয়া দাও। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি উহাই করিলাম। আমাদের হজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)-এর সহিত তানঈম-এ পাঠাইলেন। আমি সেই স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া আসিয়া উমরা পালন করি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাই তোমার (ছুটিয়া যাওয়া) উমরা (-এর কাযা)। (আয়িশা বলেন) যাহারা শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিল এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিল অতঃপর হালাল হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা (১০ তারিখে) মীনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাদের হজ্জের জন্য তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) করিল। কিন্তু যাহারা হজ্জ ও উমরার এক সাথে ইহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা কেবল একটি তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (বিদায় হজ্জের বছর)। حَجَّة শব্দটির ح বর্ণে যের বা যবর দ্বারা পঠিত। الْوَدَاع শব্দটির و বর্ণে যের বা যবর দ্বারা পঠিত অর্থাৎ 'হিজ্জাতুল বিদা' বা 'হাজ্জাতুল ওদা' পঠিত। শারেহ নওয়াভী বলেন, এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হজ্জে লোকদেরকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাইয়াছিলেন। হিজরতের পর তিনি এই হজ্জ ব্যতীত আর কোন হজ্জ করেন নাই। উহা হিজরী দশম সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৭)

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ (যাহার সহিত কুরবানীর পশু আছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, هَدْىٌ শব্দটি د বর্ণে সাকিন ও ي তাশদীদবিহীন কিংবা د বর্ণে যের ও ي বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। এই দুইভাবে পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে প্রথমটি অধিক শুদ্ধ। هَدْىٌ (হাদয়ুন) বা هَدِيٌّ (হাদিয়্যুন) বলা হয় সেই পশুকে যাহা হারম শরীফে কুরবানী করার জন্য নেওয়া হয়। হজ্জ এবং উমরার ইহরামের সংকল্পকারীর জন্য হাদী চালাইয়া নেওয়া সুন্নত। 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, ইহা উত্তম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৭)

إِلَى التَّنْعِيمِ (তানঈমে)। تَنْعِيم শব্দ ت বর্ণে যবর ن বর্ণে সাকিন ও ع বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তানঈম একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম যাহা মদীনা মুনাওয়ারার দিকে মক্কা মুকাররমা হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত। মক্কা মুকাররমার বহিরাগত হজ্জব্রত পালনকারীগণের ইহরাম বাঁধিবার জন্য মীকাত সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। মক্কাবাসীগণের হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার জন্য মীকাত হইল হারম শরীফ। চাই তাহারা মক্কী হউক কিংবা মক্কা মুকাররমায় মুকীম হউক। ইহাতে কাহারও মতানৈক্য নাই। তবে মক্কাবাসীগণের উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিবার মীকাত সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। 'তহাভী' গ্রন্থের ১ঃ৪২৬ পৃষ্ঠায় কতক বিশেষজ্ঞের অভিমত নকল করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীগণের উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিবার স্থান তানঈম। তাঁহাদেরকে বিশেষভাবে তানঈম হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিতে হইবে। তাহাদের দলীল হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ যে, "আমাদের হজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)-এর সহিত তানঈম-এ পাঠাইলেন, আমি সেই স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া আসিয়া উমরা পালন করি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাই তোমার (ছুটিয়া যাওয়া) উমরার স্থলে (কাযা উমরা)। এই হাদীছে তানঈমকেই নির্দিষ্টভাবে মীকাত গণ্য করা হইয়াছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে মক্কাবাসীগণের উমরার ইহরাম বাঁধিবার জন্য মীকাত হইল হিল্ তথা হারম শরীফের বাহিরের স্থান। হিল্ (حل) অর্থাৎ হারম শরীফের বাহিরের

যে কোন স্থান হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া আসা যথেষ্ট। কাজেই হিল্-এর স্থান হিসাবে তানঈম ও অন্যান্য স্থান সমান। এই সম্পর্কে ইমাম তহাভী (রহ.) নিজেই হযরত আয়িশা (রাযিঃ) সূত্রে অপর এক হাদীছ পেশ করিয়াছেন যে, انها قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وانا ابكى فقال ماذاك ... وفى اخر الحديث فامر عبد الرحمن بن ابى بكر رض فقال احمل اختك فاخرجها من الحرم قالت والله ماذكر النبى صلى الله عليه وسلم الجعرانة ولا تنعيم فلتهل بعمرة فكان اقربنا من الحرم التنعيم فاهللت بعمرة - رواه طحاوى (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন, আমি তখন কাঁদিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে .... হাদীছের শেষের দিকে রহিয়াছে, তিনি (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার বোনকে তোমার সাওয়ারীতে আরোহণ করাইয়া হারম শরীফের বাহিরে নিয়া যাও। (যাহাতে সে উমরার ইহরাম বাঁধিতে পারে।) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'আররানা কিংবা তানঈমের নাম উল্লেখ করেন নাই। হারম শরীফের নিকটবর্তী 'তানঈম' হওয়ায় আমি এই স্থানেই উমরার ইহরাম বাঁধিলাম -(তহাভী)। এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় উমরার ইহরামের জন্য হিল্ তথা হারম শরীফের বাহিরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট কোন স্থানে নহে। তানঈম অধিক নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি সেই স্থানে ইহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন।

الهدى গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কায় বসবাসকালে উমরা পালন করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত নাই। আর না হিজরতের পরে (এক সফরে একাধিক) উমরা করিয়াছেন। তবে শুধু মদীনা হইতে মক্কা মুকাররমা প্রবেশ করিয়া উমরা পালন করিয়াছেন। অতঃপর মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে মক্কা হইতে হিল্ তথা হারমের বাহিরে গিয়া ইহরাম বাঁধিয়া পুনরায় মক্কা মুকাররমা প্রবেশ করিয়া কখনও উমরা পালন করেন নাই। যেমন আজকাল লোকেরা করিয়া থাকে। অধিকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কেবল হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর কেহ এইভাবে উমরা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। যাহা হউক হযরত আয়িশা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশেই উমরা পালন করিয়াছিলেন। তাই ইহা শরীআতসম্মত (আর ইহা এই প্রকার ওযরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৯)

هٰذِهٖ مَكَانَ عُمْرَتِكِ (ইহাই তোমার উমরার স্থলে)। স্পষ্ট যে, ইহা সেই উমরার কাযা যাহার ইহরাম বাঁধিয়া ওযরের কারণে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৯-২৫০)।

فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (তাহারা কেবল একটি তাওয়াফ করিল)। আহনাফের মতে কিরান হজ্জকারীর জন্য চারটি তাওয়াফ। তাওয়াফে কুদুম সুন্নত। তাওয়াফে উমরা ও তাওয়াফে যিয়ারত ফরয এবং তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মতে তিনটি তাওয়াফ। তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে বিদা এবং হজ্জ ও উমরার জন্য একটি তাওয়াফ। তাহারা উমরা ও হজ্জের তাওয়াফে **تداخل** (অন্তঃপ্রবেশ)-এর প্রবক্তা। তাই তাহাদের মতে হজ্জ ও উমরা এক সংগে আদায়ের ইহরামকারী (হজ্জে কিরান পালনকারী) একটি তাওয়াফ করিবে।

তাহাদের দলীল হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ যে, واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا (আর যাহারা উমরা ও হজ্জের জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাহারা একবার তাওয়াফ করিলেন)।

ইমাম আযম আবূ হানীফা, আহনাফ, ছাওরী, ইবন আবী লায়লা, হাম্মাদ, আসওয়াদ, ইবন ইয়াযীদ, আওযায়ী, নাখয়ী ও মুজাহিদ প্রমুখের মতে হজ্জে কিরান সম্পাদনকারী পৃথক পৃথক দুইবার তাওয়াফ এবং দুইবার সাঈ করিবে। একটি তাওয়াফ ও সাঈ উমরার জন্য অপর একটি তাওয়াফ ও সাঈ হজ্জের জন্য। ইহা হযরত উমর, আলী, হাসান-হুসায়ন ও ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। আহনাফের অনেক দলীল আছে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল।

(১) روى مجاهد عن ابن عمر رض انه جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال رايت النبى صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت (মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হজ্জ এবং উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধিয়া এতদুভয়ের জন্য দুইটি তাওয়াফ ও দুইটি সাঈ করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, আমি যাহা করিলাম অনুরূপ করিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি)।

(২) وعن على رض انه جمع بينهما وفعل ذلك اى الطوافين والسعيين ثم قال هكذا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم (হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি হজ্জ এবং উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধিয়া অনুরূপ তথা দুই তাওয়াফ দুই সাঈ করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি -(আইনী ৪ঃ৫৪৭)।

(৩) মুহাম্মদ বিন হাসান (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থে নকল করেন اخبرنا ابوحنيفة عن منصور عن النخعى عن ابى نضر عن على رض قال اذا اهللت بالحج والعمرة فطاف لهما طوافين واسع لهما سعيين (আমাদেরকে জানান আবূ হানীফা (রহ.) তিনি ... হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, তুমি যখন হজ্জ এবং উমরা পালনের জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধ তখন এতদুভয়ের জন্য দুই তাওয়াফ ও দুইটি সাঈ কর)। যদিও এই হাদীছ হযরত আলী (রাযিঃ)-এর উপর মাওকূফ কিন্তু হুকুম-এর দিক দিয়া মারফু।

(৪) 'দারা কুতনী' গ্রন্থে আছে ঃ عن عمران بن حصين ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين (ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি তাওয়াফ ও দুইটি সাঈ করিয়াছেন।

(৫) 'ইবন আবী শায়বা' নিজ গ্রন্থে নকল করেন ঃ عن زياد بن مالك رض ان عليا وابن مسعود قالا فى القران يطوف طوافين وسعى سعيين (যিয়াদ বিন মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, হযরত আলী এবং ইবন মাসউদ (রাযিঃ) উভয়ই বলেন, কিরান হজ্জ সম্পাদনে দুইটি তাওয়াফ ও দুইটি সাঈ রহিয়াছে।)

জবাব ঃ

যেই সকল রিওয়ায়তে কিরান হজ্জ পালনকারীগণের জন্য একটি তাওয়াফের কথা বর্ণিত আছে উহার জবাব এই যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, মীনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য একটি তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) করেন। تداخل (অন্তঃপ্রবেশ তথা দুইটি তাওয়াফকে একত্রিত) করা নহে। কেননা, ইহার পূর্বে উমরার জন্য একটি তাওয়াফ করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, হযরত আয়িশা, ইবন উমর (রাযিঃ) এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে যদিও একাধিক সাঈ সম্পর্কে নীরব, কিন্তু হযরত আলী ও ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছসমূহে স্পষ্টভাবে একাধিক সাঈ-এর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই ইহাই প্রাধান্য) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৫২, তানযীমুল আশতাত ২ঃ৮৬-৮৭ ও অন্যান্য)।

(২৮০১) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ". قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا .

(২৮০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হিজ্জাতুল বিদা-এর বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। আমাদের কেহ কেবল উমরার ইহরাম বাঁধিল আর কেহ কেবল হজ্জের ইহরাম। এমনকি আমরা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহারা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছে এবং কুরবানীর পশু আনে নাই তাহারা যেন (উমরা শেষ করিয়া) হালাল হইয়া যায়। আর যাহারা উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছে এবং কুরবানীর পশু নিয়া আসিয়াছে (তাহারা উমরার সহিত হজ্জের নিয়্যত করতঃ) কুরবানী করার পরই কেবল হালাল হইবে। আর যাহারা (শুধু) হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছে তাহারা যেন হজ্জ পূর্ণ করিয়া নেয়। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, হঠাৎ আমার হায়িয আরম্ভ হইয়া যায় এবং আরাফার দিবস পর্যন্ত উহা চলিতে রহিল। অথচ আমি উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাথার চুল খুলিয়া ফেলিতে, চিরুণী করিতে এবং উমরার ইহরাম ছাড়িয়া (অতঃপর) হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার জন্য হুকুম দিলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি উহাই করিলাম এবং আমার হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি পূর্ণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)কে পাঠাইলেন এবং আমাকে তানঈম হইতে ইহরাম বাঁধিয়া (সেই) উমরা (কাযা) করার নির্দেশ দিলেন। যেই উমরার ইহরাম ওযরের কারণে ছাড়িয়া (হালাল হইয়া পুনরায়) হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম। অথচ আমি উক্ত উমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই।

(২৮০২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ". قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا .

(২৮০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হিজ্জাতুল বিদার বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমি উমরার ইহরাম বাঁধিলাম এবং আমার সহিত কুরবানীর পশু ছিল না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহার সহিত কুরবানীর পশু রহিয়াছে সে যেন তাহার উমরার সহিত হজ্জেরও ইহরাম বাঁধিয়া নেয় এবং এতদুভয়ের কার্যাদি সমাপ্ত করার পূর্বে যেন হালাল না হয়। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমার হায়িয আরম্ভ হইয়া যায়। অতঃপর যখন আরাফার রাত্রি আরম্ভ হইল তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম, এখন আমি কিভাবে হজ্জ করিব? তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার মাথার চুল খুলিয়া ফেল এবং চিরুণী কর, উমরা করা হইতে বিরত থাক (এবং হালাল হইয়া যাও) অতঃপর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর যখন আমি আমার হজ্জ সমাপ্ত করিলাম তখন তিনি (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে হুকুম দিলেন তখন তিনি আমাকে তাহার নিজ বাহনের পিছনে বসাইয়া তানঈম হইতে (ইহরাম বাঁধানোর মাধ্যমে) সেই উমরাটি (কাযা) করাইলেন যেই উমরা (ওযরের কারণে) আমি স্থগিত করিয়াছিলাম।

(২৮০৩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ". قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَأَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ.

(২৮০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে) বাহির হইলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি একসাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধিতে চায় সে যেন উহাই করে। আর যেই ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধিতে চায় সে যেন শুধু হজ্জের ইহরামই বাঁধে। আর যেই ব্যক্তি শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিতে চায় সে যেন উমরার ইহরামই বাঁধে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন এবং তাহার সহিত লোকেরা হজ্জেরই ইহরাম বাঁধিলেন আর কতক লোক উমরা এবং হজ্জের জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধিলেন আর কতক লোক শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিলেন। আমি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাহারা শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন)। মূলতঃ ইহরাম তিন প্রকার ঃ (১) শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা (২) শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা (৩) হজ্জ এবং উমরার ইহরাম একত্রে বাঁধা।

ইহরামের প্রকারভেদের ভিত্তিতে হজ্জ তিন প্রকার। (১) ইফরাদ ঃ শুধু হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে।

(২) তামাত্তু' ঃ হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা পালন করতঃ হালাল হইয়া যাওয়া এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ঐ বৎসরই পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।

(৩) কিরান ঃ একসাথে হজ্জ এবং উমরা পালনের নিয়তে ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ পালন করাকে হজ্জে কিরান বলে।

উল্লেখ্য যে, মক্কা মুকাররমার বাহিরে বসবাসকারীগণের জন্য এই তিন প্রকারের হজ্জের যে কোন একটির জন্য ইহরাম বাঁধিতে পারেন। কিন্তু মক্কা মুকাররমার অধিবাসীগণের জন্য হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরান করা নিষেধ। তাহারা শুধু হজ্জে ইফরাদ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বৎসর হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করিবেন না। কেননা, উমরা পালন করিলে তামাত্তু' হইয়া যাইবে।

এই তিন প্রকারের হজ্জের মধ্যে কোনটি উত্তম এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে ঃ

(ক) ইমাম শাফেয়ী, মালিক (রহ.) ও অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, সর্বোত্তম হজ্জ হইল হজ্জে ইফরাদ। অতঃপর তামাত্তু' তারপর কিরান।

(খ) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত মতে হজ্জে তামাত্তু' সর্বোত্তম।

(গ) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হজ্জে কিরান সর্বাপেক্ষা উত্তম, ইহার পর হজ্জে তামাত্তু' এবং সর্বশেষে হজ্জে ইফরাদ। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অপর রিওয়ায়ত মতে হজ্জে তামাত্তু' হইতে হজ্জে ইফরাদ উত্তম।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে হজ্জে কিরান হজ্জে ইফরাদ হইতে উত্তম। আর কেহ এই কথা বলেন নাই যে, হজ্জে ইফরাদ হজ্জে কিরান হইতে উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজ্জাতুল বিদায় কোন্ প্রকার হজ্জ করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে।

এই মাসয়ালায় মতানৈক্যের কারণ হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে বর্ণিত অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ বিভিন্নরূপ। তবে হাফিয ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন, বস্তুতঃভাবে অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহে সামান্য কমবেশী ব্যতীত বৈপরীত্য নাই। আবূ মুহাম্মদ বিন হাযম (রহ.) স্বীয় রচনায় অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহের সমন্বয়ে লিখিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজ্জাতুল বিদায় কারিন ছিলেন এবং অন্য সকল হাদীছের তাবীল করিয়াছেন। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) প্রমুখ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুফরিদ ছিলেন পরে কারিন হইয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহাকেই তাসলীম করিয়াছেন। আল্লামা ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, সঠিক হইতেছে তিনি হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন এবং উভয়টি সমাপ্ত করিয়া হালাল হইয়াছেন। বিস্তারিত দলীল ফতহুল মুলহিম দ্রষ্টব্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৫৫-২৫৬)

(২৮০৪) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَلَوْلَا أَنِّى أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِى فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "دَعِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ". قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى وَخَرَجَ بِى إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِى ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ.

(২৮০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হিজ্জাতুল বিদা-এর বছর যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের কাছাকাছি সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে) বাহির হইলাম। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিতে ইচ্ছা করে সে উহা করিতে পারে। আমার সহিত হাদী না থাকিলে আমিও উমরার ইহরাম বাঁধিতাম। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, ফলে সাহাবাগণের কতক উমরার ইহরাম বাঁধিলেন আর কতক হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন। তিনি বলেন, আমি উমরার ইহরামকারীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা রওয়ানা হইয়া মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলাম। হঠাৎ আমি ঋতুমতী হইলাম, যাহা আরাফাত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকিল। ফলে উমরা পালন করিয়া ইহরাম খোলার সুযোগ পাইলাম না। এই বিষয়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার উমরা (-এর ইহরাম) ছাড়িয়া দাও। চুলের বাঁধন খুলিয়া ফেল এবং উহাতে চিরুণী কর এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিয়া নাও। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি উহাই করিলাম। অতঃপর যখন লাইলাতুল মুহাস্‌সার (আইয়্যামে তাশরীকের পরের রাত্রি) আসিল এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ সম্পন্ন করার তৌফিক দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে পাঠাইলেন এবং তিনি আমাকে তাহার নিজ বাহনের পশ্চাতে বসাইয়া তানঈমে নিয়া গেলেন। আমি সেই স্থানে উমরার ইহরাম বাঁধিলাম। এইরূপেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা সমাপ্ত করার তৌফিক দান করিলেন। এইজন্য (তথা উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধার কারণে কাফ্‌ফারা হিসাবে আমাকে) হাদী তথা দম, সদকা কিংবা রোযা কোনটিই আদায় করিতে হয় নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ (যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের কাছাকাছি সময়ে) অর্থাৎ قرب طلوعه (চাঁদ উদয়ের নিকটবর্তী সময়ে)। পরবর্তী ২৮১৫নং হাদীছে আছে ঃ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ (যুল কা'দাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকিতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা হইলাম)। পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকার অর্থ মাসের শেষ দিকে অতঃপর রাস্তায় থাকা অবস্থায় যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ উদয় হয়। কেননা, তাহারা যুল-হিজ্জা মাসের ৪ তারিখে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬১)।

(২৮০৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ.

(২৮০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের নিকটবর্তী সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। হজ্জব্রত পালন করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধিতে পছন্দ করে সে যেন উমরারই ইহরাম বাঁধে। হাদীছের বাকী অংশ রাবী আবদা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(২৮০৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِى ذَلِكَ إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ.

(২৮০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের নিকটবর্তী সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। আমাদের মধ্যে কতক সাহাবী উমরার, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের, আর কতক কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধিল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম কারীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম– হাদীছের বাকী অংশ পূর্ববর্তী রাবীদ্বয়ের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই হাদীছে আছে যে, রাবী উরওয়া (রহ.) ইহাতে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আয়িশা (রাযিঃ)কে তাহার হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দিলেন।" আর রাবী হিশাম (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে (আয়িশা (রাযিঃ) বলেন) এই জন্য (আমাকে কোন) দম, রোযা কিংবা সদকা আদায় করিতে হয় নাই।

(২৮০৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

(২৮০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা 'হাজ্জাতুল ওদা'-এর বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমাদের মধ্যে কতক সাহাবী উমরার উদ্দেশ্যে, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের উদ্দেশ্যে আর কতক কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিলেন। যাহারা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা (উমরা শেষে) হালাল হইয়া গেল। আর যাহারা কেবলমাত্র হজ্জের, আর যাহারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা কুরবানী দিবস পর্যন্ত হালাল হইতে পারে নাই।

(২৮০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ "أَنَفِسْتِ". يَعْنِى الْحَيْضَةَ. قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "إِنَّ هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِى". قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

(২৮০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা কেবলমাত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে কিংবা ইহার কাছাকাছি পৌঁছিলে আমার হায়িয আরম্ভ হইয়া যায়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন আর তখন আমি কাঁদিতেছিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার কি হায়িয হইয়াছে? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা একটি বস্তু যাহা আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই তুমি হজ্জের সকল কাজ পূর্ণ কর, তবে (হায়িয শেষে) গোসল না করা পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত করিবে না। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণের পক্ষ হইতে গরু কুরবানী করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ (ইহা একটি বস্তু যাহা আল্লাহ তা'আলা লিখিয়া দিয়াছেন) অর্থাৎ قدر الله على بنات ادم (আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন)। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে। কেননা, বিপদ যদি ব্যাপক হয় তবে সহনীয় হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, শুধু তুমিই ইহার সহিত নির্দিষ্ট নহে; বরং আদম (আঃ)-এর সকল কন্যাগণই ইহার অন্তর্ভুক্ত (কাজেই ইহা নিয়া দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৩)।

عَلَى بَنَاتِ آدَمَ (আদম (আঃ)-এর কন্যাদের জন্য ...)। ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল হায়িয-এ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন যে, আদম (আঃ)-এর সকল কন্যাদের হায়িয ছিল। তবে কেহ কেহ ইহাতে দ্বিমত পোষণ করিয়া বলেন, বনী ইসরাঈলের মহিলাদের উপর প্রথমে হায়িয দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আবদুর রাজ্জাক (রহ.) হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে সহীহ সনদে রিওয়ায়ত করেন, قال كان الرجال والنساء في بني اسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تتشرف للرجل فالقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد (ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, বনী ইসরাঈলের পুরুষ ও মহিলাগণ সকলে একসঙ্গে নামায আদায় করিত। ফলে মহিলারা পুরুষদের মন বিক্ষিপ্ত করার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য হায়িয নির্ধারণ করিয়া দেন এবং তাহাদেরকে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন)। আবদুর রাজ্জাক (রহ.), হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন প্রকার বৈপরীত্য নাই। কেননা, বনী ইসরাঈলের মহিলারা হযরত আদম (আঃ)-এর কন্যাগণের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। এই হাদীছ بَنَاتِ آدَمَ (আদম (আঃ)-এর কন্যাগণ) عام (ব্যাপক) বলিয়া خاص (বিশেষ) মর্ম নিয়াছেন। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় সাধনও সম্ভব যে, বনী ইসরাঈলের মহিলাদের শাস্তিস্বরূপ হায়িয দীর্ঘায়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হায়িযের প্রারম্ভিক অস্তিত্ব নহে। কেননা, আল্লামা তাবারী (রহ.) প্রমুখ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ও অন্যান্যদের হইতে ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ (তাঁহার স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে হাসিয়া ফেলিল –সূরা হূদ ৭১)। এই আয়াতে فضحكت -এর মর্ম حاضت (সে হায়িযা হইল)। আর ইহা নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের ঘটনার পূর্বেকার।

হাকিম ও ইবনুল মনযির (রহ.) সহীহ সনদে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ان ابتداء الحيض كان على حواء بعد ان اهبطت من الجنة (জান্নাত হইতে অবতরণের পর হযরত হাওয়া (আঃ) হইতে হায়িয আরম্ভ হয়)। কাজেই আদম (আঃ)-এর কন্যাগণ হাওয়া (আঃ)-এরও কন্যা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

فَاقْضِى (কাজেই হজ্জের সকল কাজ পূর্ণ কর)। এই স্থানে قضا দ্বারা اداء মর্ম। অভিধানে উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৩)

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ (তবে তাওয়াফে যিয়ারত করিবে না)। ইহাতে সাঈও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেননা, তাওয়াফের পরে সাঈ ব্যতীত তাওয়াফে যিয়ারত সহীহ হয় না অর্থাৎ তাওয়াফ করার পর সাঈ করিতে হয়। তাওয়াফ নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে আলিমগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। যাহারা তাওয়াফের জন্য তাহারত শর্ত করে তাহাদের মতে হায়িযওয়ালা মহিলা পাক না থাকার কারণে তাওয়াফ জায়িয নাই। আর যাহারা তাওয়াফের জন্য তাহারাত শর্ত করেন না তাহাদের মতে বায়তুল্লাহ মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর হায়িয বিশিষ্ট মহিলা মসজিদে প্রবেশ করা জায়িয নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৩)

وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণের পক্ষ হইতে গরু কুরবানী করেন)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এক জামাআত উলামা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দিয়া বলেন, তামাত্তু' ও কিরান হজ্জকারী একটি হাদীতে অংশীদার হইয়া কুরবানী করা জায়িয। ইমাম মালিক (রহ.) ইহাকে নাজায়িয বলেন। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, তামাত্তু' ও কিরান হজ্জকারী একটি হাদীতে অংশীদারের ভিত্তিতে কুরবানী জায়িয হওয়ার উপর এই হাদীছ দলীল হয় না। কেননা, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সহধর্মিণীর পক্ষে এক একটি গরু কুরবানী দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৪)

بِالْبَقَرِ (গরু)। শারেহ নওয়াভী বলেন, ইমাম মালিক (রহ.) ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, উটের তুলনায় গরু কুরবানী করা উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলিমের মতে গরুর তুলনায় উট কুরবানী করা উত্তম। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন من راح فى الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكانما قرب بقرة الخ (যেই ব্যক্তি (জুমুআর দিন নামাযের জন্য) প্রথমে আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করিল। ... শেষ পর্যন্ত)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৪)

(২৮০৯) حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ "مَا يُبْكِيكِ". فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ "مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى". قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ "اجْعَلُوهَا عُمْرَةً". فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِى الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا قَالَتْ فَلَمَّا

كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِّى لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُسُ فَتُصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِى اعْتَمَرُوا.

(২৮০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুলায়মান বিন উবায়দুল্লাহ আবূ আইয়্যুব গায়লানী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা শুধু হজ্জব্রত পালনের নিয়্যতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছিলে আমার হায়িয আরম্ভ হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন, আর আমি তখন কাঁদিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি যদি এই বছর হজ্জ পালন করিতে না আসিতাম। তিনি বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সম্ভবতঃ তুমি ঋতুমতী হইয়াছ? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা এমন এক বস্তু যাহা আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর কন্যাগণের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, হজ্জ পালনকারীগণ যাহা করে তুমি উহাই কর, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ (ও সাঈ) করিও না। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর যখন আমি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধ। যাহাদের সহিত হাদী ছিল তাহারা ছাড়া সকলেই উমরার ইহরাম বাঁধিল। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমর (রাযিঃ) ও অন্যান্য আর্থিক স্বচ্ছল লোকদের সহিত হাদী ছিল। অতঃপর সেই সকল (যাহারা উমরা শেষে হালাল হইয়া গিয়াছিল) তাহারা (মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে পুনরায়) ইহরাম বাঁধিল। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর কুরবানীর দিন আসিলে আমি পাক হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাওয়াফে ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) আদায় করিলাম। আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমাদের জন্য গরুর গোশত পাঠানো হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এইগুলি কী? তাহারা জবাবে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণের পক্ষে গরু কুরবানী করিয়াছেন। অতঃপর যখন লায়লাতুল হাসবা আসিল তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে আর আমি কেবল হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছি। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)কে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন আমাকে তাহার বাহনে আরোহণ করান। ফলে তিনি স্বীয় বাহনে তাহার পিছনে বসাইয়া রওয়ানা হইলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি অল্প বয়স্কা বালিকা ছিলাম এবং আমার খুব স্মরণ আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আমার মাথা বারবার পালানের খুঁটির সহিত লাগিতেছিল এমনকি আমরা তানঈম-এ পৌঁছিলাম এবং তথা হইতে আমি সেই উমরার ইহরাম বাঁধিলাম যাহা লোকেরা ইতোপূর্বে আদায় করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ (আমি যদি এই বছর হজ্জ করিতে না আসিতাম)। অর্থাৎ তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, ঋতুমতী হওয়ায় তাহাকে হজ্জ করা হইতে বারণ করিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৪)

اجْعَلُوهَا عُمْرَةً الخ (তোমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধ)। অর্থাৎ তিনি স্বীয় সাহাবাগণকে হজ্জের নিয়্যতে কৃত ইহরামকে উমরার ইহরামে রূপান্তর করার নির্দেশ দিলেন। হজ্জের ইহরামকে উমরার জন্য করতঃ উমরা করিয়া

হালাল হইয়া فسخ الحج الى العمرة (উমরা দ্বারা হজ্জ রহিত) কর। অতঃপর হজ্জের দিনে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ আদায় কর। আর এই প্রকারের রিওয়ায়ত হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ছাড়াও অনেক সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে রহিতকরণ সর্বদার জন্য জায়িয নহে। কাজেই কেহ যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধে তবে তাহার জন্য হজ্জের ইহরাম রহিত করিয়া উমরা পালন করতঃ হালাল হইয়া যাওয়া জায়িয নাই। আবার ইহার বিপরীতও জায়িয নাই।

পক্ষান্তরে হাম্বলী মতাবলম্বী, যাহিরিয়া এবং আহলে হাদীছের মতে তাওয়াফে কুদুমের পর হজ্জকে রহিত করতঃ উমরায় রূপান্তর করা জায়িয। তাহাদের কতকের মতে তো ইহা ওয়াজিব। হাম্বলী মতাবলম্বী আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, (হাদী না থাকা অবস্থায়) আমি যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধি তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধ হইতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে হজ্জের ইহরামকে উমরায় রূপান্তর করা ফরয মনে করি। ইহা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাগণকে নিয়া রওয়ানা হইলেন। তখন আমরা সকলেই হজ্জের ইহরাম বাঁধিলাম। আমরা যখন মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধ। সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছি এখন কিভাবে উমরার ইহরাম বাঁধিব। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদেরকে যাহার হুকুম করা হইয়াছে সেই বিষয়ে তোমরা চিন্তা-ফিকির করিয়া সম্পাদন কর। অতঃপর তাহারা পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করিল। তিনি উহাতে ক্রোধান্বিত হইলেন অতঃপর ক্রোধান্বিত অবস্থায় হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে তাশরীফ নিলেন। তিনি তাঁহার মুবারক চেহারায় রাগের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, কে আপনাকে রাগান্বিত করিল? আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হউন।

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণিত (২৮২১নং) হাদীছের শব্দ নিম্নরূপ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ ومَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ "أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ-الحديث (অতঃপর রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আপনাকে রাগান্বিত করিল? আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করুন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি জান না– আমি লোকদেরকে একটি কাজের হুকুম দিয়াছিলাম অথচ তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে ... আল-হাদীছ)।

সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আমরা উমরা হইতে হালাল হইবার পর মীনার দিকে যাওয়ার পথে ইহরাম বাঁধিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, ফলে আবতাহ নামক স্থানে আমরা ইহরাম বাঁধিলাম। তখন সুরাকা বিন মালিক (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বিধান কি কেবল এই বৎসরের জন্য নির্ধারিত, না কি সর্বদার জন্য।

সহীহ মুসলিম শরীফের (২৮৪০নং) দীর্ঘতম হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে–

حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ "لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً". فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ" دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ".

(সর্বশেষ তাওয়াফে (সাঈ-এ) যখন তিনি মারওয়ায় পৌঁছিলেন (সাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া) ইরশাদ করিলেন, যদি আমি আগেই বিষয়টি অবগত হইতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমি হাদী (কুরবানীর পশু) সাথে করিয়া নিয়া আসিতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করিতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহার

সহিত হাদী নাই সে যেন ইহরাম খুলিয়া ফেলে এবং ইহাকে উমরায় পরিণত করে। এই সময় সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শুম (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বিধান কি আমাদের এই বছরের জন্য না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পরের ফাঁকে ঢুকাইলেন এবং দুইবার বলিলেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আরও বলিলেন, না; বরং সর্বকালের জন্য।

হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করা সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছসমূহের জবাব ঃ

হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, انه قال لم يكن لاحد بعدنا ان يصير حجته عمرة انها كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله عليه سلم (হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, হজ্জের ইহরাম বাতিল করিয়া উমরায় পরিণত করা কাহারও জন্য বৈধ নহে, ইহা তো আমাদের তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের জন্য অনুমতি (رخصت) ছিল)।

হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه ابوداؤد) (হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হজ্জের ইহরাম বাতিল করিয়া উমরায় পরিণত করার বিষয়ে বলিতেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরকারী দল ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ছিল না)।

সুনানু আবী দাউদ শরীফে সহীহ সনদে হযরত উছমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, انه سئل عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করা সম্পর্কে হযরত উছমান (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি জবাবে বলেন, ইহা আমাদের জন্য ছিল, তোমাদের জন্য নহে)।

সূনানু আবী দাউদ ও নাসাঈ গ্রন্থে হারিছ বিন বিলাল বিন হারিছ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা বিলাল বিন হারিছ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্জের ইহরাম উমরায় পরিণত করার বিধান কি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট না কি ইহার হুকুম সকল লোকের জন্য ব্যাপক? فقال بل لنا خاصة (তখন তিনি জবাবে ইরশাদ করিলেন, ইহা কেবল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট)।

এই সকল হাদীছ হযরত সুরাকা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের বিপরীত নহে। তিনি যে বলিয়াছেন, العامنا هذا ام للابد فقال له للأبد (এই বিধান কি আমাদের এই বছরের জন্য না সর্বকালের জন্য। তখন তিনি তাহার প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করিলেন, সর্বদার জন্য) ইহা দ্বারা হজ্জের ইহরাম বাতিল করিয়া উমরায় পরিণত করা মর্ম নহে; বরং মর্ম হইতেছে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা সম্পাদন করা কি এই বছরের জন্য নির্দিষ্ট না কি সর্বদার জন্য? অধিকন্তু হজ্জের ইহরাম বাতিল করিয়া উমরায় পরিণত করার নির্দেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআতের এক মাসয়ালার বাস্তবায়ন করিয়াছেন যে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করা শরীআত সম্মত যদি হাদী সঙ্গে না নেওয়া হয়। কেননা, জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে (اشهر الحج) উমরা পালন করাকে افجر الفجور (জঘন্য পাপাচার) বলিয়া মনে করিত।

মক্কা মুকাররমার অধিবাসীগণের জন্য আশহুরে হজ্জের মধ্যে উমরা করা মাকরূহ কি না? এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আল্লামা আবিদ সিন্দী (রহ.) বলেন, মক্কা মুকাররমার বাহিরের লোকদের জন্য এবং মক্কার অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা সংশ্লিষ্ট বৎসর হজ্জ করেন নাই তাহাদের জন্য আশহুরে হজ্জের মধ্যে উমরা করা বৈধ। কিন্তু মক্কা মুকাররমার অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা সংশ্লিষ্ট বৎসর হজ্জ সম্পাদন করিবেন বা করিয়াছেন তাহাদের জন্য উক্ত আশহুরে হজ্জের মধ্যে উমরা করা মাকরূহ। কেননা, ইহা তামাত্তু' হইয়া যাইবে। আর মক্কী লোকদের জন্য হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরান নাই। যদি তাহাদের কেহ তামাত্তু' কিংবা কিরান করে তাহা হইলে

গুনাহগার হইবে এবং পাপাচারের দম ওয়াজিব হইবে, যাহার গোশত আহার করিতে পারিবে না। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, মক্কীগণ হজ্জ পালন করার বৎসরও উমরা করিতে পারিবে এবং দম ওয়াজিব হইবে না। তবে তাহারা হজ্জে তামাত্তুর ফযীলত লাভ করিবে না। 'নিহায়া' গ্রন্থকার এইটাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কতক আলিম বলেন, মক্কা মুকাররমার অধিবাসীগণ সংশ্লিষ্ট বৎসর হজ্জ না করিলেও হজ্জের মাসসমূহে (اشهر الحج)-এর মধ্যে উমরা করা মাকরূহ। এই অভিমত অপ্রাধান্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৬৪-২৬৬)।

(২৮১০) وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ. غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا وَلاَ قَوْلُهَا وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُسُ فَتُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ.

(২৮১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আইয়্যূব গায়লানী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিলাম। এমনকি আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন আমি ঋতুমতী হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন এমন অবস্থায় যে, আমি তখন কাঁদিতেছিলাম। হাদীছের বাকী অংশ রাবী মাজিশুন (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে রাবী হাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এই কথা নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমর এবং অন্যান্য সচ্ছল লোকদের সহিত হাদী ছিল তাহারা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে (হজ্জের) ইহরাম বাঁধিলেন। তাহার রিওয়ায়তে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিম্নোক্ত কথাটিও নাই। আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম এবং উত্তমরূপে আমার স্মরণ আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আমার মাথা বারবার পালানোর খুঁটির সহিত আঘাত লাগিতেছিল।

(২৮১১) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ.

(২৮১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসমাঈল বিন আবূ উওয়াইস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে ইফরাদ করিয়াছিলেন।

(২৮১২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ إِلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْىٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلاَ". فَمِنْهُمُ الآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي

فَقَالَ "مَا يُبْكِيكِ". قُلْتُ سَمِعْتُ كَلاَمَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ "وَمَا لَكِ". قُلْتُ لاَ أُصَلِّي. قَالَ "فَلاَ يَضُرُّكِ فَكُونِي فِي حَجِّكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ". قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا". قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ "هَلْ فَرَغْتِ". قُلْتُ نَعَمْ. فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(২৮১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের মাসসমূহে, হজ্জের সময় ও স্থানসমূহে এবং হজ্জের রাত্রিসমূহে ইহরাম বাঁধিয়া রওয়ানা হইলাম। আমরা যখন 'সারিফ' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণের কাছে তাশরীফ আনিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার সহিত হাদী নাই সে ইচ্ছা করিলে এই হজ্জকে উমরায় পরিবর্তন করিয়া নিতে পারে। আর যাহার সহিত হাদী আছে সে যেন এইরূপ না করে। অতঃপর কতক সাহাবা ইহার উপর আমল করিলেন আর কতক আমল করিলেন না (কেননা, এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য ছিল না; বরং মুস্তাহাবমূলক ছিল) অথচ তাহাদের সহিত হাদী ছিল না (ইহা সত্ত্বেও তাহারা হজ্জের ইহরামের উপরই থাকিলেন)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সচ্ছল সাহাবীগণের সহিত হাদী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন আর আমি তখন কাঁদিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি আরয করিলাম, আমি আপনার সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে আপনার হুকুম শ্রবণ করিয়াছি যে, আপনি উমরা করার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমি উহা করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিলেন, কেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি জবাবে বলিলাম, আমি (ঋতুমতী হইবার কারণে) নামায আদায় করিতে পারিতেছি না। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি করিবে না। তুমি হজ্জের আহকাম সম্পাদন করিতে থাক। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উমরা করার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তুমি আদম (আঃ)-এর কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাহাদের জন্য যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন তোমার জন্যও উহা নির্ধারণ করিয়াছেন। আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি হজ্জের জন্য রওয়ানা হইলাম। এমন কি মীনায় অবতরণ করিলাম এবং পাক হইয়া গেলাম। তারপর আমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার বোনকে হারম শরীফের বাহিরে (তানঈমে) নিয়া যাও। সে (সেই স্থান হইতে) উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিবে। আমি তোমাদের জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমরা রওয়ানা হইয়া (তানঈম) গেলাম এবং (উমরার) ইহরাম বাঁধিলাম। অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিলাম এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করিলাম। তারপর আমরা মধ্য রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরিয়া আসিলাম, তিনি তথায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উমরা সম্পাদন করিয়া নিয়াছ? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি নিজ সাহাবাগণকে রওয়ানা হইবার জন্য ঘোষণা দিলেন। তিনি রওয়ানা হইয়া বায়তুল্লাহ

শরীফে পৌঁছিয়া ফজরের নামাযের পূর্বে তাওয়াফ (-এ বিদা) করিলেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮১৩) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.

(২৮১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব (রহ.) তিনি ... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেহ ইফরাদ হজ্জের, কেহ কিরান হজ্জের আর কেহ তামাত্তু' হজ্জের ইহরাম বাঁধিল।

(২৮১৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَّةً.

(২৮১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন।

(২৮১৫) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

(২৮১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আমরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যুল কা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকিতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমরা মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, যাহার সহিত হাদী নাই সে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর হালাল হইয়া যাইবে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, কুরবানীর দিন কেহ আমাদের কাছে গরুর গোশত নিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কী? তখন জবাবে বলা হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণের পক্ষ হইতে (গরু) কুরবানী করিয়াছেন। রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছ কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি (আমরাহ) তোমার কাছে হাদীছখানা যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(২৮১৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(২৮১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তাহারা ... এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৮১৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ "انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ".

(২৮১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা দুইটি ইবাদত (উমরা ও হজ্জ)সহ প্রত্যাবর্তন করিতেছে। আর আমি মাত্র একটি ইবাদত (হজ্জ)সহ প্রত্যাবর্তন করিতেছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি অপেক্ষা কর, পাক হইবার পর তানঈমে যাও এবং সেই স্থান হইতে (উমরার) ইহরাম বাঁধ। অতঃপর অমুক অমুক সময় (ও স্থলে) আমাদের সহিত মিলিত হও। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি (পর দিন) সকালের কথা বলিয়াছিলেন এবং তুমি তোমার উমরার ছাওয়াব তোমার পরিশ্রম অনুযায়ী কিংবা বলিয়াছেন, তোমার খরচ অনুযায়ী পাইবে।

(২৮১৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(২৮১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা দুইটি ইবাদত (উমরা ও হজ্জ)সহ প্রত্যাবর্তন করিতেছে ... অতঃপর হাদীছ (উক্তরূপ) বর্ণনা করেন।

(২৮১৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْىَ فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ "أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ". قَالَتْ قُلْتُ لاَ. قَالَ "فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ "عَقْرَى حَلْقَى أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ". قَالَتْ بَلَى.

قَالَ "لَابَأْسَ انْفِرِى". قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. وَقَالَ إِسْحَاقُ مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ.

(২৮১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমরা মক্কা মুকাররমা পৌঁছিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল লোকদেরকে (উমরা শেষে) হালাল হইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন যাহারা হাদী সঙ্গে নিয়া আসে নাই। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, ফলে যাহারা হাদী সঙ্গে আনেন নাই তাহারা হালাল হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ হাদী সঙ্গে আনেন নাই তাই তাহারা হালাল হইয়া গেলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি ঋতুমতী হইয়া গেলাম। ফলে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিতে পারিলাম না। অতঃপর যখন লায়লাতুল হাসবা (রওয়ানা হইবার রাত্রি) আসিল তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা উমরা এবং হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে আর আমি শুধুমাত্র হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা যেই রাত্রে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়াছিলাম তখন কি তুমি তাওয়াফ কর নাই। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি তোমার ভাই (আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)-এর সহিত 'তানঈম' যাও এবং সেই স্থানে উমরার ইহরাম বাঁধ। অতঃপর তুমি অমুক অমুক স্থানে আমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা (রাযিঃ) বলেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকাইয়া রাখিব (অর্থাৎ আমিও ঋতুমতী হইয়া পড়িয়াছি। তাই তাওয়াফে বিদা-এর অপেক্ষায় আমার জন্য সকলকেই অবস্থান করিতে হইবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুর হতভাগী, তোমার কল্যাণ না হউক! তুমি কি কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) কর নাই? তিনি জবাবে আরয করিলেন, কেন করি নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছি! তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই। তুমি অগ্রসর হও। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি মক্কা মুকাররমার উচ্চভূমি দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। আর আমি উহা অতিক্রম করিয়া নিম্নভূমিতে নামিতেছিলাম কিংবা তিনি উচ্চভূমি অতিক্রম করিয়া নিম্নভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন আর আমি নিম্নভূমি হইতে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। রাবী ইসহাক (রহ.) (منهبطة ومنهبط -এর স্থলে) متهبطة ومتهبط বলিয়াছেন (অর্থ একই)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَقْرَى حَلْقَى (দুর হতভাগী, তোমার কল্যাণ না হউক)। এই শব্দদ্বয়ের প্রথম বর্ণে যবর অতঃপর সাকিন এবং এক রিওয়ায়তে তানভীনবিহীন মদ্দ ছাড়া পঠিত। অভিধানে তানভীনসহ পঠনও জায়িয। অভিধানবিদ আবূ উবায়দ ইহাকেই সঠিক বলিয়াছেন। কেননা, এই স্থানে عقر এবং حلق এর অর্থ দু'আ। যেমন বলা হয় سقيا এবং راعيا আর অনুরূপ মাসদার দ্বারা দু'আ করা উদ্দেশ্য। প্রথম পঠনে উহা نعت (প্রশংসা, গুণ বর্ণনা করা মর্ম) دعاء (দু'আ) নহে। আর عقرى অর্থ عقرها الله অর্থাৎ جرحها (আল্লাহ তাহাকে আহত করুন)। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ جعلها عاقرا لاتلد (তাহাকে বন্ধা করুন, সন্তান জন্ম না হউক।) আর কেহ বলে عقر قومها (তাহার বংশ বন্ধা হউক)। حلقى শব্দের অর্থ حلق شعرها (তাহার মাথা মুন্ডানোকৃত)। আর ইহা মহিলাদের সৌন্দর্য্যের প্রতীক। মাথা মুন্ডাইয়া দিলে তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা পায়।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এতদুভয় শব্দ দ্বারা ইয়াহুদীরা হায়িযা মহিলাদের সম্বোধন করিত। আর এই দুই শব্দের মূল ইহাই। পরে আরবীগণ এতদুভয় শব্দ প্রকৃত অর্থের বিবেচনা না করিয়া এমনিতেই কাহারও প্রতি দুঃখ ও খুশি প্রকাশার্থে ব্যবহার করিতে থাকেন। যেমন তাহারা বলেন قاتله الله (আল্লাহ তাহাকে হত্যা করুন) এবং تربت يداه (তাহার হস্তদ্বয়ে মাটি স্পর্শ করুক) এবং অনুরূপ বাক্য।

আল্লামা কুরতুবী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হজ্জের সফরে হযরত আয়িশা ও সুফিয়্যা (রাযিঃ) দুইজনই ঋতুমতী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি তাহাদের দুইজনের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কেননা, তিনি হযরত সুফিয়্যা (রাযিঃ)কে বলিয়াছেন عَقْرَى حَلْقَى (দুর দুর্ভাগী, তোমার কল্যাণ না হউক)। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিয়াছেন هذا شئ كتبه الله على بنات ادم (ইহা এমন একটি বস্তু যাহা আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন)।

ইহা দ্বারা কাহাকেও কাহারও উপর প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য নহে; বরং স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কথা বিভিন্ন হয়। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে তাশরীফ নিলেন, তখন তিনি হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার আশংকায় মনক্ষুণ্ন হইয়া কাঁদিতেছিলেন। ফলে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়া প্রয়োজন ছিল সেই মতে তাঁহাকে সান্ত্বনামূলক বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা দিয়াছেন। পক্ষান্তরে হযরত সাফিয়্যা (রাযিঃ)। তিনি হজ্জব্রত পালন শেষ করায় "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সঙ্গে এমন ইচ্ছা করিয়াছিলেন যাহা একজন পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া থাকে।" এতদুভয়ের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে সম্বোধনে বিভিন্নতা যথাযোগ্য হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭০)।

وَقَالَ إِسْحَاقُ مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ (রাবী ইসহাক (রহ.) স্বীয় বর্ণনায় (مُنْهَبِطَةٌ وَمُنْهَبِطٌ -এর স্থলে) مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ বলিয়াছেন, অর্থ একই। আর اَلْهُبُوْطُ (অবতরণ, নিম্নগামিতা) শব্দটি الصعود (আরোহণ, উর্ধ্বে গমন)-এর বিপরীত -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭০)।

(২৮২০) وَحَدَّثَنَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُلَبِّي لاَ نَذْكُرُ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

(২৮২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সুয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে রওয়ানা হইলাম। আমরা হজ্জ বা উমরার কোনটিরই সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করি নাই। অতঃপর হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী মানসূর (রহ.) বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(২৮২১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ "أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا".

(২৮২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হিজ্জা মাসের ৪ কিংবা ৫ তারিখে (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিলেন। অতঃপর রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কে রাগান্বিত করিল? আল্লাহ তাহাকে অগ্নিতে দাখিল করুন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি কি জাননা– আমি লোকদেরকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে। রাবী হাকাম (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যেন তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে। আমি যদি পূর্বেই অবহিত হইতাম যেই বিষয়ের আমি পরে সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইলে আমি হাদী সঙ্গে নিয়া আসিতাম না; বরং পরে খরিদ করিয়া নিতাম এবং আমিও (উমরা করিয়া) হালাল হইয়া যাইতাম যেমন অন্যান্যরা (উমরা শেষে) হালাল হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮২২) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ.

(২৮২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হিজ্জা মাসের ৪র্থ কিংবা ৫ম দিনে (মক্কা মুকাররমায়) গমন করিলেন। অতঃপর রাবী গুনদার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। কিন্তু এই সনদে বর্ণিত হাদীছে রাবী হাকাম (রহ.)-এর উক্তিতে এই সন্দেহ يَتَرَدَّدُونَ (তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে) উল্লেখ করেন নাই।

(২৮২৩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا. وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ "يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ". فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

(২৮২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিলেন। অতঃপর (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিলেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার পূর্বে ঋতুমতী হইলেন। অতঃপর হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন এবং ইহার যাবতীয় কর্ম (তাওয়াফ ব্যতীত) সম্পাদন করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীনা হইতে আসার দিন তাহাকে বলিলেন, তোমার এক তাওয়াফই তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না। ফলে তিনি তাহাকে (তাহার ভাই) আবদুর রহমান (রাযিঃ)-এর সহিত তানঈম পাঠাইলেন। সুতরাং তিনি হজ্জের পর (তানঈম হইতে) ইহরাম বাঁধিয়া উমরা সম্পাদন করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَبَتْ (কিন্তু তিনি ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না)। এই স্থানে ابت দ্বারা নাউযুবিল্লাহ اباء جحود (অস্বীকৃতিমূলক প্রত্যাখ্যান করা) মর্ম নহে; বরং اباء الفاضل للميل الى الافضل (উত্তমকে প্রত্যাখ্যান করতঃ সর্বোত্তম করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা) মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭২)

(২৮২৪) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ".

(২৮২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি সারিফ নামক স্থানে পৌঁছিয়া ঋতুমতী হইলেন এবং আরাফার দিন পবিত্র হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

(২৮২৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. قَالَتْ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ.

(২৮২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা দুইটি ছওয়াবসহ প্রত্যাবর্তন করিবে আর আমি কেবল একটি ছাওয়াব নিয়া প্রত্যাবর্তন করিব। তখন তিনি আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ)কে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন (তাহার বোন) আয়িশা (রাযিঃ)কে নিয়া তানঈম যান। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তিনি তাহার উটের পিঠে আমাকে তাহার পশ্চাতে বসাইয়া রওয়ানা হইলেন। আমি আমার ওড়না উঠাইতেছিলাম এবং উহা আমার গ্রীবা হইতে সরাইয়া রাখিতেছিলাম। তিনি আমার পায়ে (বেত দ্বারা) আঘাত করিতেছিলেন– যেমন উটকে আঘাত করেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি কি অন্য কাহাকেও প্রত্যক্ষ করিতেছেন। (যাহার হইতে পর্দা করা জরুরী। অথচ ইহাতো জনমানবহীন)? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি (তানঈম পৌঁছিয়া) উমরার ইহরাম বাঁধিলাম। তারপর ফিরিয়া আসিয়া উমরা পালন করতঃ হাসবা (রাত্রিতে রওয়ানা হইবার স্থানে) আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মিলিত হইলাম।

(২৮২৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

(২৮২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে নিজ উটের পিছনে বসাইয়া 'তানঈমে' নিয়ে যান এবং সেই স্থান হইতে ইহরাম বাঁধানোর মাধ্যমে তাঁহাকে উমরা করাইয়া দেন।

(২৮২৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ "الْحِلُّ كُلُّهُ". فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ "مَا شَأْنُكِ". قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ". فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا". فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ. قَالَ "فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ". وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.

(২৮২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হজ্জে ইফরাদের ইহরাম বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) উমরার ইহরাম বাঁধিয়া আসিলেন। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ঋতুমতী হইয়া গেলেন। যাহা হউক আমরা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া পবিত্র কা'বা ঘরের তাওয়াফ করিলাম এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিলাম। আমাদের মধ্যে যাহাদের সহিত হাদী ছিল না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে (উমরা শেষে) হালাল হইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। আমরা আরয করিলাম, কোন প্রকারের হালাল হইব? তিনি ইরশাদ করিলেন, 'সম্পূর্ণরূপে হালাল হওয়া'। সুতরাং আমরা স্ত্রী সহবাস করিলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করিলাম এবং সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করিলাম। তখন আরফাত দিবস এবং আমাদের মাঝে আর মাত্র চার দিন ব্যবধান ছিল। অতঃপর তারবিয়া দিবসে (যুল-হিজ্জার ৮ম তারিখে) আমরা পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে তাশরীফ নিয়া তাহাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে। তিনি আরয করিলেন, অবস্থা এই যে, আমি ঋতুমতী হইয়া গিয়াছি। লোকেরা হালাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমি হালাল হইতে পারি নাই এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফও করিতে পারি নাই। অথচ লোকেরা এখন হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইতেছে। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা এমন একটি বিষয় যাহা আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই তুমি গোসল কর এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। তিনি ইহাই করিলেন এবং হজ্জের স্থানসমূহে অবস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি পবিত্র হইলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এখন তোমার হজ্জ এবং উমরা উভয়টি পূর্ণ হইল। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্তরে অতৃপ্তি অনুভব করিতেছি যে, আমি হজ্জ করার পূর্ব পর্যন্ত আমি (উমরার জন্য) বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করিতে পারি নাই। তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তাহাকে নিয়া যাও এবং তানঈম হইতে (ইহরাম বাঁধিবার মাধ্যমে) তাহাকে উমরা করাইয়া দাও। ইহা ছিল লায়লাতুল হাসাবার ঘটনা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَرَكَتْ (আয়িশা (রাযিঃ) ঋতুমতী হইয়া গেলেন)। عَرَكَتْ শব্দটির ع এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ حاضت (তিনি ঋতুমতী হইয়া গেলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭২)

يَوْمَ التَّرْوِيَةِ। ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (অতঃপর তারবিয়ার দিন আমরা (হজ্জের) ইহরাম বাঁধিলাম)। يَوْمَ التَّرْوِيَةِ হইতেছে যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম তারিখ। ইহাতে ইশারা রহিয়াছে যে, হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছায় যাহারা মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন তাহাদের জন্য তারবিয়ার দিবসে ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭২)

(২৮২৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها وَهْىَ تَبْكِي. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(২৮২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে তাশরীফ নিলেন, তখন তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ রাবী লায়ছ (রহ.) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের প্রথমাংশ বর্ণনা করেন নাই।

(২৮২৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشَّىْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৮২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জের বৎসরে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) উমরার ইহরাম বাঁধিলেন। ... হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে ইহাতে ততখানি অতিরিক্ত আছে যে, জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নমনীয় স্বভাবের ছিলেন। ফলে আয়িশা (রাযিঃ) যখনই কোন আবেদন করিতেন উহা তিনি রক্ষা করিতেন। তিনি আয়িশা (রাযিঃ)কে তাহার ভাই (আবদুর রহমান রাযিঃ)-এর সহিত পাঠাইলেন এবং তিনি 'তানঈম' হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া আসিলেন। রাবী মাতার (রহ.) বলেন, আবূ যুবায়র (রহ.) বলিয়াছেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) যখনই হজ্জ করিতেন তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত যেইভাবে হজ্জ করিতেন সেইভাবে করিতেন।

(২৮৩০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ". قَالَ قُلْنَا أَيُّ الْحِلِّ قَالَ "الْحِلُّ كُلُّهُ". قَالَ فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطِّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

(২৮৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া রওয়ানা হইলাম। আমাদের সহিত মহিলাগণ এবং শিশুরাও ছিল। আমরা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিলাম এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করিলাম। তখন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার সহিত হাদী নাই সে যেন হালাল হইয়া যায়। আমরা আরয করিলাম, কোন প্রকারের হালাল? তিনি ইরশাদ করিলেন, পূর্ণরূপে হালাল হওয়া। রাবী বলেন, ফলে আমরা (হালাল হইয়া) আমাদের স্ত্রীদের কাছে গমন করিলাম, সেলাইযুক্ত পোশাক পরিলাম এবং সুগন্ধি ব্যবহার করিলাম। অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন আসিল তখন আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিলাম এবং পূর্বের তাওয়াফ ও সাঈ আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রতিটি গরু এবং উটে সাতজন করিয়া শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمَسِسْنَا الطِّيبَ (এবং সুগন্ধি মাখিলাম)। مَسِسْنَا শব্দটির প্রথম س বর্ণে যের দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে অপ্রসিদ্ধ অভিধানে যবর দ্বারাও পড়া যায়। অভিধানবিদ জাওহারী বলেন, বলা হয় مسست الشئ (س বর্ণে যের) مسست الشئ (س বর্ণে যবর) مَسًّا ইহাই বিশুদ্ধ ভাষা। ভাষাবিদ আবূ উবায়দা হইতে أَمَسُّه (م বর্ণে যবর) أَمُسُّه (م বর্ণে পেশ) নকল করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, কখনও তাহারা مِست الشئ (প্রথম س উহ্য করিয়া ইহার যেরকে م বর্ণে প্রদান করতঃ) বলেন। আর তাহাদের কেহ কেহ উহ্যকৃত س বর্ণের যেরকে م বর্ণে না দিয়া তাহার অবস্থায় তথা যবর বহাল রাখিয়া مَسْتُ পাঠ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৩)

وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ (প্রথম তাওয়াফ ও সাঈ আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল)। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৮০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ (আমাদের প্রতি সাতজনের পক্ষে একটি بدنه দিতে নির্দেশ দিলেন)। এই স্থানে بدنه (পবিত্র মক্কায় কুরবানীকৃত পশু) দ্বারা উট এবং গরু মর্ম। উলামায়ে কিরাম এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, (১) প্রতিটি গরু এবং উটে সাতজন অংশীদারে কুরবানী দেওয়া জায়িয। (২) গরু-গাভী এবং উট-উষ্ট্রী প্রতিটি সাতটি বকরীর সমতুল্য। (৩) هدى (মক্কা মুকাররমায় কুরবানীর পশু) এবং اضحية (সাধারণ কুরবানীর পশু)-এর মধ্যে শরীকানা জায়িয আছে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও অন্যান্য ফকীহগণের মত। -(ঐ)

(২৮৩১) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

(২৮৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা ইহরাম খুলিবার পর যখন (যুল-হিজ্জার ৮ তারিখে) মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (পুনরায়) ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা 'আল-আবতাহ' নামক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ (সুতরাং আমরা 'আল-আবতাহ' নামক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিলাম)। ابطح (আবতাহ) হইতেছে কংকর বিশিষ্ট যমীন। এই স্থানে একটি বিশেষ ময়দান মর্ম যাহা মক্কা মুকাররমার উপকণ্ঠে মুহাস্‌সাব-এর সংলগ্নে অবস্থিত। ইহাকে বাতিহায়ে মক্কাও বলা হয়। আলোচ্য হাদীছ সেই সকল বিশেষজ্ঞগণের দলীল যাহারা বলেন, মক্কা মুকাররমার অধিবাসী ও মক্কায় অবস্থানকারীগণের জন্য হজ্জের ইহরাম হারম শরীফের যে কোন স্থান হইতে বাঁধা জায়িয।

এই মাসয়ালায় দুইটি অভিমত রহিয়াছে ঃ (এক) এই মাসয়ালায় আমাদের তথা হানাফীগণের অভিমত অধিক সহীহ যে, মক্কা মুকাররমায় ব্যতীত হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়িয নাই। উত্তম হইতেছে নিজ ঘর হইতে ইহরাম বাঁধা। আর কেহ বলেন, মসজিদুল হারাম হইতে ইহরাম বাঁধা উত্তম।

(দুই) মক্কা মুকাররমা এবং হারম শরীফের সকল স্থান হইতে ইহরাম বাঁধা জায়িয। এই দ্বিতীয় মতপোষণ-কারীগণের দলীল হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। কেননা, তাহারা 'আল-আবতাহ' নামক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন যাহা মক্কা মুকাররমার বাহিরে কিন্তু হারম শরীফের অভ্যন্তরে।

প্রথম অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, 'আল-আবতাহ' নামক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিবার কারণ হইতেছে যে, তাহারা সেই স্থানে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম নিয়াছিলেন। আর যাহারা নির্ধারিত মীকাতের মধ্যে নহে এমন ব্যক্তিদের মীকাত হইতেছে তাহাদের অবতরণ স্থল। যেমন باب المواقيت -এ আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ (শরহে নওয়াভী) 'হিদায়া' গ্রন্থে আছে "অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন হইবে তখন মসজিদে হারাম হইতে হজ্জের ইহরাম বাঁধিবে। তবে ইহা অত্যাবশ্যক নহে। কেননা, শর্ত তো কেবল হারম শরীফ হইতে ইহরাম বাঁধা। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, হারম শরীফের অন্যান্য স্থানের তুলনায় মক্কা মুকাররমা হইতে ইহরাম বাঁধা আফযল। -(ফতহুল মুলহিমঃ ৩ঃ২৭৩)

(২৮৩২) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

(২৮৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবীগণ শুধু একবার সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়াছেন। রাবী মুহাম্মদ বিন আবূ বকর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে ততখানি অতিরিক্ত আছে যে, "তাঁহার প্রথম তাওয়াফ"।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৮০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮৩৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ . قَالَ عَطَاءٌ قَالَ "حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ". قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ. قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ "قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ فَحِلُّوا". فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ "بِمَ أَهْلَلْتَ". قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا". قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ فَقَالَ "لأَبَدٍ".

(২৮৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) বলেন, আমার সহিত কয়েকজন লোকসহ আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের ইহরামই বাঁধিলাম। রাবী আতা (রহ.) বলেন, জাবির (রাযিঃ) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪ঠা যুল-হিজ্জা ভোরে (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিয়া আমাদেরকে (উমরা শেষে) হালাল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাবী আতা (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইহরাম মুক্ত হও এবং স্ত্রীদের কাছে যাও। রাবী আতা (রহ.) বলেন, তাঁহার এই হুকুম ওয়াজিবমূলক ছিল না; বরং ইহরাম মুক্ত হওয়ায় তাহাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করিয়া দেওয়া হইল। (রাবী বলেন) আমরা বলিলাম যে, আরাফাত দিবসের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী রহিয়াছে। এখন আমাদেরকে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দিলেন। ফলে আমরা সহবাসের প্রভাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছিব। রাবী আতা (রহ.) বলেন, হযরত জাবির (রাযিঃ) স্বীয় হাত নাড়াইয়া কথাগুলি বলিতেছিলেন। আর আমি যেন তাঁহার হাতের নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করিতেছি (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম এই ওযরের কারণে ইহরাম খুলিতে চিন্তা করিতেছিলেন)। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমরা নিশ্চিতভাবে জান যে, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ তা'আলাকে অধিক ভয় করি। তোমাদের হইতে অধিক সত্যবাদী এবং পূণ্যবান। (কাজেই আমার হুকুম পালনে কি চিন্তা করিতেছ?) আমার সহিত হাদী না থাকিলে আমি অবশ্যই হালাল হইতাম যেমন তোমরা হালাল হইয়া গিয়াছ। আমি এখন যাহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা যদি পূর্বেই অবগত হইতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমিও হাদী সঙ্গে নিয়া আসিতাম না। সুতরাং তোমরা হালাল হইয়া যাও।

রাবী বলেন, ফলে আমরা সকলেই হালাল হইলাম, তাঁহার কথা শুনিলাম এবং তাঁহার অনুগত্য করিলাম। রাবী আতা (রহ.) বলেন, জাবির (রাযিঃ) বলিয়াছেন, ইতোমধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ) (ইয়ামানবাসীদের হইতে

আদায়কৃত) খারাজ নিয়া উপস্থিত হইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কোন্ ধরণের ইহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি আরয করিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ধরণের ইহরাম বাঁধিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি হাদী (দমে কিরান) রাখ এবং ইহরাম অবস্থায় থাক। রাবী হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হাদী (দমে কিরান) আনিয়াছিলেন। রাবী হযরত সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শুম (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই (হজ্জের ইহরাম বাতিল করিয়া উমরা করার) হুকুম কি শুধু আমাদের এই বছরের জন্য নির্দিষ্ট না সর্বদার জন্য? তিনি ইরশাদ করিলেন, সর্বদার জন্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَهْدِ (তুমি হাদী (দমে কিরান) রাখ)। অর্থাৎ তুমি দমে কিরান হাদী (কুরবানী পশু) যথাসময়ের জন্য রাখ আর এখন মুহরিম অবস্থায় থাক। (হাদী সঙ্গে থাকায় তাহাদের অনুরূপ হজ্জের ইহরামকে উমরায় রূপান্তর করিয়া হালাল হওয়া যাইবে না)। যেমন হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে قال فامسك فان معنا هديا (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি মুহরিম অবস্থায় থাক। কেননা, আমাদের সহিত হাদী (কুরবানীর পশু) রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিমঃ ৩ঃ২৭৪, বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮৩৪) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ". قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.

(২৮৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের ইহরাম বাঁধিলাম। অতঃপর আমরা যখন মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলাম তখন তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার হুকুম দিলেন। আমাদের জন্য তাঁহার এই হুকুম কঠোর মনে হইল এবং আমাদের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হইল। অতঃপর এই খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিল। তবে আমাদের জানা নাই যে, তিনি কি উর্ধ্বজগত হইতে (ওহীর মাধ্যমে) এই সংবাদ পাইয়াছেন না কি কোন লোক তাঁহার কাছে এই কথা পৌঁছাইয়াছে? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! তোমরা হালাল হও। আমার সহিত হাদী না থাকিলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করিতাম। রাবী (জাবির রাযিঃ) বলেন, সুতরাং আমরা হালাল হইয়া গেলাম, এমনকি আমরা নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস এবং হালাল অবস্থায় সাধারণতঃ যাহা করা হয় তাহা করিলাম। অতঃপর তারবিয়া (৮ই যুল-হিজ্জা)-এর দিন আমরা (মীনার উদ্দেশ্যে) মক্কা মুকাররমা ত্যাগ করিলাম এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮৩৫) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ رضى الله عنهما أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ سَاقَ الْهَدْىَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً". قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ "افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ". فَفَعَلُوا.

(২৮৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... মূসা বিন নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি উমরাসহ তামাত্তু' হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া তারবিয়া দিবস (তথা ৮ই যুল-হিজ্জা)-এর চারদিন পূর্বে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলাম। তখন লোকেরা বলিল, এখন তো আপনার হজ্জ মক্কাবাসীগণের অনুরূপ হইয়া যাইবে। (রাবী মূসা (রহ.) বলেন) ফলে আমি আতা বিন আবূ রাবাহ (রহ.)-এর কাছে এই বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। আতা (রহ.) বলেন, আমার নিকট জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযিঃ) হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সেই বৎসর হজ্জ করিয়াছিলেন যেই বৎসর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদী সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন আর সাহাবাগণ শুধু (ইফরাদ) হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। (মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিবার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা (হজ্জের ইহরাম উমরায় পরিবর্তন করিয়া) হালাল হইয়া যাও। কাজেই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়ায় সাঈ কর এবং মাথার চুল কাটিয়া ইহরামমুক্ত অবস্থায় থাক। অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন আসিবে তখন হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ এবং ইহা হজ্জে তামাত্তু-এর ইহরামে পরিণত কর। তাহারা আরয করিলেন, আমরা কিভাবে ইহা তামাত্তু-এ পরিণত করিব অথচ ইতোপূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে যেই হুকুম দিয়াছি উহাই কর। কেননা, আমি যদি সঙ্গে করিয়া হাদী না আনিতাম তবে তোমাদের যেই হুকুম দিতেছি আমিও তদ্রুপ করিতাম। কিন্তু হাদী যথাস্থানে কুরবানী না করা পর্যন্ত আমার জন্য ইহরাম খুলিয়া হালাল হওয়ার অবকাশ নাই। সুতরাং তাহারা তাঁহার হুকুম মুতাবিক কাজ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮৩৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

(২৮৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মা'মার বিন রিবয়ী কায়সী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হজ্জের ইহরাম উমরার ইহরামে পরিবর্তন করিয়া (উমরা সম্পাদন শেষে) হালাল হইয়া যাওয়ার হুকুম দিলেন। রাবী বলেন, তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সহিত হাদী থাকায় তিনি স্বীয় হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করিতে পারেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৮৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هٰذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

(২৮৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ নুমায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তামাত্তু' হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন এবং ইবন যুবায়র (রাযিঃ) তামাত্তু' হজ্জ করিতে নিষেধ করিতেন। এই বিষয়টি আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এই ঘটনাটি আমার সামনেই হইয়াছে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছি। অতঃপর যখন হযরত উমর (রাযিঃ) খলীফা হইলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যেই বস্তু ইচ্ছা এবং যেই কারণে ইচ্ছা হালাল করেন। বর্তমানে কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়া সমাপ্ত হইয়াছে। কাজেই তোমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হজ্জ ও উমরা পালন কর– যেইভাবে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন এবং মুত'আর মাধ্যমে বিবাহকৃত মহিলাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর (প্রয়োজনে যথানিয়মে তাহাদেরকে বিবাহ বন্ধনে নিয়া নাও)। আমার নিকট মুত'আর শর্তে বিবাহকারী কোন পুরুষ লোক নিয়া আগমন করিলে আমি তাহাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে রজম করিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ الخ (অতঃপর যখন হযরত উমর (রাযিঃ) খলীফা হইলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যেই বস্তু ইচ্ছা এবং যেই কারণে ইচ্ছা হালাল করেন ...) অর্থাৎ نهى عن المتعة (তিনি متعة হইতে নিষেধ করেন)। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) হজ্জের মধ্যে যেই متعة হইতে নিষেধ করিয়াছেন উহার মর্ম নির্ণয়ে আলিমগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা দ্বারা হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তনের বিষয়টি নিষেধ করা মর্ম। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, আশহুরে হজ্জের মধ্যে উমরা করার পর সেই বৎসর হজ্জব্রত পালন করা নিষেধাজ্ঞা মর্ম। আর এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হজ্জ হারাম কিংবা বাতিল হওয়া মর্ম নহে; বরং ইফরাদ হজ্জের প্রতি আগ্রহান্বিত করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাহার মতে ইফরাদ হজ্জই উত্তম। (অন্যান্য বিস্তারিত ২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) -(ফতহুল মুলহিমঃ ৩ঃ২৭৫)

وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هٰذِهِ النِّسَاءِ (মুত'আ (অস্থায়ী নিকাহ)-এর মাধ্যমে বিবাহকৃত এই মহিলাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর)। أَبِتُّوا শব্দটি امر -এর সীগা الابتات হইতে। বলা হয় بت এবং ابت ইহা قطع (কর্তন, ছিন্নকরণ)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিমঃ ৩ঃ২৭৬)

إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ (তবে আমি অবশ্যই তাহাকে প্রস্তরাঘাতে রজম করিব)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর কথাটি متعة النكاح এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। আর উহা হইতেছে নির্ধারিত সময়ের

জন্য নিকাহ। ইহা প্রথমে মুবাহ ছিল, অতঃপর খায়বরের দিন রহিত হয়। অতঃপর ফতহে মক্কার দিন মুবাহ করা হইয়াছিল, আবার ফতহে মক্কার দিনসমূহের মধ্যেই রহিত হয়। উহার পর হইতে সর্বদার জন্য হারাম হইয়া যায়। বর্তমানেও হারাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে। ইসলামের প্রথম যুগে এই বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। অতঃপর সেই মতানৈক্য দূরীভূত হইয়া যায় এবং ইহা হারাম হওয়ার উপর উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকেই নিকাহে মুত'আ (অস্থায়ী বিবাহ, নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ) হারাম হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা যুরকানী (রহ.) স্বীয় 'শরহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে অনুরূপ লিখিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশা-আল্লাহু তা'আলা যথাস্থানে আসিবে। -(ফতহুল মুলহিমঃ ৩ঃ২৭৬)

(২৮৩৮) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.

(২৮৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, "তোমাদের হজ্জকে উমরা হইতে পৃথক কর। কেননা, ইহাতে তোমাদের হজ্জও পূর্ণাঙ্গ হইবে এবং উমরাও পূর্ণাঙ্গ হইবে।"

(২৮৩৯) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

(২৮৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন হিশাম, আবুর রবী' ও কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের জন্য লাব্বাইক পাঠ করিতে করিতে (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ
(২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

باب حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জের বিবরণ

(২৮৪০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ . فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي " .

(২৮৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জা'ফর বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর আমার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। আমি (জবাবে) বলিলাম, আমি মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসায়ন। তখন তিনি স্বীয় হাত বাড়াইয়া আমার মাথার উপর রাখিলেন। অতঃপর তিনি আমার জামার উপর দিকের বোতাম খুলিলেন, অতঃপর নীচের দিকের বোতাম খুলিলেন। অতঃপর তাঁহার হাত আমার বক্ষের উপর রাখিলেন আর আমি তখন যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগতম। তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা কর জিজ্ঞাসা কর। কাজেই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। ইতোমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যখনই চাদরের এক পাশ নিজের কাঁধের উপর রাখিতেন তখনই উহা ছোট হওয়ার কারণে নীচে পড়িয়া যাইত। অথচ তাহার অন্য একটি বড় চাদর তাহার পার্শ্বেই আলনাতে রাখা ছিল। তিনি আমাদেরকে নিয়া নামায আদায় করিলেন। (রাবী বলেন) আমি বলিলাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে জানান। তখন তিনি (জাবির রাযিঃ) স্বীয় হাতে নয় সংখ্যার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর (মদীনা মুনাওয়ারায়) অবস্থান করেন এবং

টীকা- ১ ঃ হাদীছখানা দীর্ঘ হওয়ায় খন্ড করিয়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে ছাত্রবৃন্দ সহজে অনুবাদ আয়ত্ত্ব করিতে পারে। -(অনুবাদক)

এই সময়কালে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন নাই। অতঃপর (হিজরী) দশম সনে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বছর হজ্জব্রত পালন করিবেন। ফলে মদীনা মুনাওয়ারায় অনেক লোকের সমাগম হইল। তাহাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করিতে এবং তাঁহার অনুরূপ আমল করিতে আগ্রহী ছিলেন।

আমরা তাঁহার সহিত (মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হইলাম। আমরা যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন আসমা বিন উমায়স (রাযিঃ) মুহাম্মদ বিন আবূ বকর সিদ্দীককে প্রসব করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (নিজ স্বামী সিদ্দীক (রাযিঃ)কে) পাঠাইয়া মাসয়ালা জানিতে চাহিলেন যে, আমি এখন কি করিব? তিনি (জবাবে) বলিলেন, তুমি গোসল কর। একটি বস্ত্রখন্ড দিয়া (রক্তের স্থানে) পট্টি বাঁধ এবং ইহরাম বাঁধিয়া নাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ الخ (তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় গৃহে প্রবেশকারীগণের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং আগত প্রত্যেকের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা সমীচীন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৭)

فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي (তখন তিনি স্বীয় হাত বাড়াইয়া আমার মাথার উপর রাখিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের লোকজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি রহিয়াছে। যেমন হযরত জাবির (রাযিঃ) মুহাম্মদ বিন আলী (রহ.)-এর প্রতি করিয়াছেন। -(ঐ)

فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى الخ (অতঃপর তিনি আমার জামার উপরের দিকের বোতাম খুলিলেন)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমনকারীর প্রতি যথোচিত সহৃদয়তা ও অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন সমীচীন। এই কারণেই হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর জন্য বোতাম খুলিয়া স্বীয় হাত তাহার বক্ষের উপর রাখা জায়িয হইয়াছে। -(ঐ)

وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ (আর আমি তখন যুবক ছিলাম)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বয়সে ছোট এমন যুবকের প্রতি অন্তরঙ্গতা প্রকাশার্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) তাহার সহিত এইরূপ করিয়াছেন। তবে কোন বয়স্ক ব্যক্তি তাহার হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি এইরূপ করিবে না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দয়া প্রদর্শনে বালকদের স্পর্শ করা জায়িয। কিন্তু যৌন স্বাদ উপভোগে স্পর্শ করা না জায়িয। আর বালিকাদের কোন অবস্থায়ই স্পর্শ করা জায়িয নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৭)

مَرْحَبًا بِكَ (তোমাকে স্বাগতম)। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, কোন ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎকারী, পরিদর্শনকারী ও অতিথি প্রমুখ আগন্তুককে মারহাবা, স্বাগতম কিংবা খোশ আমদেদ বলা মুস্তাহাব। -(ঐ)

فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ (তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, نساجة শব্দটির ن বর্ণে যের س বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর ও ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহাই আমাদের শহরের সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে প্রসিদ্ধ। সহীহ মুসলিম শরীফের কতক নুসখায় ن বর্ণ উহ্য করিয়া ساجة রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে জমহুরের রিওয়ায়ত বলিয়া নকল করিয়া বলেন, ইহাই সঠিক। অতঃপর বলেন, الساجة এবং الساج উভয়ই طيلسان (বুযুর্গ ব্যক্তিদের পরিধেয় সবুজ রং-এর পোশাক বিশেষ, লম্বা চাদর বিশেষ)ও তদনুরূপ কাপড়। তিনি বলেন, ن দ্বারা পঠনের রিওয়ায়ত ফারসী রিওয়ায়তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ বুননকৃত আচ্ছাদনীয় কাপড়। আর কতক বলেন, ن বর্ণটি ভুল ও উচ্চারণ বিকৃত। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, ইহা ভুল নহে; বরং উভয়ভাবে পঠন সঠিক। আর ইহা طيلسان (পুরুষদের পরিধানের লম্বা চাদর)-এর আকৃতির আচ্ছাদনীয় কাপড় বিশেষ। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) স্বীয় 'আল-মাশারিক' গ্রন্থে

বলেন, الساج এবং الساجة হইতেছে طيلسان (পুরুষদের পরিধানের লম্বা চাদর) ইহার বহুবচন سيجان তিনি বলেন, কেহ বলেন, ইহা সবুজ রং-এর পোশাকের উপর বিশেষভাবে প্রয়োগ হয়। -(ঐ)

فَصَلَّى بِنَا (তিনি আমাদেরকে নিয়া নামাযের ইমামত করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোকদের ইমামত করা জায়িয। আর বাড়ীর মালিক অন্যের তুলনায় ইমামত করার অধিক হকদার। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৭)

ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ (অতঃপর হিজরী ১০ম সনে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল ...)। أُذِّنَ শব্দটি همزه বর্ণে পেশ ذ বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠিত অর্থাৎ اعلموا بذلك (ইহার ঘোষণা দেওয়া হইল)। আর أَذَّنَ শব্দটি همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনও বৈধ। ইহার কর্তা হইবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা তিনিই ঘোষণার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহার অর্থ হইবে, সাহাবাগণকে জানাইয়া দাও এবং তাহাদের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও। যাহাতে তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জব্রত পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়, হজ্জ এবং হজ্জের আহকাম শিক্ষা, তাঁহার বাণী শ্রবণ, কর্ম প্রত্যক্ষ এবং উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের কাছে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে দাওয়াত ও রিসালতের ব্যাপকভাবে প্রচার করে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমামের জন্য মুস্তাহাব হইতেছে যে, তিনি শরীআতের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের ঘোষণা লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দিবেন যাহাতে তাহারা উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরী হইতে পারেন। -(ঐ)

فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ (তখন আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযিঃ) মুহাম্মদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে প্রসব করিলেন।) عُمَيْس (উমায়স) তাসগীর হিসাবে পঠিত। হযরত আসমা (রাযিঃ) মর্যাদাপূর্ণ সাহাবিয়া ছিলেন। তাঁহার ১ম স্বামী জাফর-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। হযরত সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ হয়। তখন তিনি ইয়াহইয়া বিন আলীকে প্রসব করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৮)

مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ (মুহাম্মদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ছোট সাহাবী ছিলেন। তিনি মিসরে অবস্থানকালে হিজরী ৩৮ সনে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর সহচরগণের হাতে শহীদ হন। -(ঐ)

كَيْفَ أَصْنَعُ (আমি এখন কি করিব) অর্থাৎ كيف اصنع في الاحرام (আমি ইহরামের মধ্যে কি করিব?) আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, তিনি নিজ স্বামী হযরত সিদ্দীক (রাযিঃ)কে পাঠাইয়াছিলেন। যেমন 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আছে ان اسماء ولدت محمد بن ابى بكر فذكر ذلك ابوبكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم (হযরত আসমা (রাযিঃ) মুহাম্মদ বিন আবূ বকর (রাযিঃ)কে প্রসব করিলেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই বিষয়টি উল্লেখ করিলেন)। -(ঐ)

اغْتَسِلِي (তুমি গোসল কর)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিফাস বিশিষ্ট মহিলাদের ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নত। যেমন আল্লামা তীবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহা পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে, পবিত্রতা লাভের জন্য নহে। এই কারণেই তায়াম্মুমের কথা বলা হয় নাই। অনুরূপ হুকুম হায়িযা মহিলাদের জন্য প্রয়োগ হইবে। -(ঐ)

وَاسْتَثْفِرِي (একটি বস্ত্রখন্ড দিয়া (রক্তের স্থানে) পট্টি বাঁধ)। ت এর পর তিন নুক্তাবিশিষ্ট ث দ্বারা পঠিত অর্থাৎ احتجزى (তুমি বাঁধিয়া রাখ, আটকাইয়া রাখ, সংরক্ষণ কর)। তুমি যথাস্থানে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাহা প্রবাহিত রক্তকে আটকাইয়া রাখে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট মহিলাকে নাপাকী প্রকাশ হওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। নওয়াভী (রহ.) বলেন, রক্ত স্থানে বস্ত্রখন্ড বাঁধিয়া দেওয়ার নির্দেশ হায়িয, নিফাস ও মুস্তাহাযা মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। আর উহা হইতেছে রক্ত স্থানের মাঝামাঝি বস্ত্রখন্ডকে প্রশস্তভাবে স্থাপন করিয়া সামনে ও পিছনের দিক হইতে উপরের দিকে কোমরের সুতলির সহিত শক্তভাবে বাঁধিয়া দেওয়া। -(ঐ)

وَأَحْرِمِى (এবং ইহরাম বাঁধিয়া নাও) নিয়্যত এবং তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে। -(ঐ)

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِى بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ "لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ". وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِى يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ

(অনুবাদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুল-হুলায়ফার) মসজিদে (দুই রাকাআত ইহরামের সুন্নত) নামায আদায় করিলেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করিলেন। অতঃপর 'বায়দা' নামক স্থানে যখন তাঁহার উষ্ট্রী তাঁহাকে নিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, লোকে লোকারণ্য কিছুসংখ্যক সওয়ারীতে, কিছুসংখ্যক পদব্রজে চলিতেছেন। ডানে, বামে এবং পশ্চাতে একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হইতেছিল। তিনিই একমাত্র ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন এবং তিনি যাহা করিতেন আমরাও উহাই করিতাম। তখন তিনি তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করিলেন ঃ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন শরীক নাই)। লোকেরা উপর্যুক্ত তালবিয়া পাঠ করিল যাহা (বর্তমানে) পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার অতিরিক্ত কিছু বলেন নাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত তালবিয়া পাঠ করিতে থাকিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى الْبَيْدَاءِ (বায়দা নামক স্থানে)। الْبَيْدَاء শব্দটি মদ্দসহ পঠিত। ইহা যুল-হুলায়ফা সম্মুখস্থ মক্কা মুকাররমার দিকে অবস্থিত একটি উচ্চভূমি। 'বায়দা' নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, উক্ত স্থানে কোন ভবন ও অট্টালিকা নাই এবং প্রাচীন নিদর্শনও নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৮)

عَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ (তাঁহার ডান দিকে অনুরূপ) অর্থাৎ نظرت عن يمينه مثل ذلك (আমি তাঁহার ডান দিকে তাকাইয়া দেখিলাম একই দৃশ্য)। مِثْلَ শব্দটি হাদীছে উল্লিখিত তিন স্থানে نصب (যবর) দ্বারা পঠিত এবং استئناف (নতুনভাবে শুরু করা) হিসাবে رفع (পেশ) দ্বারা পঠনও জায়িয। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে انه حضر معه خلق كثير (তাঁহার সহিত বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল অর্থাৎ লোকে লোকারণ্য)। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। 'শরহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ঐ)

فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ (তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করেন) অর্থাৎ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নাই)। ইহা দ্বারা জাহিলিয়্যাত যুগের পঠিত তালবিয়ার বিপরীত করার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কেননা, তাহারা শিরকযুক্ত বাক্য সংযোজন করিয়া তালবিয়া পাঠ করিত। যেমন তালবিয়া অনুচ্ছেদে (২৭০৫নং হাদীছে) তাহাদের পঠিত তালবিয়াটি আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৮)

قَالَ جَابِرٌ رضى الله عنه لَسْنَا نَنْوِى إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ } وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى { فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِى يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ } قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ { وَ } قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ { ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ } إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ { "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ" . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ" . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ "لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً" . فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الْأُخْرَى وَقَالَ "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ" .

(অনুবাদ) হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমরা হজ্জ ব্যতীত অন্য কিছুর নিয়্যত করি নাই, আমরা উমরার কথা জানিতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁহার সহিত বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিলাম তখন তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করিয়া চুমু খাইলেন, অতঃপর তিনবার দ্রুত গতিতে এবং চারবার সাধারণ গতিতে (মোট সাতবার) পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ (করিয়া এক তাওয়াফ) করিলেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছিয়া নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাতে নামাযের জায়গা বানাও।" -সূরা বাকারা ১২৫)। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে নিজ এবং বায়তুল্লাহর মাঝখানে রাখিয়া (দুই রাকাআত তাওয়াফের ওয়াজিব নামায আদায় করিলেন)। (রাবী জা'ফর (রহ.) বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসায়ন) বলিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি (জাবির (রাযিঃ)) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (তাওয়াফের পর) দুই রাকাআত (ওয়াজিব) নামাযে (সূরা ইখলাস) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ এবং (সূরা কাফিরুন) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উহাকে চুমু দিলেন। তারপর তিনি বাবে সাফা দিয়া বাহির হইয়া সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন এবং সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হইয়া তিলাওয়াত করিলেন إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। -সূরা বাকারা ১৫৮) এবং তিনি আরও বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা যেই পাহাড়ের উল্লেখ করিয়া শুরু করিয়াছেন আমিও উহা দিয়া শুরু করিব।" অতঃপর তিনি সাফা পাহাড় হইতে আরম্ভ করিলেন এবং উহার এতখানি উপরে আরোহণ করিলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি কিবলামুখী হইয়া আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলেন এবং বলিলেন ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَحْدَهُ الأَحْزَابَ وَهَزَمَ عَبْدَهُ وَنَصَرَ وَعْدَهُ أَنْجَزَ وَحْدَهُ اللهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার জন্য রাজত্ব এবং তাঁহার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক। তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন, নিজ বান্দা (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সাহায্য করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা (খন্দকের দিন) কাফির সৈন্যদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) পরাজিত করিয়া দিয়াছেন।) অতঃপর তিনি দু'আ করিলেন এবং উক্তরূপ তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি মারওয়া পাহাড়ের দিকে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন। এমনকি তাঁহার মুবারক পদযুগল উপত্যকার সমতল ভূমিতে পৌঁছিল। তখন তিনি দ্রুত চলিলেন, এমনকি তিনি উপত্যকার সমতল ভূমি অতিক্রম করিলেন। (বর্তমান এই বাতনুল ওয়াদী তথা সমতল ভূমিতে সবুজ বাতি লাগানো আছে) অতঃপর যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করিতেছিলেন তখন তিনি (সাধারণভাবে) হাঁটিয়া আরোহণ করিলেন। তারপর মারওয়া পাহাড়েও উহাই করিলেন যাহা তিনি সাফা পাহাড়ে করিয়াছিলেন। সর্বশেষ সাঈতে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছিলেন তখন তিনি (লোকদের সম্বোধন করিয়া) ইরশাদ করিলেন, আমি যদি পূর্বেই বিষয়টি বুঝিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমি হাদী সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতাম না (বরং মক্কা মুকাররমায় কুরবানীর পশু ক্রয় করিয়া নিতাম) আর আমি (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করিতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহার সহিত হাদী নাই সে যেন হালাল হইয়া যায় (অর্থাৎ তাওয়াফ এবং সাঈ শেষ হইয়াছে ফলে উমরার কার্যাদি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন চুল মুন্ডাইয়া হালাল হইয়া যাও) এবং ইহাকে উমরায় পরিণত কর। তখন সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শুম (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করার) এই বিধান কি শুধু আমাদের এই বছরের জন্য নির্দিষ্ট না কি সর্বদার জন্য? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আংগুলগুলি পরস্পর ফাঁকে ঢুকাইলেন এবং দুইবার বলিলেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। (আরও ইরশাদ করিলেন) না; বরং সর্বদার জন্য, সর্বদার জন্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتَلَمَ الرُّكْنَ (তিনি রুকন স্পর্শ করিয়া চুমু খাইলেন)। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদে দুই হাত দ্বারা স্পর্শ করিয়া চুমু দিলেন। استلام শব্দটি سلام হইতে باب افتعال এর সীগা। ইহা التحية (অভিবাদন, সালাম, সম্মান, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা) অর্থে ব্যবহৃত। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা س বর্ণে যের দ্বারা পঠনে السلام হইতে নিঃসৃত। ইহা হইতেছে الحجارة (পাথর)। বলা হয় استلم الحجر اذا الثمه وتناوله ইহার অর্থঃ وضع يديه عليه وقبله (হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাত রাখিয়া চুমা দিলেন)। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, কপালও উহার উপর রাখা। আল্লামা যুরকানী (রহ.) স্বীয় 'শরহে মাওয়াহিব' গ্রন্থে লিখেন, জানিয়া রাখুন, বায়তুল্লাহ শরীফের চারিটি কোণ রহিয়াছে ১ম কোণটির দুইটি ফযীলত রহিয়াছে যে, (১) ইহাতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত এবং (২) ইহা ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর রহিয়াছে। ২য় কোণটি রুকনে ইয়ামানী, ইহাতে শুধু উপর্যুক্ত দ্বিতীয় ফযীলতটি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অপর দুইটি রুকন (কোণ) ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর না থাকায় কোন ফযীলত নাই। এই কারণেই ১ম কোণ স্পর্শ ও চুম্বন করিতেন। যেমন সহীহায়ন গ্রন্থে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে انه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود ("নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিয়াছেন")। সহীহ বুখারী শরীফে আছে عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يستلمه ويقبله ("হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা স্পর্শ ও চুম্বন করিতে দেখিয়াছি")।

দ্বিতীয় রুকন (রুকনে ইয়ামানী)কে শুধু স্পর্শ করিয়াছেন। যেমন সহীহ গ্রন্থে আছে عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليمانى (হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনে হাজার ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকনকে ইস্তিলাম (স্পর্শ কিংবা চুম্বন) করিতেন না)। আর অপর দুই রুকনকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মের অনুকরণে স্পর্শ করা হয় না এবং চুম্বনও দেওয়া হয় না। কেননা, অপর দুইটি রুকন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৯)

فَرَمَلَ ثَلَاثًا (তিন বার দ্রুতগতিতে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি উকূফে আরাফাত-এর পূর্বে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিলে তাহার জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত। (তাওয়াফে কুদুমের সময় হইতেছে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের সময় হইতে উকূফে আরাফাত-এর পূর্ব পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, মক্কা মুকাররমার বাইরের যেই সকল হাজী হজ্জে ইফরাদ কিংবা হজ্জে কিরান পালন করিতে ইহরাম বাঁধিয়া উকূফে আরাফাত-এর পূর্বে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন, তাহাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত। কিন্তু তামাত্তু' পালনকারীগণের জন্য সুন্নত নহে)। 'তাওয়াফ' হইতেছে পবিত্র কা'বা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা (অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ হইতে উহার ডান দিকে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়া হাতীমসহ পবিত্র কা'বা ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া পুনরায় হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছিলে তাওয়াফের এক চক্কর বা একবার প্রদক্ষিণ করা হয়। এইভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলে এক তাওয়াফ পূর্ণ হয়।) ইহার প্রথম তিন চক্করে 'রমল' (দ্রুতগতিতে) এবং বাকী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া আদায় করা সুন্নত। 'রমল' (رمل) হইতেছে লাফ মারিয়া দ্রুত ও তেজদৃপ্ত পায়ে ছোট ছোট পা ফেলিয়া কাঁধ হেলাইয়া, বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক প্রদক্ষিণ করা। যেই তাওয়াফের পর সাঈ রহিয়াছে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করিতে হয়। আর যেই তাওয়াফের পর সাঈ নাই উহাতে রমল নাই। যেমন ইযতিবা (اضطباع)। (অর্থাৎ যেই তাওয়াফের পরে সাঈ আছে সেই তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে ইযতিবা করিতে হয়। -বাদাঈ)। শারেহ নওয়াভী বলেন, তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা সুন্নত। যেমন সুনানু আবী দাউদ ও তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থের হাদীছে ইযতিবা পদ্ধতি এইভাবে আছে যে, চাদরের মধ্যস্থল ডান বগলের নীচের দিক হইতে পেঁচাইয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর এক মাথা ঝুলাইয়া রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা। তাহারা বলেন, যেই তাওয়াফে রমল সুন্নত সেই তাওয়াফে ইযতিবাও সুন্নত। (তবে রমল প্রথম তিন চক্করে করিবে এবং ইযতিবা সকল চক্করে থাকিবে কিন্তু তাওয়াফ শেষে নামাযের সময় ইযতিবা অবস্থায় থাকা মাকরূহ)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (মাকামে ইবরাহীম পৌঁছিয়া)। অর্থাৎ সেই পাথর যাহার উপর দন্ডায়মান হইয়া ইবরাহীম (আঃ) পবিত্র কা'ব ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সকল আলিমের দলীল যে, প্রত্যেক তাওয়াফকারী তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত তাওয়াফের নামায আদায় করা সমীচীন। তবে এই দুই রাকাআত তাওয়াফের ওয়াজিব না কি সুন্নত? এই ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর তিনটি অভিমত রহিয়াছে। (এক) অধিক সহীহ মতে তাওয়াফের দুই রাকাআত সুন্নত (দুই) ওয়াজিব (ইহা হানাফীগণের মত) (তিন) যদি ওয়াজিব তাওয়াফ হয় তবে তাওয়াফের

দুই রাকাআত নামাযও ওয়াজিব। অন্যথায় সুন্নত। তাওয়াফের দুই রাকাআত ওয়াজিব হউক কিংবা সুন্নত উহা আদায় না করিলে (শাফিয়ীগণের মতে তাওয়াফ বাতিল হইবে না)। আর এই দুই রাকাআত মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে পড়া সুন্নত। তাহা সম্ভব না হইলে হাজরে আসওয়াদের পিছনে। তাহাও সম্ভব না হইলে মসজিদের যে কোন স্থানে। উহা সম্ভব না হইলে পবিত্র মক্কা নগরী কিংবা হারম শরীফের যে কোন স্থানে আদায় করিবে।

আর যদি কেহ তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায নিজ দেশে কিংবা জমীনের দূরবর্তী কোন স্থানে আদায় করিয়া নেয়া জায়িয আছে তবে ফযীলত হাতছাড়া হইয়া যাইবে। কিন্তু এই নামায যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন যিম্মা হইতে মুক্ত হইবে না।

কোন ব্যক্তি যদি কয়েকটি তাওয়াফ করার ইচ্ছা করে তবে মুস্তাহাব হইতেছে প্রতি তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর তাওয়াফের দুই রাকাআত (নামায) আদায় করিয়া নিবে। আর যদি কেহ কয়েকটি তাওয়াফ নামায আদায় ব্যতীত করিতে ইচ্ছা করে এবং সর্বশেষে প্রত্যেক তাওয়াফের জন্য দুই রাকাআত করিয়া নামায আদায় করে এই ব্যাপারে শাফিয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, ইহা জায়িয আছে তবে উত্তমের খিলাফ। কিন্তু মাকরূহ বলা যাইবে না। এই মত পোষণ করেন মিসওয়ার বিন মাখরামা, আয়িশা, তাউস, আতা, সাঈদ বিন যুবায়র, আহমদ, ইসহাক, আবূ ইউসূফ (রহ.)। আর ইহাকে মাকরূহ মনে করেন ইবন উমর (রাযিঃ), হাসান বাসরী, যুহরী, মালিক, ছাওরী, আবূ হানীফা, আবূ ছাওর, মুহাম্মদ বিন হাসান ও ইবনুল মুনযির (রহ.)। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে জমহুর অভিমত বলিয়া নকল করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৭৯)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, এই বাক্যে و বর্ণটি مطلق الجمع এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে তিনি প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ তিলাওয়াত করিয়াছেন। আর রাবী জাফর (রহ.)-এর কথা لا اعلم ذكره الا عن النبى صلى الله عليه وسلم (তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করা ছাড়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই)। এই বাক্যে সন্দেহ পোষণ করেন নাই। কেননা, علم শব্দটি شك -এর বিপরীত; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দৃঢ়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করতঃ তিনি মারফু হাদীছ হওয়ার কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف البيت فرمل من الحجر الاسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يايها الكافرون وقل هو الله احد (জাফর বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ হইতে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ শুরু করিয়া প্রথম তিন চক্করে রমল করিলেন। অতঃপর (তাওয়াফ সমাপনান্তে) দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। এতদুভয় রাকাআতের প্রথম রাকাআতে (সূরা ফাতিহার পর) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং (২য় রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর) قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পাঠ করিলেন। -(ঐ)

لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (আমি সঙ্গে হাদী না নিয়া আসিলে হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করিতাম)। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ২৮০৯নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضى الله عنها مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ "صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ". قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ "فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ". قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(অনুবাদ) ইতোমধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ) ইয়ামান হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়া আগমন করিলেন। আর হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)কে ইহরাম মুক্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত পাইলেন, তিনি রংগীন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহার এই কর্মটি অপছন্দ (করিয়া কিছু মন্তব্য) করিলেন। তখন হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) বলিলেন, আমার পিতা আমাকে এইরূপ করার হুকুম দিয়াছেন। রাবী বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) ইরাকে অবস্থানকালে বলিতেন যে, ফাতিমা (রাযিঃ) ইহরাম খুলিয়া ফেলার কারণে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানাইয়া বলিলাম, আমি ফাতিমা (রাযিঃ)-এর এই কাজকে অপছন্দ করিয়াছি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ফাতিমা সত্য বলিয়াছে, সত্য বলিয়াছে (অর্থাৎ আমিই তাহাকে ইহরাম খুলিয়া ফেলার হুকুম দিয়াছি যাহা হউক) তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার সময় কি বলিয়াছিলে! আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আমি বলিয়াছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধিলাম যেইরূপ ইহরাম বাঁধিয়াছেন আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত হাদী আছে (তাই আমি ইহরাম খুলি নাই)। অতএব তুমিও ইহরাম খুলিও না। রাবী জাবির (রাযিঃ) বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) ইয়ামান হইতে যেই পশুপাল নিয়া আসিয়াছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে করিয়া (মদীনা মুনাওয়ারা হইতে) যেই হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়া আসিয়াছিলেন, সর্বসাকুল্যে ইহার সংখ্যা একশতে পৌঁছিল। রাবী (জাবির রাযিঃ) বলেন, কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যাহাদের সহিত হাদী ছিল তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই চুল কাটিয়া হালাল হইয়া গেলেন। অতঃপর যখন তারবিয়ার (যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম) দিন আসিল তখন লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধিল এবং মিনার দিকে রওয়ানা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া মিনা পৌঁছিয়া যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মিনায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং (আরাফাত ময়দান সংলগ্ন) নামিরা নামক স্থানে (বর্তমানে একটি মসজিদ নির্মিত আছে) তাঁহার জন্য একটি পশমের নির্মিত তাঁবু খাটানোর জন্য (সাহাবাগণকে) হুকুম দিয়া পাঠাইলেন এবং (সূর্য উদয়ের পর) তিনি নিজেও (আরাফাতের দিকে) রওয়ানা হইয়া গেলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ (তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার সময় কি বলিয়াছিলে?) অর্থাৎ الزمته عن نفسك بالنية التلبية (নিয়্যত এবং তালবিয়া পাঠের সময় তুমি স্বীয় নফসের উপর কি অত্যাবশ্যক করিয়াছ?) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮২)

হাদীছ শরীফের এই অংশে নিম্নলিখিত মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় ঃ

(১) যদি কেহ এইভাবে ইহরাম বাঁধে যে, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধিলাম যেইরূপ ইহরাম অমুক ব্যক্তি বাঁধিয়াছে। ইহা জায়িয।

(২) রাবী বলিয়াছেন, তাহারা চুল কর্তন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, চুল কর্তন করিয়া হালাল হওয়াও জায়িয আছে তবে পুরুষদের জন্য মাথা মুন্ডানোই উত্তম। কিন্তু তামাত্তু' হজ্জকারীর জন্য উমরা সমাপনান্তে চুল কর্তন করিয়া হালাল হওয়া উত্তম। যাহাতে হজ্জের ইহরাম খুলিবার সময়ের জন্য কিছু চুল বাকী থাকে এবং তখন মুন্ডানো যায়। সাহাবাগণ উত্তমের উপর আমল করিয়াছেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হিজ্জা-এর ৮ তারিখ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা মক্কা মুকাররমায় আছেন তাহারা যুল-হিজ্জা মাসের ৮ তারিখ হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া মিনা যাইবে এবং ইহাই সুন্নত। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, যুল-হিজ্জা-এর ৮ তারিখের পূর্বে মিনায় যাওয়া মাকরূহ। তবে সালাফি সালিহীনের কতক বলেন, আগে গেলেও কোন ক্ষতি নাই।

(৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া মিনায় রওয়ানা হইলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থলে পদব্রজে যাওয়া হইতে বাহনে আরোহণ করিয়া যাওয়াই উত্তম। যেমন হজ্জের সফরে পদব্রজে যাতায়াত হইতে বাহনে আরোহণ করিয়া যাওয়া উত্তম। ইমাম নওয়াভী (রহ.) ইহাকেই সহীহ বলিয়াছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দুর্বল একটি অভিমত আছে যে, পদব্রজে যাওয়া উত্তম।

(৫) মীনাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায স্বীয় ওয়াক্তে পড়া সুন্নত। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছেন।

(৬) যুল-হিজ্জা মাসের ৯ম তারিখে রাত্রিতে মিনা অবস্থান করা সুন্নত। কিন্তু রুকন কিংবা ওয়াজিব নহে। কেহ যদি না থাকে তবে দম ওয়াজিব হইবে না এই ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৭) সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত মিনাতে অপেক্ষা করেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য উদয় হইবার পূর্বে মিনা হইতে আরাফাতের দিকে রওয়ানা করা ঠিক নয়; বরং সূর্যোদয় হইবার পর রওয়ানা করিবে। ইহা সর্বসম্মত মতে সুন্নত। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৯৬, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৩)

أَمَرَ بِقُبَّةٍ (তিনি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন) অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিকে রওয়ানা করার পূর্বে নামিরা নামক স্থানে পশমের তৈরী তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিয়াছিলেন। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা তিনি প্রথমেই জাহিলিয়াত যুগের লোকদের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি তাঁবু কিংবা অন্য কিছুর ছায়ায় অবস্থান করা জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৩)

بِنَمِرَةٍ (নামিরায়)। نمرة শব্দটির ن বর্ণে যবর م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা আরাফাতের পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। তবে ইহা আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত নহে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, মিনা হইতে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া 'নামিরা' নামক স্থানে অবতরণ করা মুস্তাহাব। সূর্য ঢলার পূর্বে অরাফাতে প্রবেশ না করা সুন্নত; বরং উকূফে আরাফাতের জন্য গোসল করিবে। অতঃপর সূর্য ঢলার পর ইমাম লোকদের নিয়া মসজিদে ইবরাহীমে যাইবেন এবং তথায় ছোট ছোট দুইটি খুতবা দিবেন। দ্বিতীয় খুতবা তুলনামূলক অনেক ছোট হইবে।

মুসলিম শরীফ -১২-৪/১

অতঃপর যুহর ও আসরের নামায যুহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামতের সহিত একত্রে আদায় করিবেন। নামায শেষ করার পর আরাফাতের ময়দানে যাইয়া উকূফে আরাফাত করিবেন।

(উল্লেখ্য যে, যাহারা হারামাইন শরীফায়নের নির্ধারিত ইমাম কিংবা তাঁহার প্রতিনিধির ইমামতে নামায আদায় করিবে না, তাহারা যুহরের নামায যুহরের ওয়াক্তে এবং আসরের নামায আসরের ওয়াক্তে আদায় করিবেন)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৩)

وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتّٰى أَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتٰى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللّٰهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ". قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ "اللّٰهُمَّ اشْهَدِ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتّٰى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ

(অনুবাদ) কুরায়শগণ দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুযদালিফায় অবস্থিত পাহাড়) মাশআরুল হারামে উকূফ করিবেন যেমন কুরায়শগণ জাহিলী যুগে করিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুযদালিফা অতিক্রম করিয়া) সামনে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর আরাফাতে (নিকটবর্তী) পৌঁছিলেন এবং দেখিলেন নামিরায় তাঁহার জন্য তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তিনি এই স্থানে অবতরণ করিলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলিয়া পড়িল তখন তিনি স্বীয় কাসওয়া (উষ্ট্রী)কে প্রস্তুত করার হুকুম দিলেন। উহার উপর হাওদা লাগানো হইল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদী (উরানা)তে তাশরীফ নিলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন ঃ

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের পরস্পরের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিনটি, তোমাদের এই মাসটি এবং তোমাদের এই শহরটি। জাহিলিয়্যাত যুগের রক্তের দাবীও রহিত করা হইল। আমি সর্বপ্রথম যেই রক্তপণ বাতিল করিতেছি উহা হইতেছে আমাদের বংশের রবী'আ বিন হারিছের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনূ সা'দ-এর দুগ্ধ পোষ্য ছিল। তখন হুযায়ল সম্প্রদায়ের লোকেরা

তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। জাহিলিয়্যাত যুগের সুদও রহিত করা হইল। আমি প্রথমে যেই সুদ বাতিল করিতেছি উহা হইতেছে আমাদের বংশের আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তাহার সমস্ত সুদ রহিত করা হইল। "তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপত্তায় গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ্ তা'আলার কলিমার মাধ্যমে তাহাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করিয়াছ। তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তাহারা যেন তোমাদের শয়নকক্ষে এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাহাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তাহারা এইরূপ করে তাহা হইলে (আহত না করিয়া) হালকাভাবে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) প্রহার করিতে পার। আর তোমাদের উপর তাহাদের ন্যায়সংগত খোরপোষ ও পোশাক পরিচ্ছদের হক অধিকার রহিয়াছে। আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি যাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব 'আল-কুরআন'। আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইলে, তখন তোমরা কি বলিবে? তাহারা (উপস্থিত সাহাবাগণ) আরয করিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (যথাযথভাবে আল্লাহর বাণী) পৌঁছাইয়াছেন, আপনার প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করিয়াছেন এবং সদুপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় তর্জনী আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া লোকদের দিকে ইশারা করিয়া ইরশাদ করিলেন, ইয়া আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন, ইয়া আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন, তিনবার বলিলেন।"

অতঃপর (মুযাযযিন বিলাল রাযি.) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন, তখন তিনি যুহরের নামায পড়াইলেন। তারপর ইকামত দিলেন এবং তিনি আসরের নামায পড়াইলেন। এই দুই নামাযের মাঝখানে তিনি অন্য কোন (সুন্নত, নফল) নামায আদায় করেন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া উকূফ-এর স্থানে তাশরীফ নিলেন, তাঁহার কাসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তুপের দিকে করিয়া দিলেন এবং লোকদের জমায়েত হওয়ার স্থান সম্মুখে রাখিয়া কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এইভাবে উকূফ করিলেন। হলদে আভা কিছু কিছু করিয়া দূরীভূত হইতে থাকিল এমনকি সূর্য থালা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ 'শরহে মাওয়াইব' গ্রন্থকার লিখেন, এই বাক্যে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাশ'আরে হারামে উকূফ করার বিষয়টি ছাড়া মানাসিকের অন্য কোন ব্যাপারে তাহাদের সন্দেহ ছিল না। তাহারা উকূফের ব্যাপারেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃভাবে ইহা মর্ম নহে; বরং ইহার বিপরীত মর্ম। আর উহা হইতেছে "কুরাইশগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুযদালিফায় অবস্থিত পাহাড়) মাশ'আরে হারামে উকূফ করিবেন যেমন কুরায়শগণ জাহিলী যুগে করিতেন।" (এই হিসাবেই হাদীছের অনুবাদ করা হইয়াছে)। আর অন্যান্য সকল লোকেরা আরাফাতে উকূফ করিবেন। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, অধিকতর স্পষ্ট যে, এই বাক্যে الا (ব্যতিক্রম) শব্দটি অতিরিক্ত অর্থাৎ ولايشك قريش فى انه واقف عند المشعر (কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি মাশ'আরে হারামে উকূফ করিবেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কুরায়শগণ জাহিলী যুগে মাশ'আরে হারামে উকূফ করিতেন। মাশ'আরে হারাম হইল মুযদালিফার একটি পাহাড়। ইহাকে قزح (কাযাহ)ও বলা হয়। কতক বিশেষজ্ঞ সম্পূর্ণ মুযদালিফাকেই মাশ'আরে হারাম বলেন। مشعر শব্দটি ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। আরবের সকল লোকই আরাফাতে উকূফ করিতেন। ফলে কুরায়শগণের বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ'আরে হারামে উকূফ করিবেন এবং বলিতেন, আমরা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। কাজেই হারম শরীফের বাহিরে যাইব না। আর মুযদালিফা হারম শরীফের অভ্যন্তরে। এই স্থানেই আমরা অবস্থান করিব। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মাশ'আরে হারাম অতিক্রম করিয়া আরাফাতের দিকে চলিলেন এবং

আরাফাতে (সকলের সহিত) উকূফ করিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুত গতিতে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আস, যেই স্থান হইতে সকলেই ফিরে –সূরা বাকারা ১৯৯)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৩, নওয়াভী ১ঃ৩৯৭)

فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হইলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, اجاز এর অর্থ হইল মুযদালিফা অতিক্রম করিলেন, তথায় তিনি অবস্থান করেননি; বরং আরাফাতের দিকে চলিলেন। -(ঐ)

حَتّٰى أَتَى عَرَفَةَ (এমনকি আরাফাতে পৌঁছিলেন)। শারেহ নওয়াভী বলেন, 'মুযদালিফা অতিক্রম করিয়া আরাফাতে পৌঁছিলেন' দ্বারা মর্ম হইল আরাফাতের নিকটবর্তী পৌঁছিলেন। কেননা, 'নামিরা' নামক স্থানে তাঁহার জন্য তাঁবু নির্মাণ করা হইয়াছিল। 'নামিরা' আরাফাতের পার্শ্বে অবস্থিত বটে, তবে আরাফাতের মধ্যে নহে। উল্লেখ্য যে, সূর্য ঢলিবার পর যুহর ও আসর নামায যুহরের ওয়াক্তে নির্ধারিত ইমামের ইমামতিতে একত্রে আদায় করার পূর্বে আরাফাতে প্রবেশ করা খিলাফে সুন্নত। -(ঐ)

فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِى (তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে তাশরীফ নিলেন)। ইহাকে বাতনে উরানাও বলা হয়। عرنة শব্দটির ع বর্ণে পেশ ر বর্ণে যবর অতঃপর ن বর্ণ। আল্লামা মুল্লা আলী কারী বলেন, আরাফাতের পার্শ্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম উরানা। ইহা আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার কিছু অংশসহ আরাফাতে নির্মিত মসজিদে ইবরাহীম (মসজিদে নামিরা নামে) বর্তমানেও বিদ্যমান আছে। ইহা কে নির্মাণ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। সহীহ অভিমত হইতেছে যে, ইহা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কেননা, তিনিই ইহাকে প্রথম নামাযের স্থান বানাইয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

فَخَطَبَ النَّاسَ (তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন)। বাতনে উরানা যুহর ও আসর একত্রে আদায়ের পূর্বে তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেন, আরাফাতের দিনে এই স্থানে ইমাম সাহেব হাজীদের উদ্দেশ্যে জুমুআর খুৎবার ন্যায় হজ্জের আহকাম সম্বলিত দুইটি খুতবা প্রদান করা মুস্তাহাব। জমহুরে উলামার অভিমত ইহাই। -(ঐ)

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ (নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ)। কতক সূত্রে অতিরিক্ত আছে واعراضكم (তোমাদের ইয্যত-আবরূ)। হাফিয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এই বাক্যে مضاف (সম্বন্ধকৃত পদ) উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ سفك دمائكم واخذ اموالكم وثلب اعراضكم الخ (তোমাদের (পরস্পর) রক্তপাত, তোমাদের (পরস্পর নাহক) সম্পদ লাভ এবং তোমাদের (পরস্পর) কুৎসা রটনার মাধ্যমে) ইয্যত আবরূ নষ্ট করা হারাম।) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৩, নওয়াভী ১ঃ৩৯৭)

مَوْضُوعٌ অর্থাৎ مردود (খন্ডনকৃত, খন্ডনীয়, রদকৃত, বর্জিত, প্রত্যাখ্যাত) এবং باطل (বাতিল, অকেজো, অন্যায়, অসত্য)। জাহিলিয়াতের কর্মকান্ড পদদলিত বস্তুর ন্যায় গণ্য করা হইল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৪)

وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (আমি প্রথমে যেই সুদ বাতিল করিতেছি উহা হইতেছে আমাদের বংশের আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ।) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানের দায়িত্বশীল ইমাম ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের জন্য নিজ ও নিজ বংশধরদের উপর প্রথমে প্রয়োগ করিবেন ইহাতে ন্যায় নিষ্ঠার সহিত বিধান কার্যকরণে অধিক ফলপ্রসূ হইবে। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৯৭)

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ (তোমরা তাহাদের (স্ত্রীদের)কে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তায় গ্রহণ করিয়াছ)। কতক নুসখায় আছে بامانة الله (আল্লাহ তা'আলার আমানত হিসাবে)। আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেন,

আমানতের হিফাযত, সংরক্ষণ, তাহাদের হকসমূহ আদায়ে যত্নবান এবং তাহাদের প্রতি দ্বীনী ও দুন্‌ইয়াভী শান্তি কামনায় নিবেদিত প্রাণ হওয়া ওয়াজিব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৫)

بِكَلِمَةِ اللّٰهِ (আল্লাহ তা'আলার কালিমার মাধ্যমে) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করিবে। -সূরা বাকারা ২২৯) দ্বারা তাহাদের লজ্জাস্থান হালাল করিয়া দিয়াছেন। কাজেই তাহাদের প্রতি সদয় হইবে। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কালিমা হইতেছে কালিমায়ে তাওহীদ لا اله الا الله محمد رسول الله (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল)। কেননা, গায়রে মুসলিমের জন্য মুসলমান মহিলা বিবাহ করা হালাল নহে। আর কেহ বলেন, কালিমাতুল্লাহ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (তাহা হইলে সেই সকল মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদের ভালো লাগে তাহাদের বিবাহ করিয়া নাও –সূরা নিসা-৩)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই তৃতীয় মতটিই অধিক সহীহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৫, নওয়াভী ১ঃ৩৯৭)

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ (তাহাদের উপর তোমাদের হক-অধিকার এই যে, তাহারা যেন তোমাদের শয়নকক্ষে এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাহাকে তোমরা অপছন্দ কর)। আল্লামা মাযূরী (রহ.) বলেন, কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া মর্ম নহে; বরং কোন পুরুষের সহিত নির্জনে অবস্থান না করা মর্ম। ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে তো শরয়ী শাস্তি ওয়াজিব হইবে। ইহা হারাম, চাই স্বামী অপছন্দ করুক বা পছন্দ করুক।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, জাহিলী যুগে পুরুষ-মহিলা পরস্পর কথোপকথন করা আরবদের অভ্যাস ছিল। ইহা তাহাদের কাছে কোন দোষ বা সন্দেহের বস্তু ছিল না। অতঃপর পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পর ইহা করিতে নিষেধ করা হয়। হাদীছের উত্তম মর্ম হইতেছে যে, তাহারা যেন স্বামীর অপছন্দনীয় কাহাকেও তাহাদের গৃহে প্রবেশের এবং তাহাদের কক্ষে বসার অনুমতি না দেয়, চাই সে বেগানা পুরুষ হউক কিংবা মহিলা কিংবা স্ত্রীর মুহাররমাতের কেহ হউক। ইহারা সকলেই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা স্বামী অনুমতি কিংবা স্বামী অপছন্দ করিবেন না বলিয়া প্রবল ধারণা না থাকিলে স্ত্রীর জন্য কোন পুরুষ, মহিলা, মুহাররমাত কিংবা অন্য কাহাকেও স্বামীগৃহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হালাল নহে। কেননা, বাড়ীর মালিকের অনুমতি ব্যতীত কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৯৭)

حَتّٰى أَتَى الْمَوْقِفَ (উকূফের স্থানে তাশরীফ আনিলেন)। অর্থাৎ আরাফাতের জমিনে কিংবা الموقف -এর الف لام বর্ণ عهد (নির্দিষ্ট)-এর জন্য ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা মর্ম হইল موقف الخاص (নির্দিষ্ট উকূফের স্থলে তাশরীফ নিলেন)। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) উকূফে আরাফাত সম্পর্কে বলেন, একই স্থানে একই দিন মুসলমানগণ জমায়েত হইয়া কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রত্যাশায় দু'আয় নিমগ্ন থাকা চাই। দু'আ কবূল হওয়ার পূর্ণ আশা করা চাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৬)

إِلَى الصَّخَرَاتِ (পাথরের স্তূপের দিকে করিয়া দিলেন)। الصَّخَرَاتِ শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الاحجار الكبار (বড় পাথরসমূহ) অর্থাৎ জাবালে রহমতের পাদদেশে বিছানো বড় বড় পাথরসমূহের দিকে উষ্ট্রীর চেহারা কিবলার দিকে করিয়া দন্ডায়মান অবস্থায় নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ করেন। জাবালে রহমত আরাফাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। (সম্ভব হইলে জাবালে রহমতের কাছে দাঁড়াইয়া উকূফ করা উত্তম। অন্যথায় আরাফাতের ময়দানের যেকোন স্থানে উকূফ করা জায়িয।) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৬)

اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (কিবলা দিক হইয়া)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে আরাফার ময়দানে কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া উকূফ করা মুস্তাহাব। (শর্ত কিংবা ওয়াজিব নহে। কাজেই বসিয়া, শুইয়া ইত্যাদি যেইভাবে ইচ্ছা উকূফ করা জায়িয)। -(ঐ)

وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى "أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ". كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

(অনুবাদ) তিনি উসামা (রাযিঃ)কে স্বীয় বাহনের পিছনে বসাইলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীর নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন। ফলে উহার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসানের জন্য সময়ে সময়ে যাহাতে পা রাখে) স্পর্শ করিল। তিনি ডান হাতের ইশারায় বলেন, হে লোকসকল! ধীরে ধীরে আরামের সহিত অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তুপের কাছে পৌঁছিতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাহাতে সে সহজে উপর দিকে আরোহণ করিতে পারে। তিনি এইভাবে মুযদালিফায় পৌঁছিলেন এবং সেই স্থানে এক আযান ও দুই ইকামতে (ইশার ওয়াক্তে) মাগরিব ও ইশার নামায (একত্রে) আদায় করিলেন। এই দুই (ফরয) নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নফল নামায পড়েন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইয়া নিদ্রা গেলেন এমনকি সুবেহ সাদিক হইয়া গেল। অতঃপর স্পষ্টভাবে ভোর হইবার পর তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের নামায আদায় করিলেন। অতঃপর কাসওয়া (উষ্ট্রী)-এর উপর আরোহণ করিয়া 'মাশ'আরুল হারাম'-এ গেলেন এবং সেই স্থানে কেবলামুখী হইয়া তিনি দু'আ করিলেন এবং 'আল্লাহু আকবার' 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িলেন এবং তাঁহার একত্বতা ঘোষণা করিলেন। খুব উজ্জল না হওয়া পর্যন্ত তিনি তথায় দাঁড়াইয়া অনুরূপভাবে উকূফ করিলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে তিনি (মীনার দিকে) রওয়ানা হইলেন এবং ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ)কে নিজ সাওয়ারীর পিছনে বসাইলেন। ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ) অতীব সুন্দর চুল বিশিষ্ট ফর্সা যুবক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চলিতেছিলেন– পাশাপাশি একদল মহিলাও এক একটি উটে আরোহণ করিয়া চলিতেছিলেন। ফযল (রাযিঃ) তাহাদের দিকে তাকাইতে থাকিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত ফযল (রাযিঃ)-এর মুখমন্ডলের উপর রাখিলেন (এবং মুখে কিছু বলিলেন না, সুবহানাল্লাহ! ইহা কি সুন্দর শিষ্টাচার এবং কেমন সুন্দরভাবে نهى عن المنكر -এর দায়িত্ব আদায় করিলেন) আর ফযল (রাযিঃ) নিজ চেহারা অন্য দিকে ফিরাইয়া নিলেন। আবার ফযল (রাযিঃ) অন্য দিক হইতে তাকাইতে

রহিলেন (ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিষ্টাচারের উপর পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছা থাকার কারণে ছিল) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় অন্য দিক হইতে ফযল (রাযিঃ)-এর চেহারার উপর হাত রাখিলেন। তখন ফযল (রাযিঃ) অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায়ই 'বাতনু মুহাস্‌সির' নামক স্থানে পৌঁছিলেন এবং বাহনের গতি কিছুটা দ্রুত করিলেন এবং মধ্য পথে চলিলেন যাহা 'জামারাতুল কুবরা'র দিকে বাহির হইয়াছে। এমনকি তিনি গাছের পার্শ্বের জামরা (আকাবা)-এ আসিলেন এবং নিচের সমতল খালী স্থানে দাঁড়াইয়া উহাতে বড় শিম দানা সমপরিমাণ সাতটি কংকর (আংগুলসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা) নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ (তিনি এইভাবে মুযদালিফায় পৌঁছিলেন)। 'শরহুল মুওয়াহিব' গ্রন্থে আছে আরাফাত এবং মীনার মধ্যস্থলে একটি স্থানের নাম মুযদালিফা। ইহার সম্পূর্ণ অংশই হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত। ইহার অপর নাম جمع (জাম'অ) ج বর্ণে যবর م বর্ণে সাকিন ও ع দ্বারা পঠিত। 'জাম'অ' নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, এই স্থানে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) একত্রিত হইয়াছিলেন। কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে মাগরিব এবং ইশা একত্রে আদায় করা হয় বলিয়া ইহাকে 'জাম্'অ' নামকরণ করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, এই স্থানে লোকজন জমায়েত হয় বলিয়া جمع (জাম্'অ) এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উকূফ করা হয় বলিয়া 'মুযদালিফা' নামকরণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৭)

فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (সেই স্থানে মাগরিব ও ইশার নামায (একত্রে) আদায় করিলেন)। ইশার ওয়াক্তে মাগরিব এবং ইশা একত্রে আদায় করিবে। আল্লামা যুবায়দী হানাফী (রহ.) স্বীয় 'শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে লিখেন যে, আল্লামা মুহিব্বুত তাববী (রহ.) বলেন, উলামাগণের সর্বসম্মত মতে এই একত্রিকরণ সুন্নত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যেক নামায ওয়াক্ত মত আদায় করে তবে জায়িয হইবে কি না? অধিকাংশ আলিমের মতে জায়িয হইবে। আল্লামা ছাউরী ও আহলুর রায় বলেন, মাগরিব নামায যদি মুযদালিফা ব্যতীত অন্য স্থানে আদায় করে তবে উহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে। আর তাহারা যুহর এবং আসর নামাযকে ওয়াক্ত মত আদায় করাকে মাকরূহসহ জাযিয বলেন। আল্লামা রাফিয়ী (রহ.) বলেন, আরাফাত কিংবা মুযদালিফার কতক লোক যদি পৃথকভাবে আদায় করে অথবা দুই নামাযের একটি ইমামের সহিত এবং অপরটি একা আদায় করে তাহা হইলেও জায়িয আছে। আর মাগরিব নামায আরাফায় কিংবা রাস্তায় আদায় করা জায়িয আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, মাগরিব নামায আরাফায় কিংবা রাস্তায় আদায় করা জায়িয নাই; বরং ইশার ওয়াক্তে মাগরিব এবং ইশা একসাথে মুযদালিফায় আদায় করা ওয়াজিব। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমাদের (হানাফীগণের) মতে মাগরিব নামায রাস্তায় কিংবা আরাফায় আদায় করিলে মুযদালিফা রাত্রির সুবহে সাদিকের পূর্বে পুনরায় আদায় করিতে হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত। ইমাম ইউসুফ (রহ.) বলেন, আদায় হইবে বটে তবে মন্দভাবে। আর এই মতবিরোধের উৎস হইতেছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে যদি কেহ মাগরিব নামায ওয়াক্ত মত আরাফাতের ময়দানে আদায় করিয়া নেয় তবে তাহার উপর উহা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নহে। যেমন মুযদালিফার রাত্রির সুবহে সাদিকের পর পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নহে। তবে যেহেতু جمع التاخير (মাগরিবকে বিলম্বে ইশার ওয়াক্তে আদায় করা) সুন্নত। তাই সে বরকত হইতে মাহরূম হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর দলীল ঃ হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে الصلوة امامك (নামায তোমার সামনে) অর্থাৎ وقت الصلوة امامك (নামায (-এর ওয়াক্ত) তোমার সামনে)। ইহা

দ্বারা সাহাবাগণ মাগরিব নামায বিলম্বে আদায় করার কথাই বুঝিয়াছিলেন। আর এই দুই নামায মুযদালিফায় (ইশার ওয়াক্তে) আদায় করা যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ আদায় করা ওয়াজিব থাকিবে ফলে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করার সুযোগ থাকে। যদি সুবহে সাদিক হইয়া যায় তবে একত্রে আদায় করার অবকাশ থাকে না। সুতরাং পুনরায় আদায় করা বাদ (ساقط) হইয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৭-২৮৮)

بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (এক আযান ও দুই ইকামতে)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) স্বীয় 'শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে সহীহ মুসলিম শরীফের জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত এই সুদীর্ঘ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামাযকে এক আযান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে আদায় করিয়াছেন এবং এতদুভয় নামাযের মধ্যে নফল কিংবা সুন্নত আদায় করেন নাই। ইহা ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দুই অভিমতের অধিক সহীহ অভিমত। তাহারা ব্যতীত অন্যান্য আলিমগণের মধ্যে আমাদের হানাফীগণের ইমাম যুফার (রহ.)ও রহিয়াছেন, ইমাম তহাভী ইহাকেই এখতিয়ার করিয়াছেন। ইবনুল হুমাম (রহ.) ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাহাদের প্রমাণ সহীহায়ন গ্রন্থে হযরত জাবির ও উসামা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ এই শব্দে রহিয়াছে فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلوة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره فى منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا (অতঃপর মুযদালিফায় পৌঁছিয়া উযূ করিলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ওযূ করিলেন, তারপর নামাযের ইকামত হইলে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ উট দাঁড় করাইয়া রাখার পর ইশার নামাযের ইকামত দেওয়া হইল এবং তিনি ইশার নামায আদায় করিলেন। এই দুই নামাযের মধ্যে অন্য কোন (নফল কিংবা সুন্নত) নামায পড়েন নাই– সহীহ মুসলিম ২৯৮৯ নং হাদীছ)।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, এক আযান ও এক ইকামত দ্বারা এই দুই নামায একত্রে আদায় করিবে। তাঁহার দলীল সুনানু আবূ দাউদ গ্রন্থে আসআদ বিন আবূশ শা'ছা হইতে, তিনি স্বীয় পিতা আবুশ শা'ছা (সুলায়ম বিন আসওয়াদ (রহ.) হইতে বর্ণিত قال اقبلت مع ابن عمر من عرفات الى المزدلفة فاذن واقام وامر انسانا فاذن واقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات والتفت الينا فقال الصلوة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه فقيل له فى ذلك فقال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم هكذا ـ ابو الشعثاء اسمه سليم بن اسود (আবূশ শা'ছা (রহ.) বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সহিত আরাফাত হইতে মুযদালিফা পৌঁছিলাম। অতঃপর আযান ইকামত দেওয়া হইল। তিনি এক লোককে আযান ও ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়া মাগরিবের নামায তিন রাকাআত পড়াইলেন। অতঃপর আমাদের দিকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আস-সালাত'। অতঃপর আমাদেরকে নিয়া ইশার নামায দুই রাকাআত আদায় করিলেন। তারপর রাত্রের খাবার আনাইয়া আহার করিলেন। কেহ তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এইরূপেই নামায আদায় করিয়াছি। আর আবুশ শা'ছা (রহ.)-এর নাম সুলায়ম বিন আসওয়াদ।

ইবন আবী শায়বা, ইবন রাহওয়াই ও তিবরানী (রহ.) আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন ঃ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء باقامة (আবূ আইয়্যুব, আনসারী (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় এক ইকামতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করিয়াছেন।

আল্লামা তিবরানী অন্য সূত্রে আবূ আইয়্যুব আনসারী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واحد واقامة واحدة (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় এক আযান ও এক ইকামত দ্বারা মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করিয়াছেন)।

সহীহ মুসলিম শরীফে (৩০০৫ নং রিওয়ায়তে) আছে عن سعيد بن جبير افضنا مع ابن عمر حتى اتينا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء باقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان (সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) বলেন, আমরা ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সহিত আরাফাত হইতে জাম'আ তথা মুযদালিফায় আসিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়া মাগরিব ও ইশার নামায এক ইকামতে আদায় করিলেন। নামায শেষ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে আমাদেরকে নিয়া এইভাবে নামায আদায় করিয়াছেন)।

আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, আমরা অবগত হইলাম যে, এই বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়তে পরস্পর বিরোধীতার ক্ষেত্রে সহীহায়নের মুত্তাফিক আলাইহি হাদীছকে যখন এককভাবে মুসলিম ও সুনানু আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীছের উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে না তখন আমরা আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিব যে, বিভিন্ন নামাযের জন্য ভিন্নভিন্ন ইকামত ওয়াজিব। এমনকি ছুটিয়া যাওয়া নামাযের কাযা আদায়ের ক্ষেত্রেও ইকামত রহিয়াছে। তাই ওয়াক্তিয়া নামাযে উত্তমভাবে ইকামত দিতে হইবে। এই স্থলে দ্বিতীয় (ইশার) নামাযটি ওয়াক্তিয়া। সুতরাং প্রথম (মাগরিব) নামাযটি স্বীয় রীতিসিদ্ধ ওয়াক্ত হইতে বিলম্বে আদায় করার সময় যখন ইকামত দেওয়া হইল তখন ইহার পর স্বীয় রীতিসিদ্ধ ওয়াক্তে আদায়কৃত (ইশার) নামাযেরও ইকামত উত্তমভাবে দিতে হইবে।

আল্লামা আল মুহিব্বুত তাবরী (রহ.) বলেন, এই বিরোধপূর্ণ হাদীছসমূহের সমন্বয় এইভাবে করা সম্ভব যে, باقامة واحدة (এক ইকামতেই) অর্থাৎ لكل صلوة باقامة واحدة (প্রত্যেক নামাযের জন্য এক একটি ইকামতেই) অথবা মাগরিব নামাযের জন্য আযান ও ইকামত এবং ইশার নামাযের জন্য শুধু ইকামত। কাজেই ابن عمر لما فرغ من المغرب قال الصلوة (ইবন উমর (রাযিঃ) যখন মাগরিব হইতে ফারিগ হইলেন তখন তিনি বলিলেন, আস-সালাত) ইহা দ্বারা কেহ কেহ ধারণা করিয়াছেন যে, ইকামত ব্যতীত শুধু 'আস-সালাত বলার পরই ইশার নামায আদায় করিয়াছেন। তাই কেহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, انه صلاهما باقامة واحدة (ইবন উমর (রাযিঃ) এক ইকামতেই মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করিয়াছেন)। আমরা ইহার জবাবে বলিব, সম্ভবতঃ তিনি الصلوة (নামায) শব্দটি লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়। অতঃপর ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নামায আদায় করিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৮ সংক্ষিপ্ত)

ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইয়া পড়িলেন)। অর্থাৎ নিদ্রা যাওয়ার জন্য শুইয়া পড়িলেন যাহাতে শরীরের জন্য শক্তি অর্জিত হয় এবং উম্মতের প্রতি দয়া (رحمة) হয়। কেননা, দিনের বেলায় অনেক ইবাদত রহিয়াছে যাহা যথাযথ সম্পাদনের জন্য রাত্রে বিশ্রাম প্রয়োজন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৮ সংক্ষিপ্ত)

حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ (সুবহে সাদিক পর্যন্ত)। 'মাওয়াহিব' ও 'শরহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় অবস্থানের রাত্রিতে قيام الليل (তাহাজ্জুদ নামায) আদায় করেন নাই; বরং সুবহে সাদিক পর্যন্ত নিদ্রা যাপন করেন। কেননা, পূর্বের দিন আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ করা এবং সূর্যাস্তের পর তাহা হইতে মুযদালিফায় আগমন এবং ইশার ওয়াক্তে মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করেন। অধিকন্তু

কুরবানীর দিন মিনাতে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিয়া নিজ মুবারক হাতে ৬৩টি উট কুরবানী করা এবং একশতের অবশিষ্ট হযরত আলী (রাযিঃ) কুরবানী করা। অতঃপর মক্কা মুকাররমায় যাইয়া তাওয়াফে যিয়ারতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহ সম্পাদন করার জন্য বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন ছিল। যেমন তিনি ইরশাদ করেন, لجسدك عليك حقا (তোমার শরীরেরও তোমার উপর হক-অধিকার রহিয়াছে।) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৮৯)

حَتّٰى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (তিনি মাশ'আরুল হারামে গেলেন)। مَشْعَر শব্দটির ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। যেমন কুরআন মাজীদে আছে। কেহ বলে যের দ্বারাও পড়া যায়। الْمَشْعَر নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ইহা ইবাদতের জন্য নিদর্শন এবং الْحَرَام যেহেতু ইহা হারম শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে انه صلى الله عليه وسلم وقف بالمزدلفة وقال وقفت ههنا ومزدلفة كلها موقف (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় উকূফ করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমি এই স্থানে (মাশআরুল হারামে) উকূফ করিতেছি। তবে মুযদালিফা সম্পূর্ণই উকূফের স্থান)। সুনানু আবী দাউদ ও জামি তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ان النبى صلى الله عليه وسلم لما اصبح لجمع اتى قزح فوقف عليه الخ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাম'অ (তথা মুযদালিফা)-এ ভোরে (ফজরের নামায শেষ) করিলেন, তখন তিনি (বাহনে আরোহণ করিয়া) কাযাহ (মাশ'আরুল হারামে)-এ গেলেন এবং তথায় উকূফ করিলেন এবং তিনি বলিলেন, ইহা কাযাহ (মাশ'আরুল হারম)। ইহা উকূফের স্থল আর জাম'অ (তথা মুযদালিফা)-এর সম্পূর্ণ অংশই মাওকাফ (তথা উকূফ করার জায়গা)। আল্লামা রাফেযী বলেন, মাশ'আর মুযদালিফার অভ্যন্তরে অবস্থিত। মুযদালিফা হইতেছে আরাফাত এবং বাতনে মুহাস্‌সির-এর মধ্যবর্তী স্থান। আল্লামা মুহিব্বুত তাবরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (অতঃপর যখন তাওয়াফের জন্য ফিরিয়া আসিবে আরাফাত হইতে তখন 'মাশ'আরুল হারম'-এর নিকটে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর। –সূরা বাকারা ১৯৮)-এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেন, মাশ'আরুল হারাম হইল মুযদালিফা। -(ঐ)

فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا الخ (খুব উজ্জল না হওয়া পর্যন্ত) তিনি তথায় দাঁড়াইয়া অনুরূপভাবে উকূফ করিলেন)। ইবন আবেদীন (রহ.) বলেন, আমাদের (হানাফীগণের মতে) এই (সময়টুকু) উকূফ করা ওয়াজিব, সুন্নত নহে। আর মুযদালিফায় ফজর পর্যন্ত রাত্রিযাপন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ওয়াজিব নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯১)

حَتّٰى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (এমতাবস্থায় 'বাতনু মুহাস্‌সির' নামক স্থানে পৌঁছিলেন)। مُحَسِّر শব্দটির م বর্ণে পেশ ح বর্ণে যবর س বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। 'মুহাস্‌সির' উপত্যকাটি মুযদালিফার মধ্যে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কেহ বলেন, উহা মুযদালিফা ও মিনা মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। مُحَسِّر নামকরণের কারণ হইতেছে যে, এই স্থানে আসহাবে ফীল অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইমাম আবূ জা'ফর তহাভী (রহ.) বলেন, মুহাস্‌সির উপত্যকাটি মিনার অন্তর্ভুক্ত নহে আর না মুযদালিফার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই রিওয়ায়তে বর্ণিত مزدلفة كلها موقف الا بطن المحسر (মুহাস্‌সির উপত্যকা ব্যতীত মুযদালিফা সম্পূর্ণ এলাকাই উকূফের স্থান)-এ الا ব্যতিক্রম (استثناء) টি استثناء منقطع হিসাবে ব্যবহৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

فَحَرَّكَ قَلِيلًا (আর বাহনের গতি কিছুটা দ্রুত করিলেন) অর্থাৎ তিনি স্বীয় উষ্ট্রীকে নাড়া দিলেন এবং কিছুটা দ্রুত চলিলেন। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে তিনি যখন মুহাস্‌সির উপত্যকায় পৌঁছিলেন তখন একটি পাথর নিক্ষেপ করার পরিমাণ স্থান দ্রুত চলিলেন। মক্কাবাসীগণ এই উপত্যকাকে وادى النار (অগ্নি উপত্যকা) নামে নামকরণ করেন। বলা হয় যে, জনৈক ব্যক্তি এই স্থানে শিকার করার কারণে আকাশ হইতে অগ্নি অবতরণ করিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। আল্লামা আসনভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানটি

দ্রুত অতিক্রম করার হিকমত হইতেছে যে, এই স্থানে বায়তুল্লাহ শরীফকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আগত আসহাবে ফীলের উপর আযাব নাযিল হইয়াছিল। কাজেই এই স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করা মুস্তাহাব। যেমন সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছামূদ ও অনুরূপ সম্প্রদায়ের এলাকা অতিক্রমকারীকে দ্রুত চলার মাধ্যমে অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়াছেন। -(ঐ)

ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى (অতঃপর তিনি মধ্য পথে অগ্রসর হইলেন) আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় এই রাস্তায় আসা সুন্নত। আর ইহা সেই রাস্তা নহে যাহা দিয়া তিনি আরাফাতের ময়দানে গমন করিয়াছিলেন। ইহার মর্ম হইতেছে, যেই রাস্তায় আরাফাতে যাওয়া হইবে সেই রাস্তায় প্রত্যাবর্তন না করিয়া অন্য রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করিবে। এই কারণেই আমাদের আসহাব বলেন طريق ضب (দব্ব রাস্তা) দিয়া আরাফাতে যাইবে এবং طريق المازمين (মাযমীন রাস্তা) দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ছানিয়াতুল উলইয়া' দিয়া মক্কা মুকাররমা প্রবেশ করিতেন এবং 'ছনিয়াতুল সূফলা' দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন। অনুরূপ ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করা সুন্নত। আর الجمرة الكبرى হইল الجمرة العقبة যাহা গাছের পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, জামরাতুল আকাবা-এর কাছে গাছ ছিল। ইহা দ্বারা কয়েকটি মাসয়ালা উদ্ভাবন হয়। (ক) হাজীদের জন্য মুযদালিফা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মিনা আসিয়া অন্য কোন কাজ করার পূর্বে জামরাতুল কুবরা তথা জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপের ওয়াজিব কাজটি প্রথমে করা সুন্নত। (খ) কুরবানীর দিন শুধু জামরাতুল আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করিবে অন্য কোন জামরায় নহে। ইহাতে মুসলমানের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর আমাদের মতে ইহা ওয়াজিব, রুকন নহে। কেহ যদি ايام الرمى (কংকর নিক্ষেপের দিনসমূহে) কংকর নিক্ষেপ না করে তবে গুনাহগার হইবে এবং দম ওয়াজিব হইবে। তবে হজ্জ সহীহ হইয়া যাইবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তাহার হজ্জ ফাসিদ হইয়া যাইবে। সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। যদি একটিও বাকী থাকে এবং ছয়টি নিক্ষেপ করে তবেও যথেষ্ট হইবে না। 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে আছে কেহ যদি সাতটির অধিকাংশ নিক্ষেপ না করে তবে দম ওয়াজিব হইবে। সে যেন কংকর নিক্ষেপই করে নাই। আর যদি সাতটির কম যেমন তিন অথবা ইহার কম সংখ্যক কংকর নিক্ষেপ ছুটিয়া যায় তবে প্রত্যেকটির বদলায় এক একটি করিয়া সদকা ওয়াজিব হইবে। আর কংকর নিক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা শর্ত নহে, সুন্নত। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা মাকরূহ। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৯৯, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯২)

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (সাতটি কংকর)। 'দুররে মুখতার' গ্রন্থে আছে, প্রতিটি কংকর মাটি জাতীয় বস্তু হইতে হইবে যেমন পাথর, মাটি, কাদা মাটি, গিরিমাটি এবং তায়াম্মুম যাহা দ্বারা জায়িয উহার কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয। তবে এক সাথে একমুষ্ঠি কংকর বা মাটি নিক্ষেপ করিলে একটি কংকর নিক্ষেপ হইবে। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ২৯২)

يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ (তিনি প্রতি কংকর নিক্ষেপ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিলেন)। প্রতি কংকর নিক্ষেপ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত। 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থকার বলেন, প্রকাশ্য রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলা যথেষ্ট। তবে হাসান বিন যিয়াদ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিতেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। শয়তান ও তাহার দলবল লাঞ্ছিত হউক) আর কতক বিশেষজ্ঞ উহার সহিত ইহাও বলেন اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجِّي مَبْرُوْرًا وَسَعْيِي مَشْكُوْرًا وَذَنْبِي مَغْفُوْرًا (হে আল্লাহ! আমার হজ্জকে গৃহীত, চেষ্টাকে প্রশংসনীয় এবং গুনাহকে ক্ষমা করুন)।

সকল বাক্য একসাথে মিলাইয়া এইভাবেও পাঠ করা যায়–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجِّي مَبْرُوْرًا وَسَعْيِي مَشْكُوْرًا وَذَنْبِي مَغْفُوْرًا

শারেহ নওয়াভী বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কংকরসমূহ নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কাজেই এক একটি করিয়া নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি কেহ একসাথে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিয়া ফেলে তবে একটি কংকর নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা আমাদের ও অধিকাংশ আলিমের মত। 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থকার বলেন, সাতটি কংকর সাতবারে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি কেহ সাতটি কংকর একবারে নিক্ষেপ করে তবে একটি কংকর নিক্ষেপ হইবে। -(ঐ)

حَصَى الْخَذْفِ (কংকর নিক্ষেপ করেন)। 'মিরকাত' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, خذف শব্দটি خ এবং ذ দ্বরা পঠনে অর্থ আঙ্গুলগুলির মাথার সাহায্যে নিক্ষেপ করা। ছুঁড়িয়া মারা। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ব্যাকরণে বাক্যটি الحصيات হইতে بدل (ব্যাখ্যা-বিশেষ্য appositive) হইয়াছে। অর্থাৎ কংকরগুলি বড় শিম দানা সমপরিমাণ। সহীহ নুসখায় مثل حصى الخذف (বড় শিম দানা সমপরিমাণ) রহিয়াছে। মোটকথা مثل সহ এবং مثل ব্যতীত উভয় রিওয়ায়ত সহীহ। বাক্যের মর্ম হইবে, বড় শিম দানা সমপরিমাণ কংকর আংগুলসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ করেন। এইরূপভাবে সতর্কতার সহিত কংকর নিক্ষেপ করিলে কাহারও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯২)

رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى (বাতনুল ওয়াদী (নীচের খালী জায়গা)তে দাঁড়াইয়া (উহাতে সাতটি কংকর) নিক্ষেপ করেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময় মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফাকে ডানে এবং মক্কা মুকাররমাকে বামে রাখিয়া بطن الوادى (নীচ সমতল খালি স্থানে) দাঁড়াইয়া নিক্ষেপ করা সুন্নত। সহীহ হাদীছে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আর কেহ বলেন, কেবলামুখী দাঁড়াইবে। যেইভাবেই দাঁড়াইয়া নিক্ষেপ করিবে যথেষ্ট হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৩)

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ "انْزِعُوا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ". فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

(অনুবাদ) অতঃপর সেই স্থান হইতে তিনি কুরবানীর স্থলে গেলেন এবং নিজ মুবারক হাতে তেষট্টিটি (হৃষ্টপুষ্ট) পশু কুরবানী করিলেন। আর বাদবাকী (সাইত্রিশটি) পশু কুরবানী করার জন্য আলী (রাযিঃ)কে দিলেন এবং তাহাকেও নিজ কুরবানীর পশুতে অংশীদার করিলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি কুরবানীকৃত পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়া রান্না করার নির্দেশ দিলেন। তারপর হাড়িতে করিয়া রান্না করা হইল। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে এই গোশত আহার করিলেন এবং ঝোল পান করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ পৌঁছিয়া তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারত করিলেন। মক্কা মুকাররমায় যুহরের নামায় আদায় করিলেন। অতঃপর বনু আবদিল মুত্তালিবের লোকদের কাছে আসিলেন। তাহারা তখন লোকদেরকে যমযমের পানি পান করাইতেছিল। তিনি বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা উঠাও। আমার যদি এই ভয় না হইত যে, লোকেরা (আমার অনুসরণে) পানি পান করানোর ব্যাপারে তোমাদেরকে পরাভূত করিয়া দিবে তাহা হইলে আমি নিজেও তোমাদের সহিত পানি উত্তোলনে অংশগ্রহণ করিতাম। তখন তাহারা তাঁহাকে এক বালতি পানি উঠাইয়া দিলেন আর তিনি উহা হইতে কিছু পান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (অতঃপর যুহর নামায মক্কা মুকাররমায় আদায় করেন)। আল 'মাওয়াহিব' ও 'শরহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আছে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন কোথায় যুহরের নামায আদায় করিয়াছেন এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আলোচ্য হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে মক্কা মুকাররমায় যুহরের নামায আদায় করেন। সুনানু আবূ দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়ত আছে। কিন্তু মুত্তাফিক আলাইহি ও সহীহ মুসলিম শরীফের (৩০৫৫ নং) হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করেন, অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যুহরের নামায আদায় করেন)। বিরোধপূর্ণ এতদুভয় রিওয়ায়তের মধ্যে প্রাধান্য দিতে গিয়া আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল হজ্জাতিল ওদা' গ্রন্থে লিখেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ও হযরত জাবির (রাযিঃ) প্রমুখের বর্ণিত হাদীছ চারিটি দিক দিয়া প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। (এক) তাঁহারা দুইজন। দুইজনের বর্ণিত হাদীছ একজন (ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ হইতে উত্তম ও অগ্রাধিকার পাইবে। (দুই) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) লোকদের মধ্যে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। তাঁহার নৈকট্যশীলতা এবং ঘনিষ্ঠতার অনুরূপ অন্য কাহারও নাই। (তিন) হযরত জাবির (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'হজ্জাতুল ওদা' প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত। এমনকি হজ্জের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এমন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যেমন গিরিপথে অবতরণ করিয়া পেশাব করা, অতঃপর সংক্ষিপ্ত ওযূ ইত্যাদি যিনি স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করিয়াছেন তিনি উত্তমভাবেই কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর নামায কোথায় আদায় করিয়াছেন উহা সংরক্ষণ করিবেন। (চার) উল্লেখ্য যে বিদায় হজ্জ খ্রীষ্টীয় মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই এমন ছোট দিনে কুরবানীর দিন সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হইতে রওয়ানা হইয়া মিনায় পৌঁছা, লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেওয়া, জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা, ৬৩টি উট কুরবানী করা, গোশত বন্টন করা, প্রত্যেকটির গোশত নিয়া রান্না করা, আহার করা, মাথা মুন্ডন করা, খুশবু লাগানো অতঃপর তাওয়াফে ইফাযা করা, সাঈ করা, যমযমের পানি পান করা। বনূ আবদুল মুত্তালিবের পানি উঠানোর অবস্থা দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ করার পর শীতকালীন সময়ে যুহরের পূর্বে মিনায় ফিরিয়া আসিয়া যুহরের আওয়াল ওয়াক্ত পাওয়া কষ্টকর বটে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত জাবির ও ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছদ্বয়কে এইভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে মক্কা মুকাররমায় আদায় করেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তনের পর সাহাবীগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাহাবাগণের সহিত দ্বিতীয়বার যুহর নামায আদায় করেন। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে আছে انه اخر الزيارة الى الليل (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতকে রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করিয়াছেন)। ইহাকে স্ত্রীগণের সহিত পুনরায় তাওয়াফে যিয়ারত করার উপর প্রয়োগ হইবে। তাওয়াফুল ইফাযা (তথা ফরয তাওয়াফে যিয়ারত নহে)। সকল হাদীছের সমন্বয়ে এই ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থকার 'আল-লুবাব' গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যুহরের নামায আদায় করেন। এই হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফে (-এর পরবর্তী ৩০৫৫ নং) রিওয়ায়তে আছে। কিন্তু 'কুতুবুস সিত্তাহ' গ্রন্থে আছে انه صلى الله عليه السلام الظهر بمكة (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় যুহরের সালাত আদায় করেন)। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থকার

ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এইভাবেও সমন্বয় করা যাইতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা মুকাররমায় যুহর আদায়ের পর) মিনাতে কোন সাহাবী (রাযিঃ)-এর ইকদিতায় (নফল হিসাবে যুহরকে পুনরায়) আদায় করিয়াছেন। মুল্লা আলী কারী (রহ.) স্বীয় 'মিরকাত' গ্রন্থে এই জবাবই উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৪)

يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْـزَمَ (তাহারা লোকদেরকে যমযমের পানি পান করাইতেছিল)। অর্থাৎ বালতি দিয়া যমযম কূপ হইতে পানি উত্তোলন করিয়া লোকদের পানি পান করাইতেছিল। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, 'যমযম' সেই প্রসিদ্ধ মুবারক কূপ যাহা পবিত্র কা'বা ঘর হইতে ৩৮ হাত দূরত্বে মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, উহাতে পর্যাপ্ত পানি বিদ্যমান থাকার কারণে 'যমযম' নামে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন ماء زمزم وزمزم وزمزم বাক্যটি তখনই বলা হয়, যখন প্রচুর (পানি) হয়। আর কেহ বলেন, ইহার পানি যখন প্রবল বেগে নির্গমন হইয়া বিস্তৃত হইতেছিল তখন হযরত হাজিরা (রাযিঃ) উহাকে আটকাইয়াছিলেন। (زم শব্দের অর্থ আটকানো, বাঁধা, টাইট করা, একত্র করা।) তাই ইহার নাম 'যমযম' হইয়াছে। আর কেহ বলেন, ইহার সূচনা কালে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর বিকট আওয়াজ (زمزمة) এবং বার্তার কারণে زمزم (যমযম) নামকরণ করা হইয়াছে। যমযমের আরও অনেক নাম ও ইহার সহিত সম্পর্কিত বহু মূল্যবান বস্তু ইমাম নওয়াভী (রহ.) স্বীয় 'তাহযীবুল লুগাত'-এ উল্লেখ করিয়াছেন। উহার একটি হইতেছে ان عليا رضى الله قال خير بئر فى الارض زمزم وشر بئر فى الارض برهوت (হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতর কূপ হইল যমযম এবং নিকৃষ্টতর কূপ হইল বারাহূত)। 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে আছে عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم وشر ماء على وجه الارض ماء بوادى برهوت رواه الطبرانى فى الكبير ورواته ثقات (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ভূখন্ডে শ্রেষ্ঠতর পানি হইতেছে যমযমের পানি, ইহাতে রহিয়াছে খাদ্যদ্রব্য, স্বাদ ও রোগ আরোগ্য আর ভূখন্ডে নিকৃষ্টতর পানি হইতেছে বারাহূত উপত্যকার পানি ....। আল্লামা তাবরানী (রহ.) 'আল-কবীর' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৪)

فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ (আমি যদি আশংকা না করিতাম যে, লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করিয়া দিবে)। অর্থাৎ আমার আশংকা যে, যমযমের পানি উত্তোলন ও উহা হাজীদের পান করানোর ফযীলত লাভের ক্ষেত্রে লোকেরা ভীড় করিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরাভূত করিয়া দিবে যেমন তোমরা এখন সকলকে পরাভূত করিয়া দিতেছ, তাই আমি পানি উত্তোলন ও পান করানোর মধ্যে শরীক হইলাম না। আর আমি চাই যে, এই সম্মানিত ও বহুবিদ ফযীলতপূর্ণ কাজের আঞ্জাম বনূ আব্বাস-এর দায়িত্বে থাকুক যেমন পবিত্র কা'বা গৃহের দারোয়ানের দায়িত্বে বনূ শায়বা রহিয়াছে। (ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণের বিবেচনায় মুস্তাহাব আমল ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয আছে) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৫)

فَشَرِبَ مِنْهُ (তিনি উহা হইতে কিছু পান করিলেন)। যমযমের কিছু পানি পান করা মুস্তাহাব। (খাঁটি ইলম, আমল ও ইস্তিকামাতে দ্বীনের নিয়্যতে পান করা চাই)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৫)

ফায়দা ঃ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) যমযমের পানি বহন করিয়া নিতেন এবং জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি বহন করিয়া সংগে আনিতেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই হাদীছ নকল করিয়া বলেন, ইহা হাসান গরীব হাদীছ। আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাজীগণ যমযমের পানি বহন করিয়া মক্কা মুকাররমার বাহিরে নিজ দেশে নিয়া আসাতে কোন ক্ষতি নাই। -(ঐ)

(২৮৪১) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

(২৮৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমর বিন হাফস বিন গিয়াছ (রহ.) তিনি ... জা'ফর বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর কাছে আসিলাম এবং তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি হাতিম বিন ইসমাঈল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আবূ সাইয়্যারা (উমাইলা বিন খালিদ আদওয়ানী) নামে এক ব্যক্তি (জাহিলী যুগে চল্লিশ বৎসর কাল) আরবদেরকে জিনবিহীন (কাল) গাধার পিঠে করিয়া (মুযদালিফা হইতে মিনায়) নিয়া যাইত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা হইতে আল-মাশ'আরুল হারাম-এর দিকে চলিতে থাকিলেন তখন কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, তিনি এই স্থানে অবতরণ করিবেন এবং উকূফ করিবেন। কিন্তু তিনি উহা না করিয়া সামনের দিকে চলিলেন এবং এই দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। এমনকি তিনি (লোকদের সহিত) আরাফাতে (নিকটবর্তী নামিরায়) পৌঁছিয়া তথায় অবতরণ করেন।

(২৮৪২) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ".

(২৮৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমর বিন হাফস বিন গিয়াছ (রহ.) তিনি ... জা'ফর (রহ.) স্বীয় পিতা মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এই স্থানে কুরবানী করিতেছি আর মিনা সম্পূর্ণ এলাকাই কুরবানীর স্থান। কাজেই তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী কর। আর আমি এই (জাবালে রহমত-এর) স্থলে উকূফ করিতেছি, আর গোটা আরাফাতই উকূফ স্থল। (বতনু মুহাস্সির ব্যতীত) মুযদালিফা সবই উকূফ স্থল আর আমি এই (আল মাশ'আরুল হারাম-এর) স্থানে উকূফ করিতেছি।

(২৮৪৩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

(২৮৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া প্রথমে হাজারে আসওয়াদের নিকট গিয়া উহাকে চুম্বন দিলেন। অতঃপর উহার ডান দিক হইতে তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া প্রথম তিন চক্কর রমল করিলেন এবং পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক ভাবে হাটিয়া তাওয়াফ শেষ করিলেন।

(২৮৪৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ .

(২৮৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কুরায়শগণ এবং তাহাদের ধর্মাবলম্বীগণ (জাহিলিয়্যাত যুগে) মুযদালিফায় উকূফ (অবস্থান) করিত। তাহারা নিজেদেরকে 'আল-হুম্‌স' নামে নামকরণ করিয়াছিল। আর অন্যান্য আরববাসীগণ আরাফাতে উকূফ করিত। অতঃপর যখন ইসলামের আগমন হইল তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করার পর সেই স্থান হইতে (লোকদের সহিত মুযদালিফায় উকূফ, মিনায় কংকর নিক্ষেপ ও কুরবানী করিয়া) তাওয়াফে যিয়ারত করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদের তাৎপর্যও ইহাই যে, "অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসুন, যেই স্থান হইতে লোকেরা ফিরিয়া আসে।" -সূরা বাকারা ১৯৯)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ (তাহারা নিজেদেরকে 'আল-হুম্‌স' নামে নামকরণ করিয়াছিল)। الْحُمْسَ শব্দটি ح বর্ণে পেশ م বর্ণে সাকিন ও শেষে س বর্ণ দ্বারা পঠিত। ইবরাহীম আল-হারবী (রহ.) সূত্রে মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল হুম্‌স' হইতেছে কুরায়শরা এবং তাহাদের বংশধরের কবীলাসমূহ যেমন, আওস, খাযরাজ, খাযাআ, ছকীফ, গাযওয়ান, বনূ আমির, বনূ সা'সাআ এবং (বনূ বকর ছাড়া) বনূ কিনানা। আরবী ভাষা الاحمس (কঠোরতা, দৃঢ়তা) শব্দটি الشديد (কঠোর, শক্তিধর) অর্থে ব্যবহৃত। কুরায়শগণকে এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে তাহারা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করিয়াছিলেন। তাহারা যখন হজ্জ কিংবা উমরার ইহরাম বাঁধিতেন তখন গোশত আহার করিত না এবং তাহারা পশম ও চুলে আঘাত করিত না। আরবীগণ যখন মক্কা মুকাররমা আগমন করিত তখন তাহাদের কাপড়কে (অপবিত্র আখ্যা দিয়া) খুলিয়া আল-হুম্‌স-এর নিকট জমা রাখিত। ('আল হুম্‌স' কর্তৃক কাপড় সরবরাহ করিলে তাহারা উক্ত কাপড় পরিয়া তাওয়াফ করিত। অন্যথায় উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করিত)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৬)

(২৮৪৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لاَ نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ } أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ { رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ .

(২৮৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা (উরওয়া) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল হুম্‌স' ছাড়া

আরবের সকল লোক উলংগ অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিত। কুরায়শ এবং তাহাদের বংশধরকে 'আল হুম্‌স' বলা হইত। আরবীগণ উলংগ অবস্থায়ই তাওয়াফ করিত, তবে যদি 'আল হুম্‌স' তাহাদেরকে কাপড় দিত তাহা হইলে সেই কাপড় পরিধান করিয়া তাওয়াফ করিত। তাহাদের পুরুষরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কাপড় দান করিত। 'আল হুম্‌স' মুযদালিফার বাইরে যাইত না (তাহারা আল-মাশ'আরুল হারামে উকূফ করিত)। আর অন্যান্য সকল লোক আরাফাতে চলিয়া যাইত (এবং তথায় উকূফ)। হিশাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা (উরওয়া রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিয়াছেন, 'আল হুম্‌স' যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ("অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুত গতিতে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসুন, যেই স্থান হইতে লোকেরা ফিরিয়া আসে'। -সূরা বাকারা ১৯৯)

হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, লোকেরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিত আর 'আল হুম্‌স' প্রত্যাবর্তন করিত মুযদালিফা হইতে। তাহারা বলিত, আমরা শুধু হারম শরীফ হইতেই (তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য) প্রত্যাবর্তন করিব। অতঃপর যখন নাযিল হইল "তোমরা তাওয়াফের জন্য দ্রুত গতিতে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আস, যেই স্থান হইতে লোকেরা ফিরিয়া আসে।" তখন তাহারা আরাফাতের দিকে (উকূফের জন্য) গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قوله أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ الخ (আল্লাহ তা'আলা 'আল হুম্‌স'-এর সম্পর্কে নাযিল করেন, "অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসুন, যেই স্থান হইতে লোকেরা ফিরিয়া আসে।" -সূরা বাকারা ১৯৯) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ افيضوا (তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য ফিরিয়া আস)-এর সম্বোধিত ব্যক্তি হইলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর উহার দ্বারা মর্ম হইল, কুরায়শ এবং অন্যান্য যাহারা আরাফাতে উকূফ করিয়াছিলেন তাহারা সকলই। ইবন আবী হাতিম (রহ.) ও অন্যান্যগণ যাহ্‌হাক (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতে الناس দ্বারা এই স্থানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) মর্ম। তাঁহার হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, ইহা দ্বারা 'ইমাম' মর্ম। আর কেহ বলেন, আদম (আঃ) মর্ম। প্রথম অভিমত সহীহ। তবে হ্যাঁ, উকূফে আরাফাত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধীকারী বটে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ অর্থাৎ جمهور الناس (সকল মানুষ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৭)

رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ (তখন তাহারা আরাফাতের দিকে গেল)। অর্থাৎ তাহাদেরকে উকূফের জন্য আরাফাতের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। অতঃপর তাহারা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করে। -(ঐ)

(২৮৪৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ إِنَّ هٰذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ.

(২৮৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... যুবায়র বিন মুতঈম (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার একটি উট হারাইয়া গেল। আমি আরাফাতের দিনে (আরাফাতের ময়দানে) উহার খোঁজে বাহির হইলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের সহিত আরাফাতে উকূফ করিতে প্রত্যক্ষ করিলাম।

আমি (আশ্চর্য হইয়া) বলিলাম, আল্লাহর কসম! ইনি তো 'আল হুম্স'-এর অন্তর্ভুক্ত! সুতরাং ইনি এই স্থানে (উকূফ করিবেন) কেন? (রাবী সুফয়ান বলিলেন) কুরায়শগণ 'আল হুম্স'-এর মধ্যে গণ্য হইতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ (আমি আরাফাতের দিবসে উহার খোঁজে বাহির হইলাম)। অর্থাৎ জুবায়র (রাযিঃ) স্বীয় উটের সন্ধানে আরাফাতের দিনে আরাফার ময়দানে গিয়াছিলেন, উকূফের উদ্দেশ্যে নহে। -(ঐ)

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের সহিত আরাফাতে উকূফ করিতে দেখিলাম)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পূর্বের কোন এক হজ্জের সময় হইয়াছিল। তখন জুবায়র বিন মুতঈম কাফির ছিলেন। জুবায়র (রাযিঃ) ফতহে মক্কার দিন ইসলাম গ্রহণ করেন, কাহারো মতে খায়বারের দিন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরাফাতে উকূফ করার কারণে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। -(ঐ)

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ (আর কুরায়শগণ 'আল হুম্স'-এর মধ্যে গণ্য হইতেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কেহ ধারণা করিতে পারে যে, এই অতিরিক্ত অংশটি মূল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতপক্ষে তাহা নহে; বরং ইহা রাবী সুফয়ান বিন উয়াইনা (রহ.)-এর কথা। যেমন আল্লামা হুমায়দী (রহ.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৭)

بَابُ جَوَازِ تَعْلِيْقِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ أَنْ يُّحْرِمَ بِإِحْرَامٍ كَإِحْرَامِ فُلَانٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় ইহরামে বলিল, আমি অমুক ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ ইহরাম বাঁধিলাম। তবে তাহার ইহরাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ হওয়ার বিবরণ

(২৮৪৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي "أَحَجَجْتَ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ "بِمَ أَهْلَلْتَ". قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ "فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ". قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ. قَالَ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رضى الله عنه فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ. فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا. قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ رضى الله عنه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ.

(২৮৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি 'বাতহা' নামক স্থানে উট বসাইয়া বিশ্রাম নিতেছিলেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি হজ্জের নিয়্যত করিয়াছ? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, কোন ধরনের ইহরাম বাঁধিয়াছ। রাবী বলেন, আমি বলিয়াছি, লাব্বাইকা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই

মুসলিম ফর্মা -১২-৫/২

ধরনের ইহরাম বাঁধিয়াছেন আমিও সেই ধরনের ইহরাম বাঁধিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি এখন বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ কর। তারপর হালাল হইয়া যাও। রাবী বলেন, সুতরাং আমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিলাম, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিলাম। অতঃপর কায়স (বিন সলীম) সম্প্রদায়ের এক মহিলা (যিনি আমার মুহাররমাত)-এর কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বাছিয়া দিল। অতঃপর আমি (যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম তারিখে) হজ্জের ইহরাম বাঁধিলাম। রাবী (আবূ মূসা রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত পর্যন্ত লোকদেরকে এই অনুসারে ফতোয়া দিতে থাকিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবু মূসা কিংবা হে আবদুল্লাহ বিন কায়স! আপনার কিছু ফতোয়া এখন স্থগিত রাখুন। কেননা, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ) আপনার পর হজ্জ সম্পর্কে যেই নতুন বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন উহা কি আপনি জানেন না? তখন তিনি (আবূ মূসা রাযিঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! আমি (হালাল হওয়ার ব্যাপারে) যাহাদেরকে ফতোয়া দিয়াছি তাহারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ আমীরুল মুমিনীন (হযরত উমর রাযিঃ) অচিরেই তোমাদের কাছে আসিতেছেন, তাঁহার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। রাবী বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) আসিলেন এবং আমি তাঁহার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করি তাহা হইলে তো আমাদের প্রতি (হজ্জ এবং উমরা) পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আমল করি তাহা হইলে হাদী (উহার কুরবানীর স্থলে) পৌঁছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম খুলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ (আমি (আবূ মূসা) লোকদেরকে এইভাবে ফতোয়া দিতে থাকিলাম ...)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, অর্থাৎ হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করতঃ হালাল হওয়ার ফতোয়া দিতাম (যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার সহিত হাদী নাই তাহাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন) অতঃপর যুল-হিজ্জা-এর ৮ম তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ সম্পন্ন করিতে, যাহাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে। (এই বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৭)

(২৮৪৮) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(২৮৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৮৪৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ "بِمَ أَهْلَلْتَ". قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ". قُلْتُ لاَ. قَالَ "فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ". فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ. فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هٰذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ

فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ { وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ.

(২৮৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গেলাম। তখন তিনি 'বাতহা' নামক স্থানে উট বসাইয়া বিশ্রাম নিতেছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কোন্ প্রকারের ইহরাম বাঁধিয়াছ? আমি বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহরামের অনুরূপ আমি ইহরাম বাঁধিয়াছি। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তুমি কি হাদী সঙ্গে আনিয়াছ? আমি আরয করিলাম, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর হালাল হইয়া যাও। সুতরাং আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ সমাপ্ত করার পর আমার গোত্রের এক (মুহাররমাত) মহিলার কাছে আসিলাম। সে আমার মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিল এবং আমার মাথা ধৌত করিয়া দিল। (অতঃপর হালাল হইয়া গেলাম)। তারপর হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফতকালে আমি লোকদেরকে অনুরূপ ফতোয়া দিতাম। একদা হজ্জের সময় আগত হইলে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি হয়তো জ্ঞাত নহেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযিঃ) হজ্জের মাসয়ালায় কি বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। তখন আমি লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, হে লোক সকল! আমি যাহাদেরকে কতক বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করিয়াছি তাহারা যেন অপেক্ষা করে। কেননা, ইতোমধ্যেই আমীরুল মু'মিনীন (হযরত উমর রাযিঃ) তোমাদের মধ্যে আগমন করিবেন, তোমরা তাঁহারই অনুসরণ করিবে। অতঃপর তিনি (হযরত উমর রাযিঃ) আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন আমি বলিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! হজ্জ (-এর ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন)-এর মাসয়ালায় আপনি কি নতুন বিধান দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমরা যদি কুরআন মাজীদের উপর আমল করি তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর।" -সূরা বাকারা ১৯৬) আর যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের উপর আমল করি, তাহা হইলে তিনি সঙ্গে নিয়া আসা হাদী কুরবানী করার পূর্বে হালাল হন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى شَأْنِ النُّسُكِ (হজ্জের ব্যাপারে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, হজ্জের ইহরাম উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার মাসয়ালায় আপনি নতুন বিধান দিয়াছেন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৮৩৩ নং হাদীছের দ্রষ্টব্য) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৮)

(২৮৫০) وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِى الْعَامِ الَّذِى حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ". قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ "هَلْ سُقْتَ هَدْيًا". فَقُلْتُ لَا. قَالَ "فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَحِلَّ". ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ.

(২৮৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনে পাঠাইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই বৎসর (বিদায়) হজ্জ করিয়াছিলেন, সেই বৎসর আমি (হজ্জে) আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ মূসা! তুমি ইহরাম বাঁধিবার সময় কি বলিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আমি বলিয়াছি 'লাব্বায়কা'! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহরামের অনুরূপ আমি ইহরাম বাঁধিয়াছি। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তুমি হাদী সঙ্গে নিয়া আসিয়াছ? আমি আরয করিলাম, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ শেষ করার পর হালাল হইয়া যাও। – হাদীছের বাকী অংশ রাবী শু'বা ও সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ।

(২৮৫১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ.

(২৮৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তামাত্তু' হজ্জের ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, আপনি আপনার কতক ফতোয়া স্থগিত রাখুন। আপনি হয়তো জ্ঞাত নহেন, আপনার পরে আমীরুল মু'মিনীন (হযরত উমর রাযিঃ) হজ্জের বিষয়ে কি বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। কিছু দিন পর তিনি তাঁহার (উমর রাযিঃ-এর) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং (হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তনের বিষয়ে) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নির্দেশ দিয়াছিলেন) ও তাহার সাহাবীগণ (যাহাদের সহিত হাদী ছিল না তাহারা হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করিয়া তামাত্তু' পালন) করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা পছন্দ করি না যে, বিবাহিত লোকেরা গাছের ছায়ায় স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিবে। অতঃপর এমন অবস্থায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে যে, তাহাদের মাথা হইতে (ফরয গোসলের) পানি ঝরিতেছে।

بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে তামাত্তু' জায়িয হওয়ার বিবরণ

(২৮৫২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.

(২৮৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... কাতাদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রহ.) বলেন, হযরত উসমান (রাযিঃ) তামাত্তু' হজ্জ করিতে নিষেধ করিতেন। আর হযরত আলী (রাযিঃ) তামাত্তু' হজ্জ করার হুকুম দিতেন। তখন হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর সহিত (এই বিষয়ে) আলোচনা করিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জে তামাত্তু' আদায় করিয়াছি। তখন হযরত উসমান (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, হ্যাঁ। তবে আমরা তখন আতঙ্কিত ছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ (হযরত উছমান (রাযিঃ) হজ্জে তামাত্তু' করিতে নিষেধ করিতেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, হযরত উছমান (রাযিঃ) যদি الفسخ (হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন) করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তো তিনি অত্যাবশ্যকভাবে নিষেধ করিয়াছেন। আর যদি তিনি হজ্জে তামাত্তু' কিংবা কিরান হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই নিষেধ মুস্তাহাবমূলক ছিল। তাঁহার মতে বিশেষভাবে হজ্জে ইফরাদ উত্তম ছিল। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৭)

أَجَلْ শব্দটি ل বর্ণে সাকিনসহ পঠিত অর্থাৎ نعم (হ্যাঁ)।

وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ (তবে আমরা তখন আতঙ্কিত ছিলাম)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ فسخ الحج في العمرة (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করা)-এর ব্যাপারে আতঙ্কিত ছিলাম। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ২৯৯)

(২৮৫৩) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(২৮৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৮৫৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضى الله عنهما بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ. فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

(২৮৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) ও হযরত উছমান (রাযিঃ) 'উসফান' নামক স্থানে একত্রিত হইলেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) তামাত্তু' ও উমরা করিতে নিষেধ করিতেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কাজ করিয়াছেন সেই কাজ করা হইতে আপনার নিষেধ করার কারণ কি? হযরত উসমান (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, আপনি আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় থাকিতে দিন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে রেহাই দিতে অপারগ। অতঃপর যখন হযরত আলী (রাযিঃ) এই অবস্থা দেখিলেন তখন তিনি একসাথে হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ (আমি আপনাকে রেহাই দিতে অপারগ)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, نص হইতে মাসয়ালা উদ্ভাবন করা জায়িয। কেননা, হযরত উছমান (রাযিঃ) কিরান এবং তামাত্তুকে নাজায়িয বলেন নাই। তিনি কেবল উত্তমের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে এতদুভয় করিতে নিষেধ করিবেন। অর্থাৎ হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর মতে হজ্জে ইফরাদ উত্তম। যেমন হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মতে হজ্জে কিরান উত্তম। কিন্তু হযরত আলী (রাযিঃ) এই আশংকা করিয়াছিলেন যে, লোকেরা এই নিষেধকে হারামের উপর প্রয়োগ করিবে। তাই তিনি হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর উপর তাকলীদ না করিয়া নিজের ইজতিহাদের

উপর আমল করতঃ হজ্জে কিরানের ইহরাম বাঁধিবার মাধ্যমে ইহা জায়িয হওয়ার বিষয়টি প্রচার করিয়া দিলেন। তাহারা উভয়ই মুজতাহিদ ছিলেন। মুজতাহিদগণ নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করা জরুরী।

ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা জরুরী নহে। তাই হযরত উছমান (রাযিঃ) তখন আমীরুল মু'মিনীন হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কর্মের উপর কোন আপত্তি করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৯)

(২৮৫৫) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.

(২৮৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবূ যার (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করিয়া তামাত্তু' হজ্জব্রত পালন শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য এই রিওয়ায়ত এবং অনুচ্ছেদের পরবর্তী রিওয়ায়তসমূহের অর্থ হইতেছে, ان فسخ الحج الى العمرة (হজ্জের ইহরামকে বাতিল করিয়া উমরায় পরিবর্তন করার মাধ্যমে তামাত্তু' পালন করা) বিদায় হজ্জের বৎসরে সাহাবায়ে কিরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ইহার পর হইতে অনুরূপ করা জায়িয নাই। সুতরাং আবূ যার (রাযিঃ)-এর মর্ম এই নহে যে, তিনি ব্যাপকভাবে তামাত্তু' হজ্জকে বাতিল বলিয়াছেন; বরং তাঁহার মর্ম হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করা। বিদায় হজ্জের সময় সাহাবাগণের মধ্যে যাহারা হাদী সংগে নিয়া যান নাই তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করিয়া উমরা পালন শেষে হালাল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার হুকুম দেন। হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়ার হিকমত ছিল যে, জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করাকে গর্হিত কাজ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা খন্ডনের লক্ষ্যে বিদায় হজ্জের সময় এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা আশহুরে হজ্জের মধ্যে উমরা পালন কিয়ামত পর্যন্ত বৈধ করা হইল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৯৯)

(২৮৫৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ.

(২৮৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করিয়া উমরা পালন শেষে হালাল হইয়া হজ্জে তামাত্তু' পালনের সুবিধা বিশেষভাবে আমাদের জন্য (বিদায় হজ্জের বৎসর) অনুমোদিত ছিল।

(২৮৫৭) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً . يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

(২৮৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম আত-তায়মী (রহ.) স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, দুইটি মুত'আ অর্থাৎ মুত'আ বিবাহ ও হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করার মাধ্যমে তামাত্তু' পালন করা নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের জন্য বৈধ ছিল (এখন আর বৈধ নহে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً (শুধু বিশেষভাবে আমাদের জন্য খাস ছিল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে, আমরা এতদুভয় কর্ম যেই নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করিয়াছিলাম উক্ত সময়দ্বয়ে বিশেষভাবে আমাদের জন্য অনুমোদিত ছিল। উক্ত সময়দ্বয়ের পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত কর্মদ্বয় হারাম করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০০)

(২৮৫৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ . قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.

(২৮৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আবূ শা'ছা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ ও ইবরাহীম আত-তায়মী (রহ.)-এর নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, আমি এই বৎসর উমরা এবং হজ্জ একত্রে করিতে সংকল্প করিয়াছি। তখন ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলিলেন, কিন্তু তোমার পিতা এইরূপ সংকল্প করেন নাই। রাবী কুতায়বা (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন জারীর (রহ.) তিনি বায়ান (রহ.) হইতে, তিনি ইবরাহীম আত-তায়মী (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'রাবযা' নামক স্থানে হযরত আবূ যার (রাযিঃ)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহার সামনে এই বিষয়টি উল্লেখ করিলেন, জবাবে হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বলিলেন, উহা তো (বিদায় হজ্জের সময়) বিশেষভাবে আমাদের জন্য এই হুকুম ছিল। তোমাদের জন্য নহে।

(২৮৫৯) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ . يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ.

(২৮৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... গুনায়ম বিন কায়স (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে তামাত্তু' হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি জবাবে বলিলেন, আমরা উমরা আদায় করিয়াছি। আর ইহা সেই সময়ের কথা যখন (হযরত মুআবিয়া রাযিঃ) কাফির অবস্থায় মক্কা মুকাররমার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَافِرٌ بِالْعُرُشِ (কাফির অবস্থায় মক্কা মুকাররমার ঘরসমূহে বসবাস করিতেন)। অন্য রিওয়ায়তে আছে অর্থাৎ হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الْعُرُشِ শব্দটির ع এবং ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহা হইতেছে মুকাররমার ঘরসমূহ। যেমন অন্য রিওয়ায়তে ইহার ব্যাখ্যা আছে। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, মক্কা মুকাররমার ঘরসমূহকে عرش নামে নামকরণের কারণ হইতেছে উহা এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ দ্বারা নির্মিত ঘর যাহার উপরে আরোহণ করা যায় এবং ছায়া পাওয়া যায়। আর الكفر দ্বারা এই স্থানে দুইভাবে মর্ম নেওয়া যাইতে পারে। (১) আল্লামা মাযরী প্রমুখ বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে وهو مقيم في بيوت مكة (হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমার বাড়ীতে মুকীম ছিলেন)। আল্লামা ছা'অলাব বলেন, যখন কোন ব্যক্তি গ্রামে (القرى) বসবাস করে তখন اكتفر الرجل বলা হয় (কেননা, গ্রামকে كفور বলে) হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে আছার বর্ণিত আছে اهل الكفور هم اهل القبور يعني القرى العبدة الامصار والعلماء (আহলুল কুফূর! তাহারাই আহলুল কুবূর অর্থাৎ উলামা ও শহরসমূহ হইতে দূরবর্তী অবস্থিত গ্রাম)। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) মক্কায় ছিলেন। (২) দ্বিতীয় মর্ম الكفر بالله تعالى (আল্লাহ তা'আলার সহিত কুফরী)। হাদীছের মর্ম হইবে انا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة (আমরা তামাত্তু' তথা উমরা পালন করিলাম, তখনকার সময়ে মুআবিয়া জাহিলিয়্যাতের দ্বীনের উপর তথা কাফির অবস্থায় মক্কার বাড়ীতে বসবাস করিতেন।) ইহাকে কাযী ইয়ায (রহ.) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং বলেন, ইহাই সহীহ ও উত্তম। আর المتعة (তামাত্তু) দ্বারা العمرة (উমরা) মর্ম যাহা হিজরী ৭ম সনে কাযা উমরা আদায় করা হইয়াছিল। সেই সময়ে মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান কাফির ছিলেন। তিনি হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এই উমরা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তী উমরার সময় হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) কাফির ছিলেন না এবং মক্কা মুকাররমায় বসবাসও করিতেন না; বরং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০০)

(২৮৬০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ.

(২৮৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সুলায়মান আত-তায়মী (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। আর তিনি এই রিওয়ায়তে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৮৬১) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ.

(২৮৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন খালফ (রহ.) তাহারা ... সুলায়মান আত-তায়মী (রহ.) হইতে এই সনদে উপর্যুক্ত রাবীদ্বয়ের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর সুফয়ান (রহ.) বর্ণিত হাদীছে হজ্জে তামাত্তু-এর উল্লেখ রহিয়াছে।

(২৮৬২) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّى لأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِى الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِىَ.

(২৮৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখ্খীর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) আমাকে বলিলেন, আমি তোমার কাছে অদ্য একখানা হাদীছ বর্ণনা করিব, ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা ইহা দ্বারা তোমাকে উপকৃত করিবেন। জানিয়া রাখ! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পরিবারের কয়েকজনকে যুল-হিজ্জা মাসের দশ তারিখের মধ্যে উমরা করাইয়াছিলেন। এই বিধান রহিত করিয়া কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার ওফাত পর্যন্ত উহা করিতে নিষেধ করেন নাই। পরবর্তীতে লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা মুতাবিক মত প্রকাশ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ (ইহা রহিত করিয়া কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইমরান (রাযিঃ) বর্ণিত রিওয়ায়তসমূহের মাধ্যমে তিনি এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উমরা পালন শেষে সংশ্লিষ্ট বৎসর হজ্জব্রত পালন করা তথা হজ্জে তামাত্তু' পালন করা জায়িয। অনুরূপ হজ্জে কিরানও জায়িয। -(ঐ)

(২৮৬৩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلاَهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِى هَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِى رِوَايَتِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِى عُمَرَ.

(২৮৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... আল-জুরায়রী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে ইবন হাতিম (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন, এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) নিজ ইচ্ছা মুতাবিক মত পোষণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَعْنِى عُمَرَ (অর্থাৎ উমর (রাযিঃ))। তিনিই প্রথম যিনি হজ্জে তামাত্তু' হইতে নিষেধ করিতেন। অতঃপর যাহারা নিষেধ করিতেন তাহারা তাঁহার অনুসরণেই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবাগণের মধ্যেও আহকামে শরীয়তের ব্যাপারে ইজতিহাদ হইয়াছে এবং নস-এর ভিত্তিতে সাহাবাগণের কতক কতকের বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অনুচ্ছেদের রিওয়ায়তসমূহের মধ্যে হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর তামাত্তু' নিষেধ করার বিষয়টি অস্বীকার করতঃ প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, হজ্জে তামাত্তু' জায়িয। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর তামাত্তু' হইতে নিষেধ করার ব্যাপারে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, তিনি হজ্জে তামাত্তুকে বাতিল বলেন নাই; বরং তিনি হজ্জে ইফরাদকে হজ্জে তামাত্তুর উপর প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০০, নওয়াভী ১ঃ৪০২)

(২৮৬৪) وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَىَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَىَّ فَعَادَ.

(২৮৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... মুতাররিফ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) বলিলেন, আমি তোমার কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করিব। আল্লাহ চাহেতো তুমি ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ এবং উমরা একত্রে আদায় করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই এবং উহা হারাম বলিয়া কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। (অর্শ্ব রোগের কারণে) তপ্ত লোহার সেঁক গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে (ফিরিশতা কর্তৃক) সালাম দেওয়া হইত। আমি সেঁক গ্রহণ করিলে সালাম দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর যখন দাগ দেওয়া বন্ধ করিলাম তখন সালাম দেওয়া আরম্ভ হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ (আমাকে ফিরিশতা কর্তৃক সালাম দেওয়া হইত)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, يُسَلَّمُ এর ل বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত)। আর হাদীছের বাক্য فتركت শব্দটির ت বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ انقطع السلام على (আমাকে সালাম দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল)। আর ثم تركت বাক্য ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ تركت الكى فعاد السلام على (আমি সেঁক নেওয়া বন্ধ করিলে আমাকে পুনরায় সালাম দেওয়া শুরু হয়)। হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) অর্শ্ব রোগী ছিলেন। যতদিন তিনি ইহার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেন ততদিন ফিরিশতাগণ তাহাকে সালাম দিতেন। অতঃপর উহার চিকিৎসা স্বরূপ তিনি তপ্ত লোহার সেঁক গ্রহণ করিলে সালাম দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর তিনি সেঁক গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে পুনরায় ফিরিশতাগণ সালাম দেওয়া আরম্ভ করেন। 'শরহুল উবাই' গ্রন্থে আছে, আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ফিরিশতাগণ সালাম দেওয়ার বিষয়টি হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ)-এর কারামত। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আওলিয়া কিরামের কারামত হক। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, (চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তপ্ত লোহার) সেঁক গ্রহণ করা জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০০-৩০১)

(২৮৬৫) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

(২৮৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... হুমায়দ বিন হিলাল (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, মুতাররিফ (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমাকে ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) বলিয়াছেন– হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী মু'আয (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(২৮৬৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(২৮৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... মুতাররিফ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) মৃত্যুকালীন অসুস্থতায় লোক মারফত আমাকে ডাকাইয়া নিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এখন তোমার কাছে কয়েকখানা হাদীছ বর্ণনা করিব। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তা'আলা পরে তোমাকে ইহার মাধ্যমে উপকৃত করিবেন। আমি জীবিতকালীন সময়ে তুমি আমার সূত্রে বর্ণনা করা গোপন রাখিবে। আর আমার মৃত্যুর পর তুমি ইচ্ছা করিলে বর্ণনা করিতে পার। আমাকে (ফিরিশতা কর্তৃক) সালাম দেওয়া হইত। জানিয়া রাখ! আল্লাহ্ তা'আলার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজ্জ এবং উমরা একত্রে আদায় করিয়াছেন। এই বিষয়ে এক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত পোষণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي (আল্লাহ্ পাক আমার পরে তোমাকে ইহার মাধ্যমে উপকৃত করিবেন)। অর্থাৎ ইহার উপর আমল করার দ্বারা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে উপকৃত করিবেন। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩০১)

فَاكْتُمْ عَنِّي (তুমি আমার সূত্রে বর্ণনা করা হইতে গোপন রাখিবে)। ইহা দ্বারা তিনি ফিরিশতার সালামের ব্যাপরটি বর্ণনা করা মর্ম নিয়াছেন। কেননা, তাঁহার জীবদ্দশায় ফিতনা-ফ্যাসাদের আশংকায় ইহা প্রচার হওয়াকে তিনি অপছন্দ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পর এই আশংকা নাই। -(ঐ)

(২৮৬৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضى الله عنه قَالَ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(২৮৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জানিয়া রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে হজ্জ এবং উমরা আদায় করিয়াছেন। তারপর এই বিষয়ে কুরআন মাজীদের আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয় একত্রে (একই ইহরামে) আদায় করিতে আমাদেরকে নিষেধ করেন নাই। অতঃপর এই বিষয়ে এক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত পোষণ করেন।

(২৮৬৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنه قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(২৮৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (তাঁহারই নির্দেশে) আমরা হজ্জে তামাত্তু' আদায় করিয়াছি। অতঃপর এই বিষয়ে কুরআন মাজীদে (অন্য) কোন (বিধান সম্বলিত) আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। এক ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী যাহা বলার তাহা বলিয়াছেন।

(২৮৬৯) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنه بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

(২৮৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়িব (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু' হজ্জ আদায় (করিতে আমাদেরকে হুকুম) করিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার সহিত তামাত্তু' হজ্জ আদায় করিয়াছি।

(২৮৭০) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.

(২৮৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর আল-বাকরাভী ও মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী (রহ.) তাহারা ... আবূ রাজা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদে) মুত'আ তথা হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উহা করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তামাত্তু' হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত রহিতকারী কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত উহা করিতে নিষেধ করেন নাই। পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা মুতাবিক যাহা বলার বলিয়াছেন।

(২৮৭১) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرَنَا بِهَا.

(২৮৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলিয়াছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উমরা করিয়াছি।" আর তিনি এইরূপ বলেন নাই– " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা (উমরা) করার নির্দেশ দিয়াছেন।"

بَابُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু' হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। সামর্থ্যহীন ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদনকালে তিন দিন এবং বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা পালন করিবে

(২৮৭২) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ". وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ.

(২৮৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু' (যাহার আভিধানিক অর্থ কিরান) হজ্জ করিয়াছেন। উমরা এবং হজ্জ (একত্রে) করিয়াছেন এবং হাদী কুরবানী করিয়াছেন। তিনি যুল-হুলায়ফা হইতে হাদী সংগে করিয়া নিয়া আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফা হইতে প্রথমে উমরা অতঃপর হজ্জের তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে উমরার পর হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে তামাত্তু' হজ্জব্রত পালন করেন। কতক লোক হাদী সঙ্গে নিয়াছিলেন আর কতক লোকের সহিত হাদী ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলেন তখন লোকদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহাদের সহিত হাদী আছে তাহারা হজ্জ সমাপ্ত না করিয়া হালাল হইবে না (বরং হাদী কুরবানী করার পর হালাল হইবে) আর তোমাদের মধ্যে যাহাদের সহিত হাদী নাই তাহারা যেন বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়া মাথার চুল কর্তন করার মাধ্যমে (উমরা পালন শেষে) হালাল হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা (তারবিয়া তথা যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম তারিখে) পুনরায় ইহরাম বাঁধিবে এবং হাদী (ক্রয় করিয়া নির্দিষ্ট দিনে ও যথাস্থানে) কুরবানী করিবে। কোন ব্যক্তি যদি হাদী ক্রয় করিতে অক্ষম হয় তবে সে হজ্জ চলাকালীন সময় তিনটি এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়া সাতটি রোযা রাখিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া প্রথমে রুকন (হাজারে

আসওয়াদ) স্পর্শ (ও চুম্বন) করিলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফের প্রথম তিন চক্করে রমল করিলেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে চলিয়া (মোট সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া এক) তাওয়াফ সমাপ্ত করিলেন। বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ সমাপনান্তে তিনি মাকামে ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিয়া তিনি (বাবে সাফা দিয়া) সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাতবার সাঈ করিলেন। অতঃপর তিনি (ইহরামের মাধ্যমে) যাহা হারাম করিয়াছিলেন উহার কোন বস্তু (ইহরাম খুলিয়া) হালাল করেন নাই যেই পর্যন্ত না হজ্জ সমাপ্ত করেন এবং কুরবানীর দিন স্বীয় হাদী (যথাস্থান ও সময়ে) কুরবানী না করেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) করেন। অতঃপর যেই সকল বস্তু হারাম ছিল উহা তাঁহার জন্য হালাল হইয়া গেল (অর্থাৎ তিনি ইহরাম মুক্ত হইলেন)। আর যেই সকল লোক হাদী সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন তাহারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الخ (বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত تمتع (তামাত্তু' হজ্জ) আভিধানিক তামাত্তু' হজ্জের উপর প্রয়োগ হইবে। আর উহা হইতেছে কিরান হজ্জ। হাদীছ শরীফের অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ইফরাদ হজ্জের অতঃপর উমরার ইহরাম বাঁধেন। ফলে তিনি 'কারিন' হইলেন। قارن (কিরান হজ্জ সম্পাদনকারী)কে অভিধানে متمتع (তামাত্তুকারী) বলা হয়। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হাদীছসমূহের সহিত সমন্বয় সাধনে এই ব্যাখ্যা সুনির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০১)

فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (তিনি যুল-হুলায়ফা হইতে সঙ্গে করিয়া হাদী নিয়া আসিয়াছিলেন)। অর্থাৎ মীকাত হইতে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মীকাতসমূহ ও দূরবর্তী বাড়ী হইতে হাদী সঙ্গে নিয়া যাওয়া মুস্তাহাব। আর ইহা সুন্নত কিন্তু অধিকাংশ লোক এই বিষয়ে অমনোযোগী। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০১)

فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (মীকাত হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে উমরা তারপর হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন)। এই স্থলে প্রশ্ন হয় যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ইফরাদ অতঃপর ইফরাদ হজ্জের সহিত উমরার অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে قارن (কিরান হজ্জ সম্পাদনকারী) ছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা একটি জটিল বিষয়। কেননা, আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে প্রথমে উমরার অতঃপর হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিলেন অথচ এই বিষয়ে পূর্বে বহু হাদীছে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথমে হজ্জ অতঃপর উমরার তালবিয়া পাঠ করেন। ইহার উত্তর এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে, তালবিয়া পাঠের পদ্ধতি এইরূপ যে, তিনি হজ্জের সহিত উমরাকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় উভয়টি উল্লেখ করিয়া তালবিয়া পাঠে لبيك بعمرة وحجة বলিয়াছেন। ইহা পূর্ববর্তী আনাস (রাযি) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০১)

وَلْيُهْدِ (এবং কুরবানী করিবে)। অর্থাৎ যুল-হিজ্জা মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন জামারায়ে আকাবার কংকর নিক্ষেপ করার পর মাথা মুন্ডনের পূর্বে হাদী কুরবানী করিবে। উপর্যুক্ত শর্তসমূহের ভিত্তিতে তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০২)

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (হাদী ক্রয়ে অক্ষম হইলে হজ্জের সময়ে তিন দিন) অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহে এবং কুরবানীর দিনের পূর্বে তিনটি রোযা রাখিবে। উত্তম হইতেছে উহার সর্বশেষ দিন আরাফাতের দিন হইবে। মিরকাত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০২)

وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (আর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি রোযা পালন করিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি রোযা আদায় করা ওয়াজিব। আর رجوع (প্রত্যাবর্তন)-এর মর্ম নির্ণয়ে মতবিরোধ আছে। হানাফী মাযহাব মতে যখন সে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন সাতটি রোযা আদায় করিবে। আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে ইহাই সহীহ। আর দ্বিতীয় একটি মর্ম এইরূপ হইতে পারে যে, যখন হজ্জ হইতে ফারিগ হইবে এবং মীনা হইতে মক্কা মুকাররমায় প্রত্যাবর্তন করিবে (তখন সাতটি রোযা রাখিবে)। এতদুভয় অভিমত ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বর্ণিত মর্মটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর-ও অভিমত। তিনি বলেন, رجوع الى اهله (পরিবার-পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বারা عن الفراغ عن افعال الحج (হজ্জের কার্যাদি হইতে ফারিগ হইবার পর)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের বাক্য اذا رجع الى اهله (যখন পরিবার-পরিজন তথা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিবে)-এর মধ্যে ব্যাপকতা রহিয়াছে। আর যদি কেহ আইয়্যামে তাশরীকের পর মক্কা মুকাররমায় সাতটি রোযা আদায় করিয়া নেয় তাহা হইলেও হানাফী মতে জায়িয আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(২৮৭৩) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৮৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জ এবং উমরা একত্রে (কিরান তথা আভিধানিক অর্থে) তামাত্তু' হজ্জ এবং তাঁহার সহিত লোকদের তামাত্তু' হজ্জ পালন সম্পর্কে তাহাকে সেইরূপ জানাইয়াছেন যেমন আমাকে জানাইয়াছেন সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছেও তামাত্তু' দ্বারা আভিধানিক তামাত্তু' তথা কিরান হজ্জ মর্ম। যেমন পূর্ববর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারী হালাল হওয়ার সময়ে কিরান হজ্জ সম্পাদনকারী হালাল হইবে ইহার বিবরণ

(২৮৭৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رضى الله عنهم زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

(২৮৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হাফসা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের কি হইল যে, তাহারা (উমরা করিয়া) হালাল

হইয়া গেল অথচ আপনি উমরা সম্পাদন (তাওয়াফ ও সাঈ) করার পরও হালাল হন নাই। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি আমার মাথার চুল (আঠা কিংবা খতমী প্রভৃতি দিয়া) জমাইয়াছি এবং হাদী (কুরবানীর পশু)-এর গলায় মালা বাঁধিয়াছি। কাজেই আমি (১০ই যুল-হিজ্জা যথাসময়ে) কুরবানী করার পূর্বে হালাল হইতে পারিব না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ (অথচ আপনি উমরা সম্পাদন করার পরও হালাল হন নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের এই বাক্যটি সহীহ মাযহাবের পক্ষে দলীল, যাহা আমি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রমাণাদিসহ ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, বিদায় হজ্জে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারিন (হজ্জ পালনকারী) ছিলেন। আর হাফসা (রাযিঃ)-এর উক্তি من عمرتك (আপনার উমরা হইতে) দ্বারা 'হজ্জের সহিত সংযুক্ত উমরা'-এর দিকে ইশারা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কারিন হজ্জ পালনকারী বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর (চুল কর্তন বা মুন্ডন করিয়া) হালাল হইতে পারিবে না; বরং ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারীর ন্যায় উকূফে আরাফাত, রমী, হালাক ও তাওয়াফ-এর পর হালাল হইবে। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৪, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০২)

(২৮৭৫) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنهم قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ.

(২৮৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... হাফসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কি হইল যে, আপনি (তাওয়াফ ও সাঈ-এর পর) হালাল হন নাই? ..... হাদীছের পরবর্তী অংশ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৮৭৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنهم قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ "إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ".

(২৮৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হাফসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, লোকদের কি হইল যে, তাহারা (উমরা করিয়া) হালাল হইয়া গেল অথচ আপনি উমরা (তথা তাওয়াফ ও সাঈ) সম্পাদন করার পরও হালাল হন নাই। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি হাদী (কুরবানীর পশু)-এর গলায় হার পরাইয়াছি এবং মাথার চুল (আঠা লাগাইয়া) জমাইয়াছি। কাজেই হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি হালাল হইতে পারিব না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ (হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি হালাল হইতে পারিব না)। কেননা, কারিন হজ্জ সম্পাদন করার জন্য হাদী কুরবানী না করা পর্যন্ত উমরা ও হজ্জ হইতে হালাল হইতে পারিবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৩)

টীকা ঃ মাথার চুল আঠা দিয়া জমাটবদ্ধ করার মাসয়ালা ২৭০৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২৮৭৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رضى الله عنها قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ "فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

(২৮৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাফসা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ... রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ "কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হইতে পারি না।"

(২৮৭৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي".

(২৮৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার কাছে হাফসা (রাযিঃ) হাদীছ বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় নিজ সহধর্মিণীগণকে (উমরা সম্পাদন শেষে) হালাল হইয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ) বলেন, আপনাকে (উমরা শেষে) হালাল হইতে কিসে বিরত রাখিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি মাথার চুল (আঠা দিয়া) আটকাইয়া দিয়াছি এবং সঙ্গে করিয়া হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়া আসিয়াছি। সুতরাং (নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে) হাদী কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হইতে পারিব না।

بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ অবরুদ্ধ হইলে ইহরাম খুলিয়া হালাল হওয়া জায়িয। কিরান হজ্জ বৈধ এবং কিরান সম্পাদনকারী এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করার বিবরণ

(২৮৭৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى.

(২৮৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) ফিতনা (হাজ্জাজ কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর উপর আক্রমণ) চলাকালীন সময়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন, তিনি বলেন, আমি যদি বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিলে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহা হইলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (হুদায়বিয়ার বৎসর) যেইরূপ করিয়াছিলাম এখনও সেইরূপ করিব। কাজেই তিনি রওয়ানা হইলেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধিলেন এবং চলিতে রহিলেন, এমনকি 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এই স্থানে পৌঁছিয়া তিনি স্বীয় সাথীগণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, হজ্জ এবং

উমরা উভয়ের বিধান একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি নিজের জন্য হজ্জকে উমরার সহিত ওয়াজিব করিলাম। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি রওয়ানা হইয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছিলেন, সাতবার প্রদক্ষিণ (করিয়া এক তাওয়াফ) করিলেন এবং সাফা-মারওয়ায় (সাত চক্কর দিয়া) সাঈ করিলেন। ইহা হইতে অধিক কিছু করেন নাই এবং নিজের জন্য ইহাই (তাওয়াফে কুদুম ও উমরার তাওয়াফের জন্য) যথেষ্ট মনে করিলেন এবং (কুরবানীর দিন) কুরবানী করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُعْتَمِرًا (উমরা করার উদ্দেশ্যে ...)। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আছে যে, তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি বলিলেন, যদি বাধাপ্রাপ্ত হই ... হাদীছের বাকী অংশ অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ) প্রথমে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে যখন তাহার সামনে ফিতনার কথা উল্লেখ করা হইল তখন তিনি উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। অতঃপর বলিলেন, হজ্জ এবং উমরা উভয়ের নিয়ম একই। ফলে তিনি হজ্জের সহিত উমরা মিলাইয়া 'কারিন' (কিরান হজ্জ) সম্পাদনকারী হইলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৩)

فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ (এবং উমরার ইহরাম বাঁধিলেন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৩)

مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ (হজ্জ এবং উমরা উভয়ের বিধান একই)। অর্থাৎ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহরাম খুলিয়া হালাল হওয়া যায়। শারেহ নওয়াভী বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়াসের মাধ্যমে মাসয়ালা উদ্ভাবন করা যথার্থ এবং ইহার উপর আমল করা বৈধ। সাহাবীগণ ইহার উপর আমল করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি উমরার উপর হজ্জকে কিয়াস করিয়াছেন। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বৎসর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে তিনি কেবল উমরার ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়াছিলেন। -(ঐ)

أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ (আমি তোমাদের সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি নিজের জন্য হজ্জকে উমরার সহিত অত্যাবশ্যক করিলাম)। অর্থাৎ আমার নফসের উপর ইহা বাধ্যতামূলক করিলাম। তিনি যেন এই কথাটি সেই সকল লোকদের শিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন যাহারা এই বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক। অন্যথায় হজ্জের সহিত উমরার সংযোগ করিতে কাহাকেও সাক্ষী রাখা শর্ত নহে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জকে উমরার উপর প্রতিষ্ঠা করা জায়িয আছে। ইহা জমহুরে উলামার মত। তবে অধিকাংশের মতে শর্ত হইতেছে উমরার তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে হইতে হইবে। আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, উমরার তাওয়াফের চার চক্কর অতিক্রম করার পূর্বে হইতে হইবে। মালিকীগণ বলেন, উমরার তাওয়াফ সমাপ্ত হওয়ার পরও পারিবে। -(ঐ)

حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا (তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া একটি তাওয়াফ করিলেন এবং ...)। আলোচ্য রিওয়ায়ত ও অনুচ্ছেদে আলোচিত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উল্লিখিত তাওয়াফটি তিনি মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমাদের মতে ইহা উমরার তাওয়াফের উপর প্রয়োগ হইবে। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হজ্জের তাওয়াফে কুদুমকে উমরার তাওয়াফের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন অর্থাৎ উমরার তাওয়াফ ও হজ্জের তাওয়াফে কুদুম উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করেন। যেমন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণিত ২৮০০নং রিওয়ায়তের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থকার (রহ.) তহাভী হইতে নকল করিয়া বলেন, আমাদের মতে (আল্লাহ সর্বজ্ঞ) তিনি কুরবানীর দিনের পূর্বে হজ্জের (ফরয) তাওয়াফ করেন নাই। কেননা, কুরবানীর দিনের পূর্বে হজ্জের জন্য তাওয়াফে কুদুমই হইয়া থাকে, তাওয়াফে যিয়ারত নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৩)

لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ (ইহার হইতে অধিক কিছু করেন নাই এবং নিজের জন্য ইহাই যথেষ্ট মনে করিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) প্রমুখ বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কারিন হজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট। ইহা ইমাম শাফেয়ী ও জমহুরে উলামার মত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও এক জামাআত ফকীহ্ ইহাতে দ্বিমত পোষণ করেন। (এই মাসয়ালা বিস্তারিত ২৮০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩০৩)

(২৮৮০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ. ثُمَّ تَلَا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ.

(২৮৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ও সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) উভয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর সহিত কথা বলিলেন– যেই বছর যালিম হাজ্জাজ বিন ইউসূফ হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর উপর আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি যদি এই বছর হজ্জ না করেন তাহা হইলে কি ক্ষতি আছে? কারণ আমাদের আশংকা হইতেছে গৃহযুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ফলে আপনি এবং বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইবে। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, যদি উহা আমার এবং বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুদায়বিয়ার বছর) যাহা করিয়াছিলেন আমিও উহাই করিব। কুরায়শ কাফিররা যখন তাহার এবং বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তখন আমি তাঁহার সহিত ছিলাম। আমি তোমাদের সাক্ষী করিতেছি যে, আমি নিজের উপর উমরা ওয়াজিব (নিয়্যত) করিলাম। অতঃপর তিনি রওয়ানা হইয়া যুল-হুলায়ফায় পৌঁছিয়া উমরার জন্য (ইহরাম বাঁধিয়া) তালবিয়া পাঠ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যদি রাস্তা উন্মুক্ত থাকে তাহা হইলে আমি উমরা পূর্ণ করিব আর যদি আমার এবং বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছিলেন আমিও উহাই করিব। আর আমি তখন তাঁহার সহিত ছিলাম। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করিলেন لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ("তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রহিয়াছে" -সূরা আহযাব ২১)। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন, এমনকি তিনি 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছিলেন। তখন বলিলেন, হজ্জ এবং উমরার নিয়ম একই। যদি আমার এবং উমরার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমার এবং হজ্জের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইবে। আমি

তোমাদের সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি আমার উমরার সহিত হজ্জকেও ওয়াজিব করিয়া নিলাম। অতঃপর তিনি চলিতে থাকিলেন, এমনকি 'কুদায়দ' নামক স্থানে গিয়া কুরবানীর পশু খরিদ করিলেন। অতঃপর তিনি উভয়ের (উমরা ও হজ্জের) জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফ ও সাফা-মারওয়ায় একটি তাওয়াফ ও সাঈ করিলেন। অতঃপর তিনি এতদুভয় হইতে হালাল না হইয়া হজ্জ সমাপনান্তে কুরবানীর দিন উভয় হইতে হালাল হন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (যেই বছর যালিম হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসিয়াছিল)। হাজ্জাজ হইল ইবন ইউসুফ আছ-ছাকাফী। সে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান-এর অনুগত এবং ইরাকের প্রশাসক ছিল। আবদুল মালিক তাহাকে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা মুকাররমা পাঠাইয়াছিল। কেননা, হযরত ইবন যুবায়র (রাযিঃ) আবদুল মালিকের আনুগত্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসূফ হিজরী ৭২ সনের ১লা শা'বান পর্যন্ত তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৪)

حَتّٰى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبّٰى بِالْعُمْرَةِ (যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া উমরার জন্য (ইহরাম বাঁধিয়া) তালবিয়া পাঠ করিলেন)। কতক রিওয়ায়তে আইয়্যুব (রহ.) সূত্রে নাফি' (রহ.) হইতে فاهل بالعمرة من الدار (তিনি ঘর হইতে (ইহরাম বাঁধিয়া) তালবিয়া পাঠ করেন) রহিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার জবাবে বলেন, এই স্থানে الدار (ঘর) দ্বারা المنزل (অবতরণস্থল) মর্ম। অর্থাৎ তিনি যুল-হুলায়ফায় অবতরণ করিয়া তথা হইতে ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া তথা লাব্বাইক ... পাঠ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৪)

بِقُدَيْدٍ ('কুদায়দ' নামক স্থানে)। قديد শব্দটির ق বর্ণে পেশ, د বর্ণে যবর এবং ى বর্ণ ও শেষ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। মূলতঃ ইহা তথাকার একটি জলাশয়ের নাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৪)

(২৮৮১) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

(২৮৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসূফ যেই বছর হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে মক্কা মুকাররমায় আসিয়াছিল সেই বছর হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ) হজ্জব্রত পালনের নিয়্যত করিয়াছিলেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ, তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে আছে 'তিনি বলিতেন, যেই ব্যক্তি হজ্জ এবং উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধিবে তাহার জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট এবং উভয়ের কার্যাদি সমাপ্ত করার পূর্বে হালাল হইবে না।'

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ (এক তাওয়াফই যথেষ্ট) অর্থাৎ উমরার তাওয়াফ এবং হজ্জের জন্য তাওয়াফে কুদুম উভয় তাওয়াফের জন্য এক তাওয়াফ (বায়তুল্লাহর সাত চক্কর এবং সাফা-মারওয়ায় সাতবার দৌড় দিয়া আদায় করা)-ই যথেষ্ট। -(১৮৮০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৪)

(২৮৮২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدًا اشْهَدُوا قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৮৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, যালিম হজ্জাজ বিন ইউসূফ যেই বছর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য (মক্কা মুকাররমায়) আসিয়াছিল সেই বছর হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হজ্জব্রত পালনের নিয়্যত করিলেন। কেহ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, লোকদের মধ্যে তখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছে আর আমরা আশংকা করিতেছি যে, তাহারা আপনাকে (মক্কা মুকাররমা প্রবেশে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। তখন তিনি পাঠ করিলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ("তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রহিয়াছে" -সূরা আহযাব ২১)। কাজেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছিলেন আমিও তদ্রুপ করিব। আমি তোমাদের সাক্ষী করিতেছি যে, নিশ্চয়ই আমি উমরার নিয়্যত করিয়াছি। অতঃপর বাহির হইয়া চলিলেন এমন কি 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি বলিলেন, হজ্জ এবং উমরা এতদুভয়ের বিধান একই, তোমরা সাক্ষী থাক। রাবী ইবন রুমহ (রহ.) স্বীয় বর্ণনায় বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি আমার উমরার সহিত হজ্জেরও নিয়্যত করিলাম। অতঃপর তিনি 'কুদায়দ' নামক স্থান হইতে হাদী ক্রয় করিয়া সঙ্গে নিলেন, অতঃপর উমরা এবং হজ্জ উভয়ের (কিরান হজ্জের) জন্য ইহরাম বাঁধিয়া চলিলেন, এমনকি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিলেন। আর ইহার বেশী কিছু করেন নাই। তিনি কুরবানী করেন নাই, মাথা মুন্ডন কিংবা চুল ছাটেন নাই এবং (ইহরামের কারণে) তাহার জন্য যাহা কিছু করা হারাম ছিল উহার কোন একটি হইতেও হালাল হন নাই। অবশেষে কুরবানীর দিন আগত হইলে তিনি কুরবানী করিলেন এবং তাঁহার মতে নিজ প্রথম তাওয়াফই হজ্জ এবং উমরার জন্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, অনুরূপই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ (এমনকি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিলেন)। এই স্থানে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাওয়াফে উমরার মধ্যে তাওয়াফে কুদূমকে একীভূত করা হইয়াছে। কাজেই তাহার তাওয়াফে কুদূমকে কুরবানীর পরের তাওয়াফ (এ যিয়ারত)-এর উপর প্রয়োগ করা সুদূরপরাহত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৪)

(২৮৮৩) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ.

(২৮৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী, আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা নাফি' (রহ.)-এর সূত্রে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছের প্রথমাংশ ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেন নাই। হাদীছের প্রথমাংশে যখন তাহাকে বলা হইল, আপনি বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিতে বাধাগ্রস্ত হইবেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুদায়বিয়ার বছর) যাহা করিয়াছিলেন তাহাই করিব। আর তিনি হাদীছের শেষে هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করিয়াছেন) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। যেমন রাবী লায়ছ (রহ.) স্বীয় বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (আর তিনি হাদীছের শেষে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করিয়াছেন" বাক্যটি উল্লেখ নাই)। ইহাই সহীহ। কেননা, ২৮৪০ নং বিদায় হজ্জ সম্পর্কে দীর্ঘতম হাদীছে আছে ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিলেন এবং মক্কা মুকাররমায় যুহরের নামায আদায় করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে কুদুমের উপর যথেষ্ট করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

بَابُ فِي الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে ইফরাদ ও হজ্জে কিরান-এর বিবরণ

(২৮৮৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

(২৮৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব ও আবদুল্লাহ বিন আউন হিলালী (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধিলাম। আর রাবী (আবদুল্লাহ) ইবন আউন (আল হিলালী রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং তিনি যে কারিন হজ্জ সম্পাদনকারী ছিলেন উহার তাহকীকসহ রিওয়ায়তসমূহের ব্যাখ্যা وجوه الاحرام الخ এর অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে।

(২৮৮৫) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا. قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".

(২৮৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। রাবী বকর (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছখানা হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিয়াছেন। (রাবী বকর (রহ.) বলেন) অতঃপর আমি হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর উক্তিটি উল্লেখ করিলাম। তখন হযরত আনাস (রাযিঃ) বলিলেন, তোমরা আমাদেরকে তো শিশুই মনে করিতেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ এবং উমরা উভয়ের একত্রে তালবিয়া পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ (তখন ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিয়াছেন)। হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাত্রাকালীন সময়ে ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠের কথা বলিয়াছেন। আর হযরত আনাস (রাযিঃ) পথিমধ্যে তাঁহার পরিবর্তিত কার্যক্রম তথা হজ্জের সহিত উমরা পালনের নিয়্যত করিয়া তালবিয়া পাঠ করার বিষয়টি বর্ণনা করেন। সুতরাং দুই সাহাবীর বর্ণিত রিওয়ায়তের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। এই সম্পর্কে বিস্তারিত ২৮০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(অনুবাদক)

مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا (তোমরা আমাদেরকে শিশুই মনে কর)। অথচ হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বয়স তখন বিশ বছর ছিল। (ইহা দ্বারা তিনি এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তাহারা যাহা কিছু বর্ণনা করেন তাহা দায়িত্বশীলতার সহিত বর্ণনা করেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

(২৮৮৬) وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضى الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا.

(২৮৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমায়্যা বিন বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ এবং উমরা একত্রে পালন করিতে দেখিয়াছেন। রাবী (বকর) বলেন, অতঃপর আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমরা কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম। (রাবী বকর (রহ.) বলেন) আমি পুনরায় হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) যাহা বলিয়াছেন উহা তাঁহাকে জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমরা যেন সেই সময় শিশু ছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৮৮৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُوْمِ لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيُ بَعْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জকারীগণের জন্য তাওয়াফে কুদুম-এর পর সাঈ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(২৮৮৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

(২৮৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ওয়াবারা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উকূফ (-এ আরাফাত)-এ যাওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা কি আমার জন্য বৈধ হইবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি বলিল, কিন্তু ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তুমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিবে না– যে পর্যন্ত না উকূফ স্থলে (আরাফাতে) আসিবে। ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায়) হজ্জ করিয়াছেন এবং উকূফ স্থল (আরাফাতে)-এ যাওয়ার পূর্বেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (-এ কুদুম) করিয়াছেন। সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল, তোমার কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ আমল করা যথাযথ না ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কথা মত?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفْ (কিন্তু ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তুমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিবে না– যে পর্যন্ত না উকূফ স্থলে (আরাফাতে) আসিবে)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এই লোকটি যাহা নকল করিয়াছেন উহা তাঁহার মাযহাব বলিয়া বুঝা যায় না। কেননা, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও বর্ণিত আছে انه صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা পৌঁছিবার পর তাওয়াফ করিয়াছেন। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, পরবর্তীতে তাঁহার মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা আসিতেছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

فَطَافَ بِالْبَيْتِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকূফ স্থল (আরাফাতে)-এ যাওয়ার পূর্বেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়াছেন)। এই তাওয়াফকে তাওয়াফুল কুদুম, তাওয়াফুত তাহইয়া, তাওয়াফুল লিকা, তাওয়াফে আওয়াল আহদিল বায়ত, তাওয়াফু ইহদাছিল আহজ বিল বায়ত, তাওয়াফুল ওয়ারিদ এবং তাওয়াফুল উরূদ বলা হয়।

মুফরিদ হজ্জকারীগণ মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া তথায় অবস্থানের লক্ষ্যে এই তাওয়াফুল কুদুম করেন। কেহ যদি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, কিন্তু তিনি তাওয়াফুল কুদুমের নিয়্যত করে নাই, কিংবা অন্য কোন তাওয়াফের নিয়্যত করেন তাহা হইলেও তাওয়াফুল কুদুম-এর স্থলে হওয়ার কারণে তাওয়াফুল কুদুমই আদায় হইবে। 'লুবাব' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, মুহরিম যদি মুফরাদ হজ্জকারী হয় তবে তাহার তাওয়াফ 'তাওয়াফুল কুদুম' হইবে আর যদি ইহরাম শুধুমাত্র উমরা, তামাত্তু' কিংবা কিরান-এর জন্য হয় তাহা হইলে উহা উমরার তাওয়াফ কিংবা নিয়্যত মুতাবিক আদায় হইবে। তবে মুহরিম যদি কিরান হজ্জকারী হয় তবে তাহার জন্য উমরার সাঈ সমাপনান্তে অপর একটি তাওয়াফ তথা তাওয়াফে কুদুম করা মুস্তাহাব -(মুল্লা আলী কারী রহ.)।

'লুবাব' গ্রন্থকার (রহ.) আরও বলেন, তাওয়াফুল কুদুম-এর প্রথম ওয়াক্ত মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের সাথে সাথে আর শেষ ওয়াক্ত উকূফে আরাফাত পর্যন্ত। যদি উকূফে আরাফাত করিয়া ফেলেন তবে ওয়াক্ত ফাওত হইয়া গেল আর যদি উকূফে আরাফাত না করে তবে কুরবানীর দিনের সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করিতে পারিবে। (রদ্দুল মুখতার কিতাবে অনুরূপ আছে)। মক্কা মুকাররমার বহিরাগত লোকদের জন্য তাওয়াফুল কুদুম করা সুন্নত। কেননা, তাহারা আগন্তুক। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, ফরয নামায, ফরয নামাযের জামাআত, বিত্র কিংবা সুন্নতে রাতিবা ছুটিয়া যাওয়ার আশংকা না থাকিলে সর্বপ্রথম এই তাওয়াফ আদায় করিবে। কেননা ইহা 'তাহইয়াতুল বায়ত, (বায়তুল্লাহর সম্মান, অভিবাদন ও শুভেচ্ছা)।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলুভী (রহ.) বলেন, তাওয়াফুল কুদুম 'তাহইয়াতুল মসজিদ'-এর স্থলাভিষিক্ত। বায়তুল্লাহর সম্মানার্থেই শরীআতে এই বিধান। সুতরাং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে তাওয়াফুল কুদুমকে আদায়ে বিলম্ব করা আদবের খিলাফ।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জব্রত পালনকারীগণের জন্য উকূফে আরাফাতের পূর্বে তাওয়াফুল কুদুম আদায় করা শরীআতের বিধান। শুধুমাত্র ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ব্যতীত সকল উলামায়ে কিরাম বলেন, তাওয়াফুল কুদুম সুন্নত, ওয়াজিব নহে। তবে শাফেয়ীগণের কতক আলিম বলেন, তাওয়াফুল কুদুম ওয়াজিব, তরক করিলে দম ওয়াজিব হইবে। অবশ্য প্রসিদ্ধ মতে ইহা সুন্নত, ওয়াজিব নহে, তরক করিলে দম ওয়াজিব হইবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

إِنْ كُنْتَ صَادِقًا (তুমি যদি সত্যবাদী হও)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তুমি যদি তোমার ঈমানে সত্যবাদী হও এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে দৃঢ় বিশ্বাসী থাক তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল থাকিতে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কথার দিকে কিভাবে ভ্রূক্ষেপ করিতে পার? আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহার অর্থ এইরূপ হইবে যে, তুমি যাহা জানাইয়াছ ইহাতে যদি তুমি সত্যবাদী হও কিংবা তুমি যাহা গ্রহণ করিতে এবং আমল করিতে ইচ্ছা করিয়াছ উহাতে যদি তুমি সত্যবাদী হও। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) মুজতাহিদ হওয়ায় ইহা বলিয়া থাকেন। মুজতাহিদের জন্য নির্ভরশীল কথা বলা জরুরী। অথচ তাঁহার ইজতিহাদ 'নস'-এর বিপরীত হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

(২৮৮৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَنٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ وَأَيُّنَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلاَنٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

(২৮৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ওয়াবারা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবন উমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছি এখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (-এ কুদুম) করিব? তিনি বলিলেন, তোমাকে কে (তাওয়াফে কুদুম করিতে) নিষেধ করিল? সে বলিল, আমি অমুকের পুত্র অর্থাৎ ইবন আব্বাসকে দেখিয়াছি, তিনি ইহা অপছন্দ করেন। তবে তাহার অপেক্ষায় আপনি আমাদের অধিক প্রিয়। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দুন্ইয়া তাহাকে গাফিল করিয়া দিয়াছে। ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমাদের কিংবা তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহাকে দুন্ইয়া গাফিল করে নাই? অতঃপর তিনি (ইবন উমর (রাযিঃ)) বলিলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-

মারওয়ায় সাঈ করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত অমুকের তরীকা অনুসরণ অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য, যদি তুমি খাঁটি ঈমানদার হও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا (দুন্ইয়া তাহাকে গাফিল করিয়া দিয়াছে)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বাসরার প্রশাসক ছিলেন। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ঝুঁকি ও ফেতনার স্থলে থাকেন। পক্ষান্তরে ইবন উমর (রাযিঃ)। তিনি প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

وَأَيُّنَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا (আর আমাদের কিংবা তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহাকে দুন্ইয়া গাফিল করে নাই?) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) এই কথাটি নিজ তপস্যা, বিনয় ও ইনসাফ প্রকাশার্থে বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَاَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ لَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُوْمِ وَكَذٰلِكَ الْقَارِنُ

অনুচ্ছেদ ঃ উমরার ইহরামকারী তাওয়াফের পরে সাঈ করার পূর্বে হালাল হওয়া জায়িয নাই। হজ্জের ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদুমের পর হালাল হইতে পারিবে না। অনুরূপ কিরান হজ্জকারীর হুকুমও

(২৮৮৯) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

(২৮৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। কোন ব্যক্তি যদি উমরা পালনের উদ্দেশ্যে (মক্কা মুকাররমায়) গমন করিয়া শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে, আর সাফা-মারওয়া সাঈ না করে, তাহার পক্ষে কি স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বৈধ হইবে? তখন ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা মুকাররমায়) গমন করিয়া বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সাত চক্করে সমাধা করিয়া মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাতবার (দৌড় দিয়া এক) সাঈ করেন। (এতখানি বর্ণনা করে ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন) তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে নাই)। অর্থাৎ لم يسع بين الصفا والمروة (সাফা-মারওয়া সাঈ করে নাই)। সাঈ তাওয়াফের এক প্রকার হইবার কারণে সাঈ-এর উপর তাওয়াফ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কেননা, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পরপর উহা করা হয় এবং আকৃতিগত দিক দিয়াও এতদুভয়ে মিল রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ (সে কি তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে?) এই বাক্যে همزه বর্ণটি استفهام (প্রশ্নবোধক)। ইহা দ্বারা মাসয়ালা জানিতে চাওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সে কি বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর সাফা-

মারওয়ায় সাঈ করার পূর্বে ইহরাম হইতে পূর্ণাঙ্গ হালাল হইবে? আর তাহার জন্য স্ত্রী সহবাস জায়িয হইবে কি না। মুহরিম অবস্থায় সকল হারাম বস্তুর ক্ষেত্রে একই হুকুম হওয়া সত্ত্বেও লোকটি বিশেষভাবে স্ত্রী সহবাসের কথাটি উল্লেখ করার কারণ হইতেছে যে, হারামসমূহের মধ্যে স্ত্রী সহবাস সর্বাধিক বড়। -(ঐ)

وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ (তিনি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন)। আল্লামা আইনী বলেন, ইহা দ্বারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত নামায পড়া প্রমাণিত হয়। তবে ইহা সুন্নত না কি ওয়াজিব, এই ব্যাপারে মতভেদ আছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা সুন্নত আর কতক বলেন, ইহা ওয়াজিব। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, তাওয়াফ মুতাবিক হইবে অর্থাৎ তাওয়াফ যদি সুন্নত তাওয়াফ হয় তাহা হইলে দুই রাকাআত নামাযও সুন্নত। আর যদি ওয়াজিব তাওয়াফ হয় তাহা হইলে দুই রাকাআত নামাযও ওয়াজিব। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) নকল করেন যে, ইমাম মালিক (রহ.) ব্যতীত সকলের ঐকমত্যে এই দুই রাকাআত নামায তাওয়াফকারী যেই স্থানে আদায় করিতে ইচ্ছা করেন তথায় আদায় করা জায়িয। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৫)

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (উত্তম আদর্শ) أُسْوَةٌ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ এবং যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ قدوة (যাহার অনুসরণ করা হয়, আদর্শ, নমুনা, উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত)। আলোচ্য হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-এর পর এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (আমরা জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পূর্বে কাহারও পক্ষে স্ত্রী সহবাস করা মোটেই বৈধ হইবে না)। ইবন উমর (রাযিঃ) ইশারার মাধ্যমে জবাব দিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের পালনীয় কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া ইরশাদ করেন خذوا عنى مناسككم (তোমরা আমার হইতে তোমাদের হজ্জের পালনীয় কর্তব্যসমূহ গ্রহণ কর)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পূর্বে হালাল হন নাই। সুতরাং অনুরূপ আমল করাই ওয়াজিব। আর হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) তো স্পষ্টভাবেই জবাব দিলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পূর্বে স্ত্রীর নিকটবর্তী হইতে নিষেধ করিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৬)

(২৮৯০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(২৮৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপর্যুক্ত ইবন উয়াইনা (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৮৯১) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ. فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ. قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ

فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلاَ ذَلِكَ. قَالَ فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي. قَالَ فَمَا بَالُهُ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ لاَ أَدْرِي. قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضى الله عنها أَنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَىْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْدَآنِ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ.

(২৮৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইরাকের অধিবাসীদের জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিল, আপনি আমার পক্ষ হইতে উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করুন যে, কোন ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর (ইহরাম খুলিয়া) হালাল হইতে পারিবে কি না? যদি তিনি আপনাকে বলেন, সে (ইহরাম খুলিয়া) হালাল হইতে পারিবে না– তাহা হইলে আপনি তাহাকে বলুন, এক ব্যক্তি বলিয়াছে যে, সে (ইহরাম খুলিয়া) হালাল হইতে পারিবে। রাবী (মুহাম্মদ (রহ.)) বলেন, অতঃপর আমি উরওয়া (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছে সে উহা সম্পাদন সমাপ্ত করার পূর্বে হালাল হইতে পারিবে না। আমি বলিলাম, কিন্তু এক ব্যক্তি বলিয়াছে যে, সে (তাওয়াফ ও সাঈ-এর পর) হালাল হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, সে খুবই মন্দ বলিয়াছে। পরবর্তীতে ইরাকী লোকটি আমার সহিত সাক্ষাত করিলে আমি তাহাকে উপর্যুক্ত (উরওয়া (রহ.)) জবাব বলিয়া দিলাম। তখন লোকটি বলিল, আপনি তাহাকে (উরওয়া (রহ.)কে) বলুন, তবে এক ব্যক্তি (ইবন আব্বাস (রাযিঃ)) জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করিয়াছেন। আর আসমা (রাযিঃ) ও যুবায়র (রাযিঃ) তদ্রুপ কেন করিয়াছেন? রাবী (মুহাম্মদ (রহ.)) বলেন, অতঃপর আমি তাহার (উরওয়া (রহ.)-এর কাছে গিয়া এই বিষয়টি তাহার সামনে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, লোকটি কে? আমি (জবাবে) বলিলাম, আমি জানি না। তিনি বলিলেন, তাহার কি হইয়াছে সে আমার কাছে স্বশরীরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না? আমার ধারণা যে, সে ইরাকী। (রাবী মুহাম্মদ (রহ.) বলেন) আমি বলিলাম, জানি না। (রাবী মুহাম্মদ (রহ.) সম্ভবতঃ তখনও প্রশ্নকারী লোকটিকে ইরাকী বলিয়া জানিতেন না) তিনি (উরওয়া (রহ.)) বলিলেন, সে (লোকটি) মিথ্যা বলিয়াছে।

(উরওয়া (রহ.) বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম যেই কাজ করিয়াছেন উহা হইল যে, তিনি উযূ করেন অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (ও সাঈ) করেন।

অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হজ্জ করিয়াছেন। তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিয়াছেন এবং ইহার পর আর কিছু (তথা হজ্জকে উমরায় পরিবর্তন) করেন নাই। হযরত উমর (রাযিঃ)ও অনুরূপ করিয়াছেন। তারপর হযরত উছমান (রাযিঃ) হজ্জব্রত পালন করিয়াছেন। আমি তাহাকে সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ্-এর তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি এবং ইহা ব্যতীত অন্য কিছু করেন নাই। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) ও আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ)ও অনুরূপ করিয়াছেন। তারপর আমি মুহাজির ও আনসারগণকে অনুরূপ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা ছাড়া অন্য কিছু করে নাই। অতঃপর সর্বশেষে যাহাকে আমি অনুরূপ করিতে দেখিয়াছি তিনি হইলেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ)। তিনি হজ্জকে উমরা দ্বারা ভঙ্গ করেন নাই। আর এই ইবন উমর (রাযিঃ) তো বর্তমানেও তোমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। তাহারা কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে না? অনুরূপভাবে যত লোক অতীত হইয়াছে তাহারা (হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া) মক্কা মুকাররমায় পদার্পণ করিয়াই সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ (ও সাঈ) করিতেন। অতঃপর তাহারা (হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত না করিয়া ইহরাম খুলিয়া) হালাল হইতেন না। আর আমি আমার মা (আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)) ও আমার খালা (আয়িশা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কেও দেখিয়াছি যে, তাহারা (হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে) মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া প্রথমেই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ (ও সাঈ) করিয়াছেন। অতঃপর হজ্জ সমাপ্ত করার পূর্বে হালাল হন নাই। আমার মা (আসমা (রাযিঃ)) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বোন (হযরত আয়িশা (রাযিঃ), যুবায়র (রাযিঃ) এবং অমুক অমুক (সাহাবী যাহাদের সঙ্গে হাদী ছিল না তাহারা বিদায় হজ্জের সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে) শুধুমাত্র উমরার ইহরাম বাঁধিয়া মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া তাহারা (বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পরে) রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুম্বন করার পর (চুল কাটিয়া) হালাল হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই (ইরাকী) লোকটি এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা বলিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ (ইরাকী লোকটি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ...)। অর্থাৎ تعرض لى (আমার সামনে পড়িল)। تصدانى শব্দটি সকল নুসখায় ن বর্ণ দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। তবে অভিধানে প্রসিদ্ধ হইতেছে تصدالى (আমার সামনে পড়িল, মুখোমুখি হইল, সাক্ষাৎ করিল)। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৫)

إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ (এক ব্যক্তি জানাইয়াছে) অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাই করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মতে কোন ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিলে তাহার সহিত যদি হাদী না থাকে তবে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পর হালাল হইয়া যাইতে পারিবে। আর যদি কেহ হজ্জের ইহরামের উপর থাকিতে চায় তবে উকূফে আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবে না। তিনি ইহার পক্ষে দলীল পেশ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে নিজ সাহাবাগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, "যাহার সহিত হাদী নাই সে যেন হজ্জকে উমরায় পরিবর্তন করে" (এবং তাওয়াফ ও সাঈ করিয়া মাথা মুন্ডানোর মাধ্যমে হালাল হইয়া যায়)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৬)

قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাই করিলেন)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, অর্থাৎ তিনি ইহার নির্দেশ দিলেন। ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মাযহাব বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর তাহার সহিত সামান্য কতক লোক রহিয়াছে যেমন ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহ.)। কিন্তু জমহুরে উলামা বিপরীত মত পোষণ করিয়া বলেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারী ব্যক্তি তাওয়াফে কুদুমের দ্বারা হালাল হইতে পারিবে না; বরং হজ্জ সম্পাদন শেষে হাদী কুরবানী করার পর হালাল হইবে। জমহুরে উলামা তাহার দলীলের জবাবে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, যাহাদের সঙ্গে হাদী নাই (ان يفسحوا)

(حجهم فيجعلوه عمرة) তাহারা যেন তাহাদের হজ্জকে উমরায় পরিবর্তন করে এবং তাওয়াফ ও সাঈ এর পর চুল কর্তন বা মুন্ডন করিয়া হালাল হইয়া যায়। অতঃপর যুল-হিজ্জার ৮ম তারিখে হজ্জের জন্য পুনরায় ইহরাম বাঁধে। আর এই নির্দেশের কারণ ছিল যে, জাহিলী যুগের লোকেরা ধারণা করিত যে, "হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করা গর্হিত কাজ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই ধারণার মুলোৎপাটনের জন্য এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর হজ্জকে উমরায় পরিবর্তন করার বিধান সর্বদার জন্য না কি শুধু সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে এই বিধান শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে কাহারও জন্য জায়িয নাই। আর কতক বলেন, পরবর্তীদের জন্য উহা জায়িয। তবে সকলে এই বিষয়ে ঐকমত্য হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি হজ্জে ইফরাদ-এর নিয়্যতে ইহরাম বাঁধেন তবে তাহার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করায় কোন ক্ষতির কারণ নাই; বরং তাহার জন্য তাওয়াফে কুদুম করা সমীচীন। এই কারণেই উরওয়া (রহ.) আলোচ্য হাদীছ দিয়া দলীল পেশ করিয়াছেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجته الخ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। কিন্তু তিনি হজ্জ হইতে (ইহরাম খুলিয়া) হালাল হন নাই এবং উমরা দ্বারা পরিবর্তনও করেন নাই। (বিস্তারিত ২৮০৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এবং হযরত উমর (রাযিঃ)ও অনুরূপ করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৬)

أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا (আমার মনে হয়, সে ইরাকী।) অর্থাৎ ইরাকীরা সাধারণতঃ মাসয়ালাসমূহের ব্যাপারে একগুঁয়েমি করিয়া থাকে। -(ঐ)

أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ (তিনি উযূ করিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন।) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা তাওয়াফের জন্য উযূ প্রমাণিত হয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন خذوا عنى مناسككم (তোমরা আমার হইতে তোমাদের হজ্জের পালনীয় কর্তব্যসমূহ গ্রহণ কর)। বায়তুল্লাহ তাওয়াফের জন্য উযূ শরীআতের বিধান হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'মিরকাত' গ্রন্থকার বলেন, তবে তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য তাহারত (পবিত্রতা) ওয়াজিব না কি ফরয এই ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হানাফীগণের মতে ওয়াজিব এবং জমহুরের মতে ফরয। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৫, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৬)

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ (ইহার পর আর কিছু করেন নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বাক্য এবং পরে কয়েক স্থানে অনুরূপ বাক্যসমূহ সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় غير শব্দটির غ এবং ى দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা তাসহীফ (লিখায় ভুল)। সঠিক হইতেছে ثم لم يكن عمرة (অতঃপর তিনি (হজ্জকে) উমরায় পরিবর্তন করেন নাই)। عمرة শব্দটির ع বর্ণে পেশ ও م বর্ণ দ্বারা পঠিত। প্রশ্নকারী লোকটি উরওয়া (রহ.)-এর নিকট عن فسخ الحج الى العمر (হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার মাসয়ালা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং দলীল পেশ করিয়াছে যে, বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই কারণেই উরওয়া (রহ.) প্রশ্নকারীকে জানাইয়া দিলেন ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উহা (হজ্জকে উমরায় পরিবর্তন) করেন নাই।) এবং তাঁহার পরেও কেহ করেন নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, غيره শব্দটি তাসহীফ (লিখায় ভুল) নহে; বরং ইহা শব্দ ও অর্থগত উভয় দিক দিয়া সহীহ। কেননা غيره -এর মধ্যে উমরা ও অন্যান্য বস্তুও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উহ্য বাক্য এইরূপ হইবে যে, ثم حج ابو

بكر فكان اول شئ بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره اى لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه الى غيره لا عمرة ولا قران (অতঃপর আবূ বকর (রাযিঃ) হজ্জ পালন করিয়াছেন। তিনি (মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া) সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়াছেন এবং ইহার পর আর কিছু করেন নাই অর্থাৎ আবূ বকর (রাযিঃ) তাওয়াফের পর স্বীয় হজ্জকে উমরায় বদল করেন নাই। হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করেন নাই অথবা অন্য কিছু তথা উমরা কিংবা কিরান-এর ইহরাম দ্বারা প্রথম হজ্জের ইহরামকে পরিবর্তন করেন নাই) বরং তিনি হজ্জের ইহরামের উপর থাকিয়া প্রথমে তাওয়াফে কুদুম করার পর হজ্জ সমাপনান্তে ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৫, ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩০৬)

ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ (অতঃপর উছমান (রাযিঃ) হজ্জ করিয়াছেন)। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর হজ্জের বিবরণ হইতে পরবর্তী অংশ উরওয়া (রহ.)-এর কথা এবং ইহার পূর্বে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৬)

ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (অতঃপর আমার পিতা যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাযিঃ)-এর সহিত হজ্জ করিয়াছি)। অর্থাৎ اى مع والدى অর্থাৎ আমার পিতার সহিত তিনি হইলেন যুবায়র (রাযিঃ)। الزبير (যুবায়র-এর ر বর্ণে যের পঠনে ابى (আমার পিতা) হইতে بدل (ব্যাখ্যা-বিশেষ্য) হইয়াছে। -(শরহে নাওয়াভী ১ঃ৪০৫)

يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ (তাহারা মক্কা মুকাররমায় পদার্পণ করিয়াই) অর্থাৎ يصلون مكة (তাঁহারা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়াই ...)। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৬)

أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ (সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিতেন।) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম সম্পাদনকারী যখন মক্কা মুকাররমায় পদার্পণ করিবে তখনই তাহইয়াতুল মসজিদ কিংবা অন্য কোন আমল না করিয়া সর্বপ্রথম তাওয়াফে কুদুম করা সমীচীন। এই বিষয়ে সকলেই একমত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৬-৩০৭)

ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ (অতঃপর তাহারা ইহরাম খুলিতেন না।) ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শুধু 'তাওয়াফে কুদুম'-এর পর হালাল হওয়া জায়িয নাই। -(ঐ)

قَدْ أَخْبَرَتْنِى أُمِّى (আমার মা আমাকে জানাইয়াছেন।) তিনি হইলেন আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। আর اختها (তাহার বোন) অর্থাৎ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)। ইহার উপর প্রশ্ন হয় যে, বিদায় হজ্জের সময় তো হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ঋতুমতী থাকার কারণে (মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া) তাওয়াফ করিতে পারেন নাই। উত্তর এই যে, এই স্থলে বিদায় হজ্জ ছাড়া অন্য একটি হজ্জের বর্ণনা দিয়াছেন। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর অনেক হজ্জ পালন করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তাওয়াফে কুদুম সম্পর্কে অনুরূপই বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৭)

فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (তাহারা রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ (চুম্বন) করার পর ইহরাম খুলিয়াছেন।) অর্থাৎ صاروا حلالا (তাহারা হালাল হইয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছের বাক্য مسحوا الركن -এর ব্যাখ্যা জরুরী। কেননা الركن দ্বারা হাজরে আসওয়াদ মর্ম এবং ইহাকে তাওয়াফের শুরুতে স্পর্শ (চুম্বন) করা হইয়া থাকে। অথচ সর্বসম্মত মতে শুধু চুম্বন করার দ্বারা হালাল হওয়া যায় না। কাজেই উহ্য বাক্যটি নিম্নরূপ হইবে যে, فلما مسحوا الركن واتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا (তাহারা তাওয়াফ ও সাঈ-এর পরে রুকন (হাজারে আসওয়াদ)-এর স্পর্শ (চুম্বন) করার পর মাথা মুন্ডন করার মাধ্যমে হালাল হইয়াছেন।) বিষয়টি অতি জ্ঞাত বলিয়া তিনি হাদীছের বাক্য হইতে শব্দসমূহ বিলুপ্ত করিয়াছেন। (উরওয়া (রহ.)-এর মা

আসমা (রাযিঃ) এই স্থলে বিদায় হজ্জের বর্ণনা দিয়াছেন। তখন তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হজ্জকে উমরায় রূপান্তর করিয়া (উমরা শেষে) হালাল হইয়া গিয়াছিলেন। তবে আয়িশা (রাযিঃ)কে ঋতুমতী হওয়ার কারণে উমরা সম্পাদন ব্যতীতই ইহরাম খুলিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। কাজেই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উমরা শেষে হালাল হওয়ার কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(২৮৯২) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ". فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْىٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْ يَحْلِلْ. قَالَتْ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُومِي عَنِّي. فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ.

(২৮৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আসমা বিনত আবূ বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহরিম অবস্থায় রওয়ানা হইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহার সঙ্গে হাদী রহিয়াছে সে যেন ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যাহার সঙ্গে হাদী নাই সে যেন (উমরা শেষে) হালাল হইয়া যায়। (আসমা (রাযিঃ) বলেন) আমার সঙ্গে হাদী ছিল না বলিয়া (উমরা সম্পাদন শেষে) আমি হালাল হইয়া গেলাম। তবে (আমার স্বামী) হযরত যুবায়র (রাযিঃ)-এর সঙ্গে হাদী ছিল বলিয়া তিনি (তাওয়াফে কুদুম-এর) হালাল হন নাই। রাবী (হযরত আসমা রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতঃ বাহির হইয়া (আমার স্বামী) যুবায়র (রাযিঃ)-এর পাশে বসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও (কেননা আমি মুহরিম অবস্থায় আছি। সতর্কতা অবলম্বন শ্রেয়) তখন আমি তাহাকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলিলাম, আপনি কি আশংকা করেন যে, আমি আপনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব? (কথাটি তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছেন যে, পুরুষ হইয়া মহিলাদের হইতে ভয় কিসের?)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمْ يَحْلِلْ (তিনি হালাল হন নাই।) পূর্ববর্তী উরওয়া বর্ণিত হাদীছে যুবায়র (রাযিঃ)কে উমরা শেষে হালাল হওয়া ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, আলোচ্য হাদীছের শেষাংশে এই ঘটনাটি বিদায় হজ্জের পরে কোন এক সময়ে হযরত আসমা (রাযিঃ) স্বীয় স্বামী যুবায়র (রাযিঃ)-এর সহিত কৃত হজ্জের সময় সংঘটিত হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৭)

قُومِي عَنِّي (আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও।) হযরত যুবায়র (রাযিঃ) নিজ স্ত্রী ইহরাম মুক্ত থাকায় কামস্পৃহার স্পর্শ ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার আশংকায় তাহাকে উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কেননা, মুহরিম অবস্থায় কামস্পৃহায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা হারাম। সুতরাং নিজের নফসকে আশংকামুক্ত রাখিতেই এই কথা বলিয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৭)

(২৮৯৩) وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْخِي عَنِّي اسْتَرْخِي عَنِّي. فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ

(২৮৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্বাস বিন আবদুল আযীম আম্বারী (রহ.) তিনি ... আসমা বিনত আবূ বকর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিলাম। অতঃপর উপর্যুক্ত ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে আছে "হযরত যুবায়র (রাযিঃ) (স্বীয় স্ত্রীকে) বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে থাক, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে থাক। আমি (আসমা) বলিলাম, আপনি কি ভয় করিতেছেন যে, আমি আপনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব?"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتَرْخِى عَنِّى اسْتَرْخِى عَنِّى (তুমি আমার নিকট হইতে দূরে থাক, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে থাক।) এই বাক্যটি সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখায় দুইবার রহিয়াছে)। অর্থাৎ تباعدى (আমার হইতে দূরে থাক)। -(ঐ)

(২৮৯৪) وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهما حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِى عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ . قَالَ هَارُونُ فِى رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ. وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللهِ.

(২৮৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... আসমা (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রাযিঃ) যখনই 'আল-হাজুন' নামক পাহাড় অতিক্রম করিতেন তখনই তিনি বলিতেন صلى الله على رسوله وسلم (আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর রহমত এবং শান্তি বর্ষণ করুন।) আমরা তাঁহার সহিত এই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন আমাদের কাছে বোঝা কম ছিল, সওয়ারীর সংখ্যাও কম এবং খাদ্য সম্ভারও ছিল অল্প (অর্থাৎ সফর সঙ্গীগণ দুন্‌ইয়া বিমুখ ছিল)। আমি আমার বোন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ), (আমার স্বামী) হযরত যুবায়র (রাযিঃ) এবং অমুক, অমুক ব্যক্তিবর্গ উমরা পালন করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা যখনই বায়তুল্লাহ স্পর্শ (তথা তাওয়াফ ও সাঈ পূর্ণ) করিলাম তখনই (চুল কর্তনের মাধ্যমে) হালাল হইয়া গেলাম। অতঃপর (যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম তারিখের) সন্ধ্যায় পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধিলাম। রাবী হারূন (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে আসমা (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম বলিয়াছেন এবং তাহার নাম 'আবদুল্লাহ' উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ (আসমা (রাযিঃ) যখনই 'আল-হাজুন' পাহাড় অতিক্রম করিতেন)। الْحَجُونِ শব্দটির ح বর্ণে যবর, ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। হারম শরীফের অভ্যন্তর মক্কা মুকাররমার উচ্চভূমিতে মসজিদে হারস-এর নিকটবর্তীতে একটি উঁচু পাহাড়। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৬)

خِفَافُ الْحَقَائِبِ (আমাদের বোঝা ছিল হালকা)। الْحَقَائِبِ শব্দটি حقيبة এর বহুবচন। অর্থ সুটকেস, থলি, ব্যাগ। যাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পূর্ণ করতঃ বাহক নিজের পিছনে সহগামীর স্থলে রাখে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৭)

(২৮৯৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هٰذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.

(২৮৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... মুসলিম কুররী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট তামাত্তু' হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ইহার অনুমতি দিলেন, কিন্তু ইবন যুবায়র (রাযিঃ) ইহা করিতে নিষেধ করিতেন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, এই তো (আবদুল্লাহ) ইবন যুবায়র (রাযিঃ)-এর মা (আসমা রাযিঃ) বর্তমান আছেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা (তামাত্তু' হজ্জ) করার অনুমতি দিয়াছেন। তোমরা তাহার কাছে গিয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, আমরা তাহার নিকট গেলাম, তিনি ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন স্থুলদেহী একজন মহিলা। তিনি জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু' হজ্জের অনুমতি দিয়াছেন।

(২৮৯৬) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ.

(২৮৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে রাবী আবদুর রহমান (রহ.) নিজ বর্ণিত হাদীছে 'আল-মুত'আ' বলিয়াছেন 'মুত'আতুল হজ্জ' বলেন নাই। আর রাবী ইবন জা'ফর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে তিনি বলেন, শু'বা (রহ.) বলেন, মুসলিম কুররী (রহ.) বলেন, আমি জানিনা যে, ইহা 'মুত'আতুল হজ্জ' কিংবা 'মুত'আতুন নিসা' সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

ফায়দা

বলা বাহুল্য উপর্যুক্ত রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মুসলিম কুররী (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট 'মুত'আতুল হজ্জ' (তামাত্তু' হজ্জ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আর পরবর্তী রিওয়ায়তে তামাত্তু' হজ্জের বিবরণ রহিয়াছে। কাজেই 'আল-মুত'আ' দ্বারা 'মুত'আতুল হজ্জ' মর্ম হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

(২৮৯৭) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يَقُولُ أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ.

(২৮৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... মুসলিম কুররী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ইহরাম বাঁধিলেন এবং তাঁহার সাহাবীগণ বাঁধিলেন হজ্জের ইহরাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবীগণের যাহাদের সঙ্গে হাদী ছিল তাহারা (তাওয়াফ ও সাঈ-এর পর) হালাল হন নাই। আর অন্যরা (উমরা শেষে) হালাল হইয়া গেলেন। আর

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা হাদী সঙ্গে নিয়াছিলেন, ফলে তিনি (তাওয়াফ ও সাঈ-এর পর) হালাল হন নাই।

(২৮৯৮) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا .

(২৮৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি বলেন, আর যাহাদের সঙ্গে হাদী ছিল না তাহাদের মধ্যে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) এবং অপর এক লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফলে তাহারা উভয়ে হালাল হইয়া যায়।

باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ আশহুরে হজ্জ (শাওয়াল, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা মাস)-এ উমরা পালন জায়িয হওয়ার বিবরণ

(২৮৯৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ "الْحِلُّ كُلُّهُ" .

(২৮৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাত যুগে লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করাকে জমিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপাচার বলিয়া বিশ্বাস করিত। মহররম মাসকে সফর মাস গণ্য করিত। তাহারা বলিত, যখন উটের পিঠ ভাল (ও সফরের ক্লান্তি দূর) হইয়া যাইবে, রাস্তা হইতে হাজীদের উটের পদযুগলের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সফর মাস অতিবাহিত হইয়া যাইবে তখন যাহার ইচ্ছা তাহার জন্য উমরা পালন করা জায়িয হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া (যুল-হিজ্জা মাসের চার তারিখ রবিবার) সকালে (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের (মধ্যে যাহার সঙ্গে হাদী নাই) হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করার (এবং উমরা শেষে হালাল হওয়ার) নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশ তাহাদের কাছে খুবই অসাধারণ বলিয়া মনে হইল। ফলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ধরনের হালাল হইব? (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে, অর্ধেক কিংবা কতক বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকিব?) তিনি (জবাবে) বলিলেন, সম্পূর্ণরূপে হালাল হইয়া যাও (অর্থাৎ কোন বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন নাই)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانُوا يَرَوْنَ বাক্যে يَرَوْنَ শব্দের ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ يعتقدون والمراد اهل الجاهلية (জাহিলী লোকেরা বিশ্বাস পোষণ করিত)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৮)

وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ (আর তাহারা মুহররম মাসকে সফর মাস হিসাবে গণনা করিত)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, সহীহায়নে সকল উসূলে অনুরূপ রহিয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, صَفَرَ শব্দটি

الف সহ লিখা সমীচীন ছিল। তবে লিখাতে উহ্য রাখিলেও পঠনে الف সহ منصوب (শেষ বর্ণে 'আ' ধ্বনিযুক্ত) হিসাবে পাঠ করা অত্যাবশ্যক। কেননা, এই শব্দটি منصرف হওয়ার ব্যাপারে ব্যাকরণবিদ আবূ উবায়দা (রহ.) ব্যতীত কাহারও দ্বিমত নাই। তবে আবূ উবায়দা বলেন, صَفَرَ শব্দটি المعرفة এবং الساعة এই দুই سبب - এর সমন্বয়ে غير منصرف (শেষ বর্ণে কাসরা ও তানভীন প্রয়োগ যোগ্য শব্দ নহে)। ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ তাঁহার শক্তিশালী দলীল। কিন্তু কতক বিশেষজ্ঞ সহীহ মুসলিম শরীফে শব্দটি الف সহ صَفَرًا নকল করিয়াছেন।

উলামায়ে কিরাম বলেন, জাহিলী যুগে কৃত النسى (পিছাইয়া দেওয়া) সম্পর্কে জানানোর দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তাহারা মহররম মাসকে সফর মাসে নামকরণ করিত। হালালকে অগ্রগামী করিয়া হারামকে পিছাইয়া দিত। বলাবাহুল্য, ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে আশহুরুল হারাম (যুল-কা'দা, যুল-হিজ্জা, মুহররম ও রজব এই চার মাস)-এ যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুণ্ঠন, ইত্যাদি হারাম ছিল। তাই আরবের জাহেলী যুগের লোকদের যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন হইলে এই মাসগুলিকে আগে পরে করিয়া দিত। বিশেষ করিয়া যুল-কা'দা, যুল-হিজ্জা ও মুহররম এই তিন মাস একাধারে হওয়ায় উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহাদের জন্য কষ্টসাধ্য হওয়ায় মুহররম মাসকে পিছাইয়া দিত। আর এই বিষয়টি তাহারা হজ্জের সময় ঘোষণা করিয়া দিত যে, এই বছর মুহররম মাসের নিষিদ্ধতা (حرمت)কে সফর মাসে স্থানান্তর করা হইয়াছে। ফলে মুহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা বৈধ এবং সফর মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (নিশ্চয়ই মাস পিছাইয়া দেওয়ার কাজ কেবল কুফুরীর মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। -সূরা তাওবা ৩৭) (বিস্তারিত ৪২৬১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ (কিন্তু এই নির্দেশ তাহাদের কাছে জঘন্য কাজ বলিয়া মনে হইল)। অর্থাৎ তাহাদের পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা জঘন্য পাপাচার। ('আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, আমার মতে হজ্জের মধ্যস্থলে উমরা করিয়া সম্পূর্ণভাবে হালাল হইয়া যাওয়ার কাজটি সাহাবাগণের কাছে জঘন্য মনে হইয়াছিল। এই কারণেই তো قالوا انذهب الى منى ومذاكرنا نقطر منيا (তাঁহারা বলিলেন, আমরা এমন অবস্থায় মিনায় যাইব যে, আমাদের স্ত্রী সহবাসের প্রভাব থাকিয়া যাইবে) বলিয়াছিলেন। অন্যথায় সাহাবায়ে কিরাম এই মাসয়ালা অবগত ছিলেন যে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা জায়িয। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি উমরা করিয়াছিলেন এবং সকল উমরাই তিনি যুল-কা'দা মাসে পালন করিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৮)

(২৯০০) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يَقُولُ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً".

(২৯০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী আল-জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবুল আলিয়া আল-বাররা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন। অতঃপর যুল-হিজ্জা মাসের ৪ দিন অতীত হইবার পর (মক্কা মুকাররমায়) পৌঁছিয়া ফজরের নামায আদায় করিলেন। নামায আদায় করার পর তিনি ইরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করিতে চায় সে যেন উহাকে উমরায় পরিবর্তন করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ (আবুল আলিয়া আল-বাররা (রহ.) হইতে বর্ণিত)। তাহার নাম যিয়াদ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩০৯)

(২৯০১) وَحَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِى هٰذَا الإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالاَ كَمَا قَالَ نَصْرٌ أَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ. وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِى رِوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نُهِلُّ بِالْحَجِّ. وَفِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. خَلاَ الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ.

(২৯০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন), আবূ দাউদ মুবারকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী রাওহ ও ইয়াহইয়া বিন কাছীর (রহ.) এতদুভয় উপর্যুক্ত হাদীছে রাবী নাসর (রহ.)-এর ন্যায় বলিয়াছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন।" আর রাবী আবূ শিহাব (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া রওয়ানা হইলাম। আর তাহাদের সকলের বর্ণিত হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-বাতহা' নামক স্থানে ফজর নামায আদায় করেন। কিন্তু (উপর্যুক্ত হাদীছের রাবী নসর বিন আলী) আল-জাহযামী (রহ.) এই কথাটি বলেন নাই।

(২৯০২) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

(২৯০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া (যুল-হিজ্জা মাসের) দশ দিনের (প্রথম) চার অতীত হইবার পর মক্কা মুকাররমা পদার্পণ করেন। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেন– তাহারা যেন হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করে।

(২৯০৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِذِى طَوًى وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ.

(২৯০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী) যূ-তাওয়া নামক উপত্যকায় সুবহে সাদিকের পর পৌঁছিয়া ফজরের নামায আদায় করেন। যুল-হিজ্জা মাসের ৪ দিন অতীত হইবার পর তিনি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলেন। অতঃপর তাঁহার সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যাহাদের সঙ্গে হাদী নাই তাহারা যেন তাহাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে রূপান্তর করে।

ফায়দা

طَوًى الصُّبْحَ بِذِى طَوًى الخ (যূ-তাওয়া নামক উপত্যকায় প্রভাতে পৌঁছিয়া ...) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, طَوًى শব্দের ط বর্ণে যবর, পেশ এবং যের এই তিনভাবে পঠন পদ্ধতি অভিধানে রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, যবর দ্বারা 'যূ-তাওয়া' পঠনই প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দিনের বেলায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা উত্তম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৯)

(২৯০৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْىُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(২৯০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ইহা সেই উমরা যাহা দ্বারা আমরা সুবিধা উপভোগ করিয়াছি। সুতরাং যাহার সহিত হাদী নাই যে যেন সম্পূর্ণরূপে হালাল হইয়া যায়। কেননা, উমরাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের (মাসসমূহে আদায় করার বিধানের) অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا (ইহা সেই উমরা যাহা দ্বারা আমরা সুবিধা উপভোগ করিয়াছি)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, এই স্থানে الاستمتاع (সুবিধা উপভোগ) দ্বারা মর্ম হইল, উমরাকে প্রথমে আদায় করিয়া হালাল হইয়া যাওয়া। কাজেই ইহা আভিধানিক অর্থ الانتفاع (উপকৃত হওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। আর হাদীছ শরীফের শব্দ استمتعنا (আমরা সুবিধা উপভোগ করিয়াছি)-এর অর্থ استمتعم (তোমরা সুবিধা উপভোগ করিয়াছ)। কিংবা তিনি নিজেকে এই সুবিধায় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। কিন্তু সঙ্গে হাদী থাকার কারণে উক্ত সুবিধা উপভোগ করা হইতে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৯)

فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ (কেননা, উমরাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইল)। অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহ (শাওয়াল, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা)-এ আদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, অর্থাৎ উমরাকে হজ্জের মাসসমূহে অন্তর্ভুক্ত করার বিধানটি এই বছরের জন্য নির্দিষ্ট নহে; বরং সকল বছরের জন্যই জায়িয। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৯)

(২৯০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِى نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِى بِهَا . قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَأَتَانِى آتٍ فِى مَنَامِى فَقَالَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى رَأَيْتُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

(২৯০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবূ জামরা যুবায়ী (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি তামাত্তু' হজ্জ পালন করিলাম। কিছু লোক আমাকে ইহা হইতে নিষেধ করিল। অতঃপর আমি ইবন আব্বাস

(রাযিঃ)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে ইহা করার হুকুম দিলেন। রাবী (আবূ জামরা) বলেন, আমি বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিলাম এবং নিদ্রা গেলাম। স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, উমরা মাকবূল হইয়াছে এবং হজ্জও কবূল হইয়াছে। অতঃপর আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে হাযির হইয়া তাহাকে স্বপ্নের কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। ইহা তো আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَللّٰـهُ أَكْبَـرُ (আল্লাহু আকবর)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) স্বপ্নে সুসংবাদ লাভের বিষয়টির পক্ষপাত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভের সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা চাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৯)

سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (ইহা তো আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত)। এই বাক্যটি উহ্য مبتداء (উদ্দেশ্য)-এর خبر (বিধেয়)। অর্থাৎ هذه سنة الخ (ইহা তো ...-এর সুন্নত)। আর سنة শব্দের نصب (যবর) দ্বারা পঠনও জায়িয। অর্থাৎ وافقت سنة ابى القاسم صلى الله عليه وسلم (ইহা তো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুকূলে হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩০৯)

باب إِشْعَارِ البدن وتقليده عِنْدَ الإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম বাঁধিবার সময় হাদী-এর কুঁজে দাগ কাটিয়া চিহ্নিত করা এবং মালা পরানো

(২৯০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

(২৯০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় যুহরের নামায আদায় করেন। অতঃপর নিজের (পক্ষে মক্কা মুকাররমায় কুরবানীর জন্য নির্ধারিত) উষ্ট্রীটি নিয়া আসিতে বলিলেন এবং কুঁজের ডান পার্শ্বে দাগ করিয়া দিলেন। ইহাতে কিছু রক্ত প্রবাহিত হইল। তারপর তিনি উহার গলায় দুইটি পাদুকার মালা পরাইয়া দিলেন। অতঃপর নিজের বাহনে আরোহণ করিলেন, অতঃপর যখন উষ্ট্রী তাঁহাকে নিয়া 'বায়দা' নামক স্থানে সোজা দাঁড়াইল তখন তিনি 'লাব্বাইক' পাঠ করিলেন (অর্থাৎ যদিও তিনি যুল-হুলায়ফায় যুহরের নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, পরে এই স্থানেও তালবিয়া পাঠ করিলেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَشْعَرَهَا (এবং কুঁজের ডান পার্শ্বে দাগ কাটিয়া দিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, الاشعار (হারম শরীফে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত উট বা গরুর কুঁজের ডান দিকে চাকু, তলোয়ার, লৌহ প্রভৃতি দ্বারা কাটিয়া কিছু রক্ত প্রবাহিত করিয়া চিহ্নিতকরণ) শরীআত সম্মত। ইহা দ্বারা লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য যে, ইহা কুরবানীর পশু। ফলে অভাবীরা গোশত নিয়া আহারের জন্য উহার অনুসরণ করিবে। অন্যান্য উটের সহিত সংমিশ্রণ হইলে উহা পৃথক করিয়া নিতে পারিবে। লোকেরা ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে ও কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকিবে। হারাইয়া গেলে মালিকের জন্য ফেরত

পাওয়া সহজ হইবে এবং ফকীর-মিসকীনরা চিহ্ন দেখিয়া গোশত সংগ্রহের জন্য আসিবে। কেহ কেহ اشعار কে নিষেধ করিয়া বলেন, ইহা مثلة (অঙ্গচ্ছেদন, অঙ্গবিকৃতি) নিষিদ্ধকরণের পূর্বে শরীআতসম্মত ছিল। পরে এই হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাকে রহিত বলা যায় না। কেননা, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদী তথা উষ্ট্রীর কুঁজের ডান পার্শ্বে দাগ কাটিয়া কিছু রক্ত প্রবাহ করার মাধ্যমে اشعار করিয়াছিলেন। আর ইহা مثلة (অঙ্গবিকৃতি) নিষিদ্ধকরণের পরের ঘটনা।

আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইহাকে মাকরূহ মনে করেন। আর জমহুরে উলামা বলেন, ইহা মুস্তাহাব, তাহাদের অনুসরণে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রহ.) উভয়ই বলেন, ইহা ভাল। ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা اشعار করা কিংবা না করার মধ্যে ইখতিয়ার দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ইবাদত নহে। কিন্তু মাকরূহও নহে, কেননা ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, مثلة (অঙ্গবিকৃতি)-এর সহিত কিয়াস করিয়া اشعار (হারম শরীফের কুরবানীর পশু কুঁজের দাগ কাটা) মাকরূহ নহে; বরং ইহা জন্তু-জানোয়ারের পরিচিতি চিহ্নের জন্য কান ফাঁড়িয়া দেওয়ার অনুরূপ। অধিকন্তু ইহা সেঁক, খাতনা ও নাক ফোঁড়ানোর চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ اشعار করিতে গিয়া চামড়া কাটার সহিত গোশতও কাটিয়া দেওয়া যাহার ফলে পশুটি ধ্বংস কিংবা ধ্বংসের নিকটবর্তী হয় তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে মাকরূহ। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) اشعار কে মাকরূহ বলার কারণে মুতাকাদ্দিমীনের অনেকে নিন্দা করিয়াছেন। এই কারণেই ইমাম তহাভী (রহ.) স্বীয় 'আল-মা'আনী' গ্রন্থে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মূলতঃ اشعار কে মাকরূহ বলেন নাই; বরং কুঁজের চামড়া কর্তনের সহিত গোশত কাটিয়া দেওয়া হইলে উহার ক্ষত সংক্রামক হইয়া পশুটির মৃত্যুর আশংকা থাকে। তাহা ছাড়া কুঁজ ফাঁড়িয়া দেওয়ার সীমা সকলের জানা না থাকার কারণে লোকদেরকে আশংকামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই মাকরূহ বলিয়াছেন। অন্যথায় সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য اشعار করা মাকরূহ নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১০)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, اشعار (কুঁজ পাঁড়া) এবং পাদুকার মালা পরানো মুস্তাহাব কেবল হারম শরীফে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত উট-উষ্ট্রী ও ষাড়-গাভীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। বকরী ও দুম্বার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কেননা, এতদুভয় পশু দুর্বল হওয়ার কারণে اشعار (জখম)-এর উপযোগী নহে। তবে ইমাম মালিক (রহ.) ছাড়া সকলের মতে মালা পরানো যাইতে পারে। ইমাম মালিক (রহ.) বকরী ও দুম্বাকে মালা পরানোরও পক্ষপাতি নহেন। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৭)

ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ (অতঃপর নিজ বাহনে আরোহণ করিলেন)। ইহা সেই উষ্ট্রী নহে যাহাকে তিনি اشعار করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পদব্রজে হজ্জে যাওয়া অপেক্ষা বাহনে আরোহণ করিয়া হজ্জে যাওয়া উত্তম। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪০৭)

(২৯০৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ.

(২৯০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুল-হুলায়ফায়

পৌঁছিলেন।" আর তিনি "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় যুহরের নামায আদায় করিয়াছেন" বাক্যটি বলেন নাই।

(২৯০৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

(২৯০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... কাতাদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ হাস্‌সান আ'রাজ (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আল-হুজায়ম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আপনি ইহার কি ফতোয়া দিয়াছেন যাহা নিয়া লোকেরা জটিলতায় পতিত হইয়াছে কিংবা (রাবী বলেন) যাহা নিয়া লোকেরা নানারকম কথা বলিতেছে? (মাসয়ালাটি এই যে, হাজীগণের মধ্যে) যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (-এ কুদুম তথা সাঈসহ তাওয়াফ) করিবে সে হালাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা তো তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত (কেননা তিনি বিদায় হজ্জের সময় নিজ সাহাবাগণের মধ্যে যাহার সঙ্গে হাদী নাই তাহাদেরকে উমরা তথা তাওয়াফ ও সাঈ করার পর হালাল হওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন) যদিও উহা তোমাদের নাকে মাটি লাগুক (অর্থাৎ তোমাদের মতের বিপরীত হউক)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ (যাহা নিয়া লোকেরা জটিলতায় পতিত হইয়াছে কিংবা (রাবী বলেন) যাহা নিয়া লোকেরা নানারকম মত প্রকাশ করিতেছে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আমি ইহাকে রাবীর সন্দেহসূচক او (কিংবা) শব্দে রিওয়ায়ত করিয়াছি। বাক্যের প্রথম শব্দটি ش ، غ এবং পরে ف বর্ণে পঠনে ইহার অর্থ علقت بقلوب الناس (মানুষের অন্তর দ্বিধাদ্বন্দে পতিত হইয়া জটিলতায় পড়িয়াছে)। যেমন কুরআন মাজীদে আছে وَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا (সে তাহার প্রেমে উম্মত্ত হইয়া গিয়াছে -সূরা ইউসূফ ৩০)। আর আবূ দাউদ শরীফে تفشغت তথা ش এবং غ -এর পূর্বে ف বর্ণ দ্বারা পঠনে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে ان هذا الامر قد تفشغ (নিশ্চয় এই বিষয়টি লোকদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে)। অর্থাৎ فشت وانتشرت (প্রকাশ পাইয়াছে এবং বিস্তার লাভ করিয়াছে)। আর দ্বিতীয় শব্দ যাহা او (অথবা)-এর পরে রহিয়াছে উহা شغب হইতে অর্থাৎ خلطت عليهم امرهم (বিষয়টির ব্যাপারে লোকেরা নানারকম কথা বলিতেছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১১)

أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ (যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে সে হালাল হইয়া গিয়াছে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর অভিমত। কিন্তু জমহুরে উলামা ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ যেই ব্যক্তির হজ্জ ফওত হইবে সে তাওয়াফ ও সাঈ-এর পর হালাল হইয়া যাইবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অবাস্তব। কেননা পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا معتمر الا حل (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিতেন, যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিল সে হালাল হইয়া গেল– চাই সে হজ্জ পালনকারী হউক কিংবা উমরা পালনকারী হউক)।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর ফতোয়া হইতেছে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারী ব্যক্তি তাওয়াফে কুদুমের পর হালাল হইয়া যাইবে। পরবর্তী হজ্জের কার্যাদি তথা উকূফে আরাফা ইত্যাদি হালাল অবস্থায় সম্পাদন করিবে। এই বিষয়ে তিনি জমহুরে উলামার মতের বিপক্ষে। জমহুরে উলামার

অভিমত হইতেছে, উকূফে আরাফাতের পর কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করার পর মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম হইতে পূর্ণভাবে হালাল হইবে। ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর দলীল হইতেছে যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবাগণের যাহার সহিত হাদী নাই তাহাকে তাওয়াফ ও সাঈ করার পর হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা তাহার পক্ষে দলীল হয় না। কেননা, উহা সেই বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। (এই ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে)।

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) যদি হজ্জের ইহরামকে উমরায় রূপান্তরে ফতোয়া দিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার কথা سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم (তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত)-এর উপর কোন প্রশ্ন হয় না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কতক সাহাবাকে বিদায় হজ্জের সময় উমরা করিয়া হালাল হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন উহা তাহার সুন্নত। আর যদি উপর্যুক্ত মতে তিনি ফতোয়া দেন তবে তাহার কথা سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم (তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত)-এর উপর প্রশ্ন হয়। কেননা, বিদায় হজ্জের সময় তিনি নিজে হালাল হন নাই এবং যাহাদের কাছে হাদী ছিল তাহারাও হালাল হন নাই; বরং তাওয়াফে যিয়ারতের পরে পূর্ণাঙ্গভাবে হালাল হন। -(শরহুল উবাই)

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, আমাদের শায়খ মাহমূদ (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কথা مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ (যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিল সে হালাল হইয়া গেল)-এর অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, فقد حل بعمرة (সে তাহার উমরা হইতে হালাল হইয়া গেল)। তাওয়াফ দ্বারা পরোক্ষভাবে সাঈসহ তাওয়াফ মর্ম। যেমন পূর্ববর্তী ২৮৯১নং হাদীছে হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (আর তাহারা (তাওয়াফ সাঈ-এর পর) রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুম্বন করার পর ইহরাম খুলিয়াছেন)। (বিস্তারিত ২৮০৯নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর ফতোয়াকে সকল আলিমের বিপরীত স্থাপন না করিয়া অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়াই উত্তম। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩১১)

(২৯০৯) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَافُ عُمْرَةٌ. فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

(২৯০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ দারমী (রহ.) তিনি ... আবূ হাস্‌সান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, কেহ ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, এই বিষয়টি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার হইতেছে যে, যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিবে সে হালাল হইয়া যাইবে এবং তাহার (হজ্জের) ইহরাম উমরায় পরিণত হইবে। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা তো তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। যদিও তোমাদের নাকে মাটি লাগুক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الطَّوَافُ عُمْرَةٌ (তাহার (হজ্জের) ইহরাম উমরায় পরিণত হয়)। সম্ভবতঃ ইহা প্রশ্নকারীর কথা, যেমন উবাই (রহ.) বলিয়াছেন। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, আমার মনে হয় এইরূপ বলা সমীচীন হইবে যে, ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কথার অংশ। অর্থাৎ يصير هذا الطواف طواف عمرة وان كان احرم بالحج وطاف بنيته (এই তাওয়াফ উমরার তাওয়াফ হইয়া যাইবে, যদিও সে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া থাকে এবং হজ্জের নিয়্যতেই তাওয়াফ করিয়া থাকে।) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১১)

(২৯১০) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٍّ إِلاَّ حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى }ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ. فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(২৯১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিতেন, যেই ব্যক্তি (মুহরিম অবস্থায় মক্কা মুকাররমা পৌঁছিয়া) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিল সে হালাল হইয়া গেল– চাই সে হজ্জব্রত পালনকারী হউক কিংবা অন্য কিছু (তথা উমরা) পালনকারী। (রাবী ইবন জুরাইজ (রহ.) বলেন) আমি আতা (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোন্ দলীলের ভিত্তিতে এই ফতোয়া দেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী (কুরআন মাজীদের) ভিত্তিতে ঃ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ("অতঃপর এইগুলিকে পৌঁছাইতে হইবে কুরবানীর স্থান সম্মানিত গৃহ (তথা হারম) পর্যন্ত" -সূরা হজ্জ ৩৩)। রাবী (জুরাইজ (রহ.)) বলেন, আমি বলিলাম, ইহা তো আরাফাত (-এর উকূফ) হইতে প্রত্যাবর্তনের পর। তখন আতা (রহ.) বলিলেন, ইহা আরাফাতের উকূফের পর কিংবা উহার পূর্বে। তিনি ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তিনি বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় সাহাবাগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন (যাহাদের সহিত হাদী নাই) তাহারা যেন (তাওয়াফ ও সাঈ তথা উমরা পালন শেষে) হালাল হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (অতঃপর এইগুলিকে পৌঁছাইতে হইবে কুরবানীর স্থান সম্মানিত গৃহ (তথা হারম শরীফ) পর্যন্ত" -সূরা হজ্জ ৩৩)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই আয়াত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর অভিমতের পক্ষে দলীল হয় না। কেননা, আয়াতের মর্ম হইতেছে যে, হাদী কুরবানী করার স্থান সম্মানিত ঘরের নিকট তথা হারম শরীফে। সেই স্থানেই যবাহ করিতে হইবে, অন্য স্থানে নহে। এই আয়াতে ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়া যাওয়া কিংবা হালাল না হওয়া সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩১২)

هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (উহা তো আরাফাতের পর) অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে উকূফ করার পর। -(ঐ)

حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (যখন তিনি বিদায় হজ্জের সময় তাহাদেরকে হালাল হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন)। অর্থাৎ বিদায় হজ্জের বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবীগণের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে হাদী নাই তাহাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর তথা উমরা পালন শেষে হালাল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহাও সেই বছরের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর পক্ষে দলীল হয় না। (বিস্তারিত ২৯০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১২)

بَابُ جَوَازِ تَقْصِيْرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ حَلْقِهِ
وَأَنَّهُ يَسْتَحِبُّ كَوْنُ حَلْقِهِ أَوْ تَقْصِيْرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উমরা পালনকারীর জন্য মাথার চুল ছাঁটা জায়িয, মাথা মুন্ডন করা ওয়াজিব নহে। মারওয়ার পার্শ্বে চুল ছাঁটা বা মুন্ডন করা মুস্তাহাব

(২৯১১) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هٰذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ.

(২৯১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... তাউস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমাকে মুআবিয়া (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি কি জানেন আমি কাঁচি দিয়া মারওয়ার পার্শ্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল ছাঁটিয়া দিয়াছি। (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন) আমি তাঁহাকে বলিলাম, তবে ইহা আপনার বিপক্ষে দলীল বলিয়াই আমি জানি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল ছাঁটিয়া দিয়াছি)। উমরা এবং হজ্জ পালনকারী মাথার চুল ছাঁটিয়া নেওয়া জায়িয, যদিও মাথা মুন্ডন করা উত্তম। তবে তামাত্তু' হজ্জ পালনকারী উমরা শেষে মাথার চুল ছাঁটা এবং হজ্জ পালন শেষে মাথা মুন্ডন করা মুস্তাহাব। যাহাতে উভয় ওয়াজিব কর্মটি পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১২)

عِنْدَ الْمَرْوَةِ (মারওয়া পাহাড়ের নিকট ...)। ইহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উমরা পালনকারীর জন্য মারওয়া পাহাড়ের নিকট মাথার চুল ছাঁটা কিংবা মুন্ডন করা মুস্তাহাব। কেননা, উমরা পালনকারীর জন্য মারওয়া পাহাড়ই হালাল হওয়ার স্থান। আর হজ্জব্রত পালনকারীর জন্য মিনায় মাথার চুল মুন্ডন করা কিংবা ছাঁটা মুস্তাহাব। কেননা, মিনা-ই হাজীগণের হালাল হওয়ার স্থান। যদিও হারম শরীফের যে কোন স্থানে মাথার চুল মুন্ডন কিংবা ছাঁটা জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১২)

فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هٰذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ (আমি তাঁহাকে বলিলাম, তবে ইহা আপনার বিপক্ষে দলীল বলিয়াই জানি)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়তে এই বাক্যের পরিবর্তে فقلت له لا (আমি তাহাকে বলিলাম, না)। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ইহা তো হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর অভিমতের বিপরীত হয়। কেননা, তিনি লোকদেরকে তামাত্তু' হজ্জ করিতে নিষেধ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছেন। যেমন আহমদ গ্রন্থে তাউস (রহ.) সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তিনি ওফাত হন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আরও বলেন, তামাত্তু' হজ্জকে যাহারা নিষেধ করেন তাহাদের মধ্যে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)ই প্রথম। ফলে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত انه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص (তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার মুবারক চুল কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছেন)। হাদীছখানা আমাকে আশ্চর্য্যের মধ্যে নিপতিত করিয়াছে। কেননা, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হযরত

মুআবিয়া (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ان هذه حجة عليك (ইহা আপনার বিরুদ্ধে দলীল) বাক্যটি তিনি বিদায় হজ্জের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথায় ইহা যদি কোন উমরা পালনের সময়ের উপর প্রয়োগ হইত তবে ইহা মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে দলীল হয় না। ফলে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কথার মধ্যে আপত্তি আছে। কেননা, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে নিয়া যাওয়া হাদী উকূফে আরাফাতের পর যথাসময়ে যথাস্থানে কুরবানী করার পূর্বে তিনি হালাল হন নাই। কাজেই মারওয়া পাহাড়ের পাশে তাঁহার মুবারক মাথার চুল কাঁচি দিয়া ছাঁটার প্রশ্নই আসে না।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই ঘটনাকে যাহারা বিদায় হজ্জের বলিয়া ধারণা করেন তাহাদের খন্ডনে বলেন, বস্তুতঃভাবে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর আলোচ্য হাদীছখানা عمرة الجعرانه -এর উপর প্রয়োগ হইবে। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার মুবারক চুল ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন। বিদায় হজ্জে নহে। কেননা, বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারিন ছিলেন। ইহার প্রমাণে আল্লামা নওয়াভী (রহ.) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছিলেন। হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ) মুন্ডিত মুবারক চুলগুলি সাহাবীগণের মধ্যে (বরকতের উদ্দেশ্যে) বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) কর্তৃক চুল ছাঁটার বিষয়টি বিদায় হজ্জের সময়ের উপর প্রয়োগ করা সহীহ নহে। আর ইহাকে عمرة القضاء -এর উপরও প্রয়োগ করা যায় না। কেননা, 'উমরাতুল কাযা' হিজরী ৭ম সনে হইয়াছিল। তখন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) মুসলমান ছিলেন না, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হিজরী ৮ম সনে ফতহে মক্কার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহাই সহীহ ও মশহুর। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১২)

(২৯১২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ.

(২৯১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন, আমি মারওয়ার পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার মুবারক চুল কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছি। কিংবা আমি মারওয়ার উপর কাঁচি দিয়া তাঁহার মুবারক মাথার চুল ছাঁটা অবস্থায় দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ২৯১১ হাদীছের ব্যাখ্যা দষ্টব্য।

بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَالْقِرَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু' হজ্জ ও কিরান হজ্জ উভয়ই জায়িয হওয়ার বিবরণ

(২৯১৩) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.

(২৯১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে রওয়ানা হইলাম। আমরা যখন মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলাম তখন তিনি আমাদের হজ্জকে উমরায় পরিণত করার হুকুম দিলেন। অতঃপর তারবিয়ার দিন (যুল-হিজ্জা মাসের ৮ম তারিখ) আগত হইলে আমরা (পুনরায়) হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া মিনায় রওয়ানা হইলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ 'ইহরামের প্রকারভেদ' অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

نَصْرُخُ (উচ্চস্বরে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে শর্ত হইতেছে, এমন চিৎকার করিয়া পাঠ করিবে না যাহাতে নিজের বা অন্য কাহারও কষ্টের কারণ হয়। মহিলারা নিজের কানে শ্রবণ পরিমাণ স্বরে তালবিয়া পাঠ করিবে। কেননা, তাহাদের স্বর অনেক সময় ফিত্নার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পুরুষদের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা সকল আলিমের মতে মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৩)

(২৯১৪) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنهما قَالَا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا.

(২৯১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জা বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... জাবির ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তাহারা উভয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে মক্কা মুকাররমায় হাযির হইলাম।

(২৯১৫) حَدَّثَنِى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

(২৯১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর বাকরাভী (রহ.) তিনি ... আবূ নাযরা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে হাযির হইয়া বলিল, দুই মুত'আ সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ও ইবন যুবায়র (রাযিঃ)-এর মধ্যে মতপার্থক্য চলিতেছে। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা উহা করিয়াছি। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) আমাদেরকে উভয় হইতে নিষেধ করেন। ফলে আমরা উহা পুনরায় করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ (তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে দুই মুত'আ সম্পর্কে মতবিরোধ চলিতেছে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, অর্থাৎ মুত'আ বিবাহ এবং হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করিয়া তামাত্তু' করা সম্পর্কে। যাহা হউক তামাত্তু' হজ্জ তথা উমরা সম্পাদনের পর হজ্জ আদায় করা অনেক সাহাবায়ে কিরামের আমল রহিয়াছে। এই ব্যাপারে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। আর মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে ইনশা-আল্লাহু তা'আলা কিতাবুন নিকাহ-এর মধ্যে আসিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৩)

ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ (অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) উভয় কর্ম হইতে আমাদেরকে নিষেধ করেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইহা হযরত জাবির (রাযিঃ) নিজ ধারণার ভিত্তিতে বলিয়াছেন। অন্যথায় 'মুত'আ বিবাহ'

কুরআন মাজীদের নস-এর চাহিদার ভিত্তিতেই হারাম প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (তবে তাহাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখিলে। -সূরা আল-মুমিনূন ৬) এই আয়াতে স্থায়ী বিবাহিত স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত আর কাহারও সহিত সহবাস হালাল করা হয় নাই। মুত'আ (অস্থায়ী ভোগের) বিবাহ সর্বসম্মত মতে এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ বিবাহকে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই বিষয়টি সম্ভবত সকল সাহাবায়ে কিরামের কাছে পৌঁছে নাই বলিয়া হযরত উমর (রাযিঃ) নিষেধের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করিয়া দিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৩)

اختلافا فى المتعتين -এর ব্যাখ্যায় আল্লামা উবায় (রহ.)-এর অভিমত নকল করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় মাসয়ালাটি "হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করিয়া তামাত্তু' করা সম্পর্কে।" আর ইহা সেই বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই জন্যেই হযরত উমর (রাযিঃ) উহা হইতে নিষেধ করিতেন। (বিস্তারিত ২৮৩৭ ও ২৮০৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

(২৯১৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "بِمَ أَهْلَلْتَ" فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ "لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ".

(২৯১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) ইয়ামান হইতে আগমন করিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিয়্যতে ইহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহরামের অনুরূপ ইহরাম বাঁধিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার সঙ্গে হাদী না থাকিলে (উমরা করার পর) আমি হালাল হইয়া যাইতাম। (অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে হাদী আছে তাহারা আমার ন্যায় ইহরাম খুলিবে না)।

(২৯১৭) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ "لَحَلَلْتُ".

(২৯১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তাহারা ... সলীম বিন হায়্যান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী বাহয (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে لاحللت -এর স্থলে) لحللت (আমি হালাল হইয়া যাইতাম)।

(২৯১৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".

(২৯১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমরা ও হজ্জ উভয়ের ইহরাম বাঁধিয়া لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا۔ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(২৯১৯) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". وَقَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ".

(২৯১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا বলিতে শুনিয়াছি। আর রাবী হুমায়দ (রহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (আমি হাযির, হজ্জ ও ওমরার নিয়্যতে ইহরাম বাধিয়া)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় কারিন ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৩)

(২৯২০) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا".

(২৯২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। মরিয়ম পুত্র (হযরত ঈসা (আঃ)) নিশ্চয়ই রাওহা গিরিপথে হজ্জ কিংবা উমরা অথবা এতদুভয়ের তালবিয়া পাঠ করিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ (মরিয়ম পুত্র নিশ্চিত তালবিয়া পাঠ করিবেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা আখেরী যামানার হযরত ঈসা (আঃ) যমীনে অবতরণের পরে হইবে। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকার প্রমাণে نص (অধ্যাদেশ)।

بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ (রাওহা গিরিপথে)। فج শব্দটির ف বর্ণে যবর এবং ج বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহার অর্থ ফাঁক, ফাটল, গিরিপথ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, রাওহা গিরিপথটি মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাস্তা দিয়াই বদরের জিহাদে গিয়াছিলেন। তারপর ফতহে মক্কার বছর এবং বিদায় হজ্জের সময় মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। কেহ বলেন, রাওহা গিরিপথটি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। যেমন যুল-হুলায়ফার দূরত্ব ছয় মাইল। তবে 'রাওহা' মীকাত নহে। 'শরহুল উবাই' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا (অথবা উভয়ের ...)। ى বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ হযরত ঈসা (আঃ) উমরা এবং হজ্জের একসাথে ইহরাম বাঁধিয়া কিরান হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিবেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

(২৯২১) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ".

(২৯২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। (এই সনদে) তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম যাহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ।

(২৯২২) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ". بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

(২৯২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার কুদরতী হাতে আমার জান– উপর্যুক্ত রাবীদ্বয়ের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরার সংখ্যা ও সময়

(২৯২৩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رضى الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

(২৯২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করিয়াছেন এবং বিদায় হজ্জের সহিত পালনকৃত উমরা ব্যতীত সকল উমরাই যুল-কা'দা মাসে সম্পাদন করিয়াছেন। (এক) হুদায়বিয়া হইতে কিংবা হুদায়বিয়ার সময়কার পালনকৃত উমরা যুল-কা'দা মাসে (দুই) (হুদায়বিয়ার) পরবর্তী বছরে পালনকৃত উমরা যুল-কা'দা মাসে (তিন) জি'রানা হইতে পালনকৃত উমরা যুল-কা'দা মাসে যেই স্থানে হুনায়নের জিহাদে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বন্টন করা হইয়াছিল এবং (চার) বিদায় হজ্জের সহিত (কারিন হিসাবে) কৃত একটি উমরা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَرْبَعَ عُمَرٍ (চারবার উমরা ...)। عمر শব্দটির ع বর্ণে পেশ م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে عمرة -এর বহুবচন। عمرة -এর ع বর্ণে পেশ م বর্ণে পেশ ও সাকিনসহ عمرة-عمرة কিংবা ع বর্ণে যবর م বর্ণে সাকিনসহ العمرة পঠনে অভিধানে الزيادة (বৃদ্ধি, বাড়তি, আধিক্য, বেশী, অতিরিক্ত)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর কেহ বলেন, عمرة শব্দটি عمارة المسجد الحرام (মসজিদে হারামের বসতি) হইতে গঠিত। আর কেহ বলেন, عمرة -এর আভিধানিক অর্থ القصد الى مكان عامر (বসতিপূর্ণ স্থানের দিকে ইচ্ছা করা)।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) বলেন, হজ্জের অনুরূপ জীবনে একবার উমরা পালন করা ওয়াজিব। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اتموا الحج والعمرة لله (তোমরা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পরিপূর্ণভাবে পালন কর –সূরা বাকারা ১৯৬)।

তবে এই আয়াত দ্বারা উমরা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা, আয়াতে উমরা করা ওয়াজিব হওয়ার অধ্যাদেশ বর্ণিত হয় নাই। শুধু আয়াতে বলা হইয়াছে, উমরা আরম্ভ করিলে সমাপ্ত করা ওয়াজিব। আর এই

বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। মালেকীগণের প্রসিদ্ধ মতে অন্ততঃ একবার উমরা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যেমন হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هى قال لا وان تعتمر فهو افضل اخرجه الترمذى (হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ইহা কি ওয়াজিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। যদি কেহ উমরা পালন করে তাহা হইলে উহা উত্তম– তিরমিযী)।

'ইবন আবী শায়বা' গ্রন্থে আছে قال ابن مسعود الحجة فريضة والعمرة تطوع (ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হজ্জ ফরয এবং উমরা নফল)। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে জীবনে একবার উমরা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

'আল-ফাতহ' গ্রন্থকার (রহ.) উমরা সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়তসমূহ উল্লেখ করিয়া বলেন, উমরা ওয়াজিব কিংবা নফল উভয় দিকে রিওয়ায়ত রহিয়াছে কিন্তু কোন একটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন (রহ.)-এর আমল দ্বারা অত্যাবশ্যকভাবে সুন্নত বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমরা ইহাকে সুন্নতই বলিব। রদ্দুল মুখতার, -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

كُلُّهُنَّ فِى ذِى الْقَعْدَةِ (বিদায় হজ্জের সহিত কৃত উমরা ব্যতীত সকল উমরা যুল-কা'দা মাসে করেন)। তিনটি উমরা যুল-কা'দা মাসে এবং ৪র্থ উমরাটির ইহরাম যুল-কা'দা মাসে হইলেও যুল-হিজ্জা মাসে আদায় করেন। কাজেই বাক্যটির মর্ম হইবে, كلها فى ذى القعدة الا التى فى حجته كانت فى ذى الحجة (বিদায় হজ্জের সময়কার উমরা যাহা যুল-হিজ্জা মাসে আদায় করিয়াছিলেন উহা ছাড়া বাকী সকল উমরাই তিনি যুল-কা'দাহ মাসে পালন করিয়াছেন)।

একটি উমরা ব্যতীত সকল উমরা যুল-কা'দা মাসে পালনের কারণ হইতেছে এই মাসটি (আশহুরে হুরুম ও আশহুরে হজ্জ হওয়ার দরুণ) ফযীলতপূর্ণ। দ্বিতীয়ত জাহিলী যুগের লোকেরা আশহুরে হজ্জ (শাওয়াল, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা)-এ উমরা পালন করাকে জঘন্য পাপাচার বিশ্বাস করিত। তাহাদের ভ্রান্তবিশ্বাসের খন্ডনে যুল-কা'দা মাসে উমরা পালন করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ (হুদায়বিয়া হইতে কিংবা হুদায়বিয়ার সময়ের উমরা যুল-কা'দা মাসে)। কতক রাবী ইহাকে এই শব্দদ্বয়ে সন্দেহসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন, যদিও অর্থ একই। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সময়ের উমরা। এই উমরা করিতে যাইয়া বাধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ৬ষ্ঠ সনে যুল-কা'দা মাসে উমরা করার উদ্দেশ্যে যুল-হুলায়ফা হইতে ইহরাম বাঁধিয়া মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা করেন এবং হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছিবার পর মুশরিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উমরা করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিয়্যত করার কারণে উমরার ছাওয়াব লাভ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে উমরা হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, হুদায়বিয়া হইতেছে جدة এবং مكة -এর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত একটি কূপ। বর্তমানে ইহার নাম শুমাইস কূপ (بئر شميس)। মক্কা মুকাররমা হইতে হুদায়বিয়ার দূরত্ব তিন ফরসখ তথা ২৪ কিলোমিটার। (৮ কিলোমিটারে এক ফরসখ-আল-মুনজিদ ৫৭৬) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

عُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ (পরবর্তী বছরের উমরা যুল-কা'দা মাসে)। ইহা কাযা উমরা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বৎসর যেই উমরা করিতে পারেন নাই উহা হিজরী ৭ম সনে যুল-কা'দা মাসে কাযা আদায় করেন।

عُمْـرَةٌ مِنْ جِعْـرَانَةَ (জি'রানা হইতে উমরা)। جِعْـرَانَةَ শব্দটি দুইভাবে পঠিত। (এক) ج বর্ণে যের ع বর্ণে সাকিন ও ر বর্ণে তাশদীদ ছাড়া جِعْـرَانَةَ (জি'রানা), (দুই) ع বর্ণে যের ر বর্ণে তাশদীদসহ جِعِـرَّانَةَ (জিয়িররানা)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, জি'রানা স্থানটি তায়িফ এবং মক্কা মুকাররমার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তবে তুলনামূলক মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী। এই উমরাটি হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের পর যুল-কা'দা মাসে পালন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি হুনায়ন জিহাদে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বন্টন করিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪, হাশিয়ায়ে বুখারী ৪, ১ম ২৩৯)

عُمْـرَةٌ مَـعَ حَجَّـتِهِ (তাঁহার হজ্জের সহিত কৃত উমরা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ১০ম সনে যুল-কা'দা মাসে যুল-হুলায়ফা হইতে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধিয়া মক্কা মুকাররমায় রওয়ানা হন এবং যুল-হিজ্জা মাসে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া কিরান হজ্জের উমরা পালন করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

(২৯২৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ.

(২৯২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস(রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হজ্জ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, একবার হজ্জ করিয়াছেন এবং উমরা করিয়াছেন চারবার। ... হাদীছের পরবর্তী অংশ (উপর্যুক্ত হাদীছের রাবী) হাদ্দাব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً (তিনি বলিলেন, একবার হজ্জ করিয়াছেন) অর্থাৎ হিজরতের পর। আর হিজরতের পূর্বে বেশ কয়েকবার হজ্জব্রত পালন করিয়াছেন, ইহার আলোচনা পূর্বে গিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৪)

(২৯২৫) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ. قَالَ وَحَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.

(২৯২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কতবার জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, সতেরবার। রাবী বলেন, যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ) আমার নিকট আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশবার (স্বশরীরে উপস্থিত থাকিয়া) জিহাদ করিয়াছেন এবং তিনি (মদীনায়) হিজরতের পর একবার হজ্জ করিয়াছেন, উহা হইতেছে বিদায় হজ্জ। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) আরও বলেন, তিনি (হিজরতের পূর্বে) মক্কায় অবস্থানকালেও অপর একটি হজ্জ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَبِمَكَّةَ أُخْـرَى (আর তিনি মক্কায় অবস্থানকালেও অপর একটি হজ্জ করিয়াছিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাবী আবূ ইসহাক (রহ.)-এর এই বাক্য দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর একবার হজ্জ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া হিজরতের পূর্বেও তিনি একবার হজ্জ করিয়াছেন। হিজরতের পূর্বে একবার মাত্র হজ্জ করিয়াছেন কথাটি তাহার ধারণার ভিত্তিতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃভাবে তিনি হিজরতের পূর্বে বহুবার হজ্জ করিয়াছেন। এমনকি মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে কোন বৎসরই হজ্জ তরক করেন নাই; বরং তিনি প্রত্যেক বছর হজ্জ করিয়াছেন। এই বিষয়ে অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৫)

(২৯২৬) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَىْ أُمَّتَاهُ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ. قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لاَ وَلاَ نَعَمْ. سَكَتَ.

(২৯২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এবং ইবন উমর (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কক্ষে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম এবং হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হুজরার ভিতরে মিসওয়াক করিতেছিলেন আর আমরা তাঁহার মিসওয়াক করার শব্দ শ্রবণ করিতেছিলাম। রাবী বলেন, আমি (ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে) জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রজব মাসে উমরা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। (রাবী উরওয়া (রহ.) বলেন) আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম, হে আম্মাজান! আবূ আবদুর রহমান (রাযিঃ) কি বলিতেছেন, আপনি কি শ্রবণ করেন নাই? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি কী বলিতেছেন? (রাবি বলেন), আমি বলিলাম, তিনি বলিতেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে উমরা করিয়াছেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, আবূ আবদুর রহমানের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। আমার জীবনের কসম! তিনি রজব মাসে কখনও উমরা আদায় করেন নাই। আর তিনি যখনই উমরা আদায় করিয়াছেন অবশ্যই তিনি (আবূ আবদুর রহমান) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। (কাজেই তিনি কীভাবে ভুলিয়া গেলেন)। তিনি (উরওয়া রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি না-ও বলেন নাই এবং হ্যাঁ-ও বলেন নাই; বরং তিনি নীরব রহিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَىْ أُمَّتَاهُ (হে আম্মাজান!) أُمَّتَاهُ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ م বর্ণে তাশদীদসহ যবর। অতঃপর الف -এর পর পেশ বিশিষ্ট ه বর্ণ। ইহা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রিওয়ায়ত। আর বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে يا امّاه (হে আম্মা!) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অধিকাংশ রিওয়ায়তে ه বর্ণটি সাকিনসহ পঠিত। আবূ যার (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে الف ব্যতীত ه বর্ণে সাকিনসহ يا امّاه (হে আম্মা!) রহিয়াছে। ইহা বিশিষ্টতর অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, তিনি (আয়িশা (রাযিঃ) তাহার (উরওয়া (রহ.)-এর) খালা ছিলেন। আর ব্যাপক অর্থে তিনি উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৫)

يَغْفِرُ اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (আবূ আবদুর রহমানের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করুন।) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর সম্মানার্থে নাম উল্লেখ না করিয়া উপনাম (كنية) উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিয়া সেদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। -(ঐ)

إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ (তবে অবশ্যই তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন)। অর্থাৎ الا وان ابن عمر حاضر معه (তবে অবশ্যই আবূ আবদুর রহমান (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (সকল উমরায়) হাযির ছিলেন।) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এই কথাটি আবূ আবদুর রহমান (রাযিঃ)কে ভুলের সহিত সম্বন্ধ করণে অতিশয়োক্তি প্রকাশার্থে বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৫)

سَكَتَ (তিনি নীরব রহিলেন।) হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) নীরব থাকার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি তাঁহার কাছে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিংবা ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিংবা সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় জলীলুল কদর ঘনিষ্ঠ সাহাবী-এর কাছেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন কাজ অস্পষ্ট থাকিতে পারে এবং তাহারা ধারণায় পতিত হইতে পারেন কিংবা ভুলিয়া যাইতে পারেন। কেননা, তাহারা তো নিষ্পাপ নহেন। এই হাদীছ দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, কতক আলিম কতক আলিমের ভুল-ভ্রান্তি খন্ডনে উত্তম শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। বক্তার কথা শ্রবণের পর শ্রোতা যদি ভুল বলিয়া ধারণা করে তবে কোমল-ভদ্র আচরণের মাধ্যমে সঠিক তথ্যটি উন্মোচন করিয়া দিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৫)

(২৯২৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ أَلاَ تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

(২৯২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... মুজাহিদ (রহ.) হইতে,তিনি বলেন, আমি ও উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) মসজিদে প্রবেশ করিলাম। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হুজরার পাশে বসা ছিলেন আর লোকেরা মসজিদে চাশতের নামায আদায় করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে লোকদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা বিদ'আত। অতঃপর উরওয়া (রহ.) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা আদায় করিয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, চারবার। ইহার মধ্যে একটি রজব মাসে। আমরা তাহার কথা অসত্য মনে করা ও উহা খন্ডন করা পছন্দ করিলাম না। আমরা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হুজরার ভিতর হইতে তাঁহার মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন উরওয়া (রহ.) বলিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আবূ আবদুর রহমান কী বলিতেছেন, আপনি কি শ্রবণ করেন নি? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি কী বলিতেছেন? উরওয়া (রহ.) বলিলেন, তিনি বলিতেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা আদায় করিয়াছেন, ইহার মধ্যে একটি রজব মাসে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, আবূ আবদুর রহমানের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন উমরা করেন নাই যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে কখনও উমরা আদায় করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৯২৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِى رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযান মাসে উমরা পালনের ফযীলত-এর বিবরণ

(২৯২৮) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا". قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ "فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً".

(২৯২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বলিলেন, আমাদের সঙ্গে হজ্জ করিতে তোমার বাঁধা কিসের? ইবন আব্বাস (রাযিঃ) মহিলার নাম বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি। মহিলা বলিল, আমাদের শুধুমাত্র পানি বহনকারী দুইটি উট আছে। মহিলার ছেলের পিতা ও তাঁহার ছেলে (অর্থাৎ আমার স্বামী ও ছেলে) ইহার একটি উটে আরোহণ করিয়া হজ্জ করিতে গিয়াছেন। আর আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যাহার দ্বারা আমরা পানি বহন করিয়া থাকি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আচ্ছা, রমাযান মাস আগমন করিলে তখন উমরা করিয়া নিও। কেননা, রমাযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) মহিলার নাম বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি)। পরবর্তী হাদীছে রাবী হাবীবুল মু'আল্লিম (রহ.) আতা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মহিলার নাম উম্মু সিনান (রাযিঃ) বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ আতা (রহ.) হাদীছখানা ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করার সময় মহিলার নাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাবীবুল মু'আল্লিম (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করার সময় স্মরণ হইয়াছিল। তাই মহিলার নামসহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৬)

أَبُو وَلَدِهَا (মহিলার ছেলের পিতা)। তিনি হইলেন মহিলার স্বামী।

عَلَى نَاضِحٍ (একটি পানি বহনকারী উটের উপর ...)। نَاضِحٍ শব্দটির ض এবং ح বর্ণ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ بعير (উট)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, الناضح হইতেছে উট, বলদ কিংবা গাধা যাহার উপর পানি বহন করা হয়। কিন্তু এই স্থানে উট মর্ম। কেননা, আবূ দাউদ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে جمل (উট) শব্দ রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৬)

تَعْدِلُ حَجَّةً (একটি হজ্জের সমতুল্য)। হাফিয ইবন হাজার বলেন, আলোচ্য হাদীছের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটিকে জানাইয়া দিলেন রমাযান মাসের একটি উমরা ছাওয়াবের দিক দিয়া একটি হজ্জের সমান। ইহার এই মর্ম নহে যে, রমাযানের উমরাটি হজ্জের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, উমরা পালনের দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় হইবে না। ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইসহাক বিন ইবরাহীম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, আলোচ্য হাদীছের মর্ম সেই হাদীছের অনুরূপ যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে قل هو الله احد تعدل ثلث قران (সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করা কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমতুল্য) অর্থাৎ কুরআন মজীদের এক

তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমান ছাওয়াব। ইবনুজ জাওযী বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ওয়াক্তের মর্যাদার অনুপাতে আমলের ছাওয়াব বৃদ্ধি পায় যেমন খাঁটি নিয়্যত ও হুযূরে কলব-এর দ্বারা ছাওয়াব বৃদ্ধি পায়। -(ঐ)

ফায়দা ঃ ইতোপূর্বে (২৯২৩ নং হাদীছে) আলোচিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আশহুরে হজ্জের মধ্যে উমরা আদায় করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা রমাযান মাসের উমরার ফযীলত প্রমাণিত হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, রমাযানের উমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যান্য উম্মতের জন্য আফযল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন উহা তাঁহার হকে আফযল তথা অতি উত্তম ছিল। কেননা, তাঁহার কর্ম জায়িয বর্ণনার জন্য হইয়া থাকে। জাহিলী যুগের লোকেরা আশহুরে হজ্জে উমরা পালনকে জঘন্য পাপাচার বলিয়া ধারণা করিত। তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা রদ করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

'আল-হুদা' গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে এমন সকল ইবাদতে মাশগুল থাকিতেন যাহা উমরা হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অধিকন্তু উম্মতের উপর কষ্টকর হওয়ার আশংকা করিয়াছিলেন। তিনি যদি রমাযান মাসে উমরা পালন করিতেন তাহা হইলে লোকেরা উক্ত মাসে উমরা পালনে অধিক চেষ্টা করিত এবং রোযা ও উমরা একসাথে পালন করিলে কষ্টে পতিত হইতে হইত। আর কখনো তিনি স্বীয় পছন্দনীয় কোন আমলকে এই আশংকায় ছাড়িয়া দিতেন যে, উহা হয়তো নিজ উম্মতের জন্য ফরয করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহাদের জন্য আমল করা কষ্টকর হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৬)

(২৯২৯) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا". قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ زَوْجِهَا حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلاَمُنَا. قَالَ "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِي".

(২৯২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদা যাব্বী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সিনান নামে এক আনসারী মহিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের সঙ্গে হজ্জ করিতে তোমার বাঁধা কিসের? মহিলা বলিল, অমুকের পিতা তাহার স্বামীর দুইটি পানি বহনকারী উট রহিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে একটি নিয়া সে (আমার স্বামী) ও তাহার (আমার) ছেলে হজ্জে গিয়াছে। আর অপরটির সাহায্যে আমাদের গোলাম পানি বহন করিতেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আচ্ছা, রমাযান মাসের একটি উমরা ছওয়াবের দিক দিয়া একটি হজ্জের সমান কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গে কৃত একটি হজ্জের সমতুল্য। (কাজেই তুমি সুযোগ হইলে রমাযানে একটি উমরা করিয়া নিও)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلْدَةٍ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চ গিরিপথ দিয়া মক্কা মুকাররমা প্রবেশ, নিম্ন গিরিপথে প্রস্থান এবং যেই পথ দিয়া শহর হইতে বাহির হইবে উহার বিপরীত পথ দিয়া শহরে প্রবেশ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(২৯৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ

طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

(২৯৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনু নুমায়র (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরীকুশ্‌শাজারা (শাজারা পথ) দিয়া (মদীনা মুনাওয়ারা হইতে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হইয়া) বাহির হইতেন এবং তরীকুল মু'আররাস (মু'আররাস পথ) দিয়া (মদীনা মুনাওয়ারায়) প্রবেশ করিতেন। তিনি মক্কা মুকাররমায় প্রবেশকালে উচ্চ গিরিপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন এবং নীচুগিরিপথ দিয়া বাহির হইতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ (শাজারা পথ দিয়া)। আল্লামা মনযরী (রহ.) বলেন, ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। আল্লামা বকরী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ (মদীনা মুনাওয়ারার) বকী' হইতে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, মদীনা মুনাওয়ারা হইতে মক্কা মুকাররমার দিকে যাওয়ার পথে 'শাজারা' একটি প্রসিদ্ধ স্থান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা) যাওয়ার সময় এই স্থান দিয়া যুল-হুলায়ফা পৌঁছিতেন এবং তথায় রাত্রি যাপন করিতেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময়ও এই স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৭)

مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ (মু'আররাস পথ দিয়া)। مُعَرَّسِ শব্দটির ر বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জায়গা। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহা যুল-হুলায়ফা মসজিদের নিম্নভাগে অবস্থিত। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, 'শাজারা' ও 'মু'আররাস' উভয় স্থানই মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। তবে মু'আররাস তুলনামূলক নিকটে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৭)

مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا (উচ্চ গিরিপথ দিয়া) الثَّنِيَّةِ শব্দটির ث বর্ণে যবর, ن বর্ণ যের ي বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠিত। পাহাড়ের প্রতিটি দুর্গম পথ কিংবা উঁচু পাহাড়ের রাস্তার নাম ثنية (গিরিপথ)। -(ঐ)

مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى (নীচু গিরিপথ দিয়া ...)। মক্কা মুকাররমায় উঁচু গিরিপথ দিয়া প্রবেশ এবং নীচু গিরিপথ দিয়া বাহির হওয়ার তাৎপর্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর (হজ্জের) আহ্বান উঁচু স্থান হইতেই ছিল এবং নীচুপথে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ফলে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় উঁচু পথে প্রবেশ করাই উপযোগী এবং নীচু গিরিপথে প্রস্থান করা সঙ্গত। আর কেহ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতেন তখন উঁচু পথে প্রবেশ করিতেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৭)

(২৯৩১) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

(২৯৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী যুহায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে যে, 'বাতহা'-এর দিকের উঁচু পথ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ (বাতহা-এর দিকের উঁচু পথ)। শারেহ নওয়াভী বলেন, الْبَطْحَاءِ মাদসহ পঠিত ইহাকে 'আবতাহ'ও বলা হয়। যাহা মুহাস্‌সাব-এর পাশে অবস্থিত। এই গিরিপথটি 'মাকাবিরে মক্কা'-এর দিকে। -(ঐ)

(২৯৩২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

(২৯৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমায় গমন করিলেন তখন উঁচু রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিলেন এবং নীচু পথ দিয়া বাহির হইলেন।

(২৯৩৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

(২৯৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা মুকাররমার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত 'কাদা' পথ দিয়া প্রবেশ করেন। রাবী হিশাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা (উরওয়া) উভয় পথ দিয়াই প্রবেশ করিতেন। তবে অধিকাংশ সময় আমার পিতা 'কাদা' গিরিপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ (তবে অধিকাংশ সময় আমার পিতা 'কাদা' গিরিপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই كَدَاءٍ শব্দটির ک বর্ণে হরকত প্রদানে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কতকের মতে كَدَاءٍ শব্দটির ك বর্ণে যবর এবং মাদ্দ (দীর্ঘস্বর ধ্বনি)সহ পঠিত। ইহা হইতেছে الثنية التى باعلى مكة (মক্কা মুকাররমার উঁচু পাহাড়ের রাস্তা তথা উচ্চ গিরিপথ। আর কতকের মতে ك বর্ণে পেশ এবং মাদবিহীন كدا (কুদা) পঠিত। ইহা হইল اسفل مكة (মক্কা মুকাররমার নিম্ন ভূমি তথা নীচু গিরিপথ। (হিশামের পিতা) উরওয়া (রহ.) উঁচু ও নীচু উভয় গিরিপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন বটে। কিন্তু অধিকাংশ উঁচু গিরিপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৭)

باب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طَوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالاِغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের ইচ্ছা করিলে যু-তুয়া-তে রাত্রিযাপন এবং গোসল করিয়া দিনের বেলা প্রবেশ করা মুস্তাহাব

(২৯৩৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ. قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ.

(২৯৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত) যু-তুয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত রাত্রিযাপন করিতেন। অতঃপর

(দিনের বেলায়) মক্কা মুকাররমায় (উঁচু গিরিপথ দিয়া) প্রবেশ করিতেন। রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ (রাযিঃ)ও অনুরূপই করিতেন। রাবী ইবন সাঈদ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে) ফজরের নামায আদায় করিলেন। রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) (সন্দেহসহ) বলেন, অথবা তিনি (উবায়দুল্লাহ রহ.) বলিয়াছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে) সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ بَاتَ بِذِى طَوًى (তিনি যু-তুয়া-তে রাত্রিযাপন করেন)। طَوًى শব্দটির ط বর্ণে যবর, পেশ কিংবা যের দ্বারা পড়া যায়। 'যবর' দ্বারা পঠনই অধিকতর শুদ্ধ। কিন্তু পেশ দ্বারা পঠন অধিক ব্যবহৃত। ইহা হারম শরীফের অভ্যন্তরে মক্কা মুকাররমার একটি স্থান। কেহ বলেন, ইহা মদীনাবাসীগণের রাস্তায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত একটি কূপ-এর নাম -(মিরকাত)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, বর্তমানে ইহা بئر الزاهر (যাহির কূপ) নামে প্রসিদ্ধ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৭)

حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ (ভোর পর্যন্ত, অতঃপর মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন)। অর্থাৎ দিনের বেলায়। আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, দিনের বেলা মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা উত্তম যাহাতে দূর হইতে বায়তুল্লাহ শরীফ প্রত্যক্ষ করা যায়। অধিকন্তু স্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যু-তুয়াতে বিশ্রাম, গোসল ও পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে অবতরণ করিতেন। -(মিরকাত)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উমরাতুল জি'রানা' সময় ছাড়া আর কখনও রাত্রিতে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন নাই। তিনি শুধু জি'রানা হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া রাত্রিতে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন এবং উমরা-এর কার্যাদি সমাপ্ত করিয়া সেই রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করিয়া সকালে 'জি'রানা'-এ পৌঁছেন -(আসহাবে সুনান)। ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবাগণ দিনের বেলা মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতে এবং রাত্রি বেলা বাহির হইতে পছন্দ করিতেন। আতা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে মক্কা মুকাররমায় রাত্রিতে প্রবেশ করিতে পার। কারণ তোমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ নহে। তিনি ইমাম ছিলেন। ফলে তাঁহার জন্য দিনের বেলা প্রবেশ করা অধিকতর পছন্দনীয় ছিল যাহাতে লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যিনি অনুসরণযোগ্য ইমাম তাঁহার জন্য মক্কা মুকাররমায় দিনের বেলা প্রবেশ করা অধিকতর পছন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৭-১৮)

(২৯৩৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِى طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ.

(২৯৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) যু-তুয়া-এ ভোর পর্যন্ত রাত্রিযাপন না করিয়া মক্কা মুকাররমায় উপনীত হইতেন না। তিনি (তথায়) গোসল করিতেন, অতঃপর দিনের বেলায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতেন এবং উল্লেখ করিতেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাই করিতেন।

(২৯৩৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِى أَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِى طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى بُنِىَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

(২৯৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুসাইয়্যাবী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় আগমন করিলে প্রথমে যু-তুয়ায় অবতরণ করিতেন। সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন, অতঃপর ফজরের নামায আদায় করিতেন (পরে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নামাযের স্থানটি ছিল একটি শক্ত টিলার উপর, সেই স্থানে নির্মিত মসজিদে নহে; বরং ইহার নিম্ন দিকে অবস্থিত শক্ত টিলায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ (শক্ত টিলার উপর) অর্থাৎ غير رقيقة (হালকা নহে) أَكَمَةٍ শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত অর্থ تل (টিলা) কিংবা পাহাড় হইতে নীচু কিংবা আশে পাশের এলাকা হইতে উঁচু শক্ত স্থান। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৮)

الَّذِى بُنِىَ ثَمَّ (সেই স্থানে নির্মিত)। অর্থাৎ هناك (সেই স্থানে, ঐ স্থানে, তথায়)। -(ঐ)

(২৯৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنِى أَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِى بُنِىَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ الَّذِى بِطَرَفِ الأَكَمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّى مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صلى الله عليه وسلم.

(২৯৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুসাইয়্যাবী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ও পবিত্র কা'বার দিকে দীর্ঘ পাহাড়ে দুই প্রবেশ পথের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন। আর টিলার পাশে নির্মিত মসজিদটি তাঁহার বাঁ দিকে থাকিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের স্থান এই কালো টিলার নিম্নদেশে যাহা কালো টিলা হইতে দশ হাত কিংবা উহার চাইতে সামান্য কম-বেশী দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি নামায আদায় করেন দীর্ঘ পাহাড়ের দুই প্রবেশ পথ যাহা তাঁহার এবং কা'বার দিকে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর রহমত এবং সালাম বর্ষণ করুন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ (পাহাড়ের দুই প্রবেশ পথ)। الفرضة শব্দটির ف বর্ণে পেশ ر বর্ণে সাকিন অতঃপর ض দ্বারা পঠিত অর্থাৎ مدخل الطريق الى الجبل (পাহাড়ের দিকে প্রবেশ পথ)। কেহ বলেন, নদীর প্রবেশ পথকেও الفرضة বলা হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৮)

نَحْوَ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ ناحيتها (কা'বার দিকে)। ইহা طويل -এর সহিত متعلق (সম্পৃক্ত) কিংবা جبل এর ظرف (অধিকরণ) কিংবা الفرضة হইতে بدل (ব্যাখ্যা বিশেষ্য) হইয়াছে। -(ঐ)

يَسَارَ الْمَسْجِدِ বাক্যটি جعل -এর দ্বিতীয় مفعول (কর্মপদ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৮)

الَّذِى بِطَرَفِ الأَكَمَةِ (যাহা টিলার পাশে)। এই বাক্যটি হাদীছে উল্লিখিত দ্বিতীয় المسجد এর صفة (বিশেষণ পদ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৮)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ উমরার তাওয়াফ ও হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রমল করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(২৯৩৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

(২৯৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের প্রথম তাওয়াফে তিন চক্কর রমল এবং চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হাঁটিয়া তাওয়াফ করিতেন। তিনি সাফা-মারওয়ায় সাঈর সময় (এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থান) 'বাতনুল মাসীল'-এ দৌঁড়াইতেন। আর ইবন উমর (রাযিঃ)ও উহাই করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الطَّوَافَ الْأَوَّلَ (প্রথম তাওয়াফ)। অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া প্রথম তাওয়াফ চাই উহা উমরার তাওয়াফ হউক কিংবা হজ্জের তাওয়াফে কুদুম হউক। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রথম তাওয়াফে তিন চক্কর রমল করার হুকুমের মধ্যে মহিলাগণ সম্বোধিত নহে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, তাহাদের জন্য ইহা জটিল। কেননা, তাহারা রমলসহ তাওয়াফ করিলে তাহাদের বক্ষদেশ প্রকাশ হইয়া ওয়াজিব পর্দার ব্যাঘাত ঘটিবে।

خَبَّ শব্দটির خ বর্ণে যবর এবং ب বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। الخبب (অশ্বের কদমে চলন, ভঙ্গি করিয়া চলন, দুলকিচাল এবং দ্রুততা) অর্থে ব্যবহৃত। উহা হইল الرمل (রমল)। রমল হইতেছে, বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের শুধুমাত্র প্রথম তিন চক্কর লাফ মারিয়া দ্রুত ও তেজদৃপ্ত পায়ে ছোট ছোট পা ফেলিয়া কাঁধ হেলাইয়া বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক প্রদক্ষিণ করা। ইহা আমাদের (হানাফীগণের) মতে যেই সকল তাওয়াফের পর সাঈ রহিয়াছে সেই সকল তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করিতে হয়। আর যেই তাওয়াফে সাঈ নাই উহাতে রমল নাই। যেমন ইযতিবা (اضطباع) অর্থাৎ যেই তাওয়াফের পরে সাঈ আছে সেই তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে 'ইযতিবা' করিতে হয় (বিস্তারিত ২৮৪০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। 'বাদাঈ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। যদি কেহ ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলে প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করা ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে বাকী (চার) চক্করে রমল করিবে না। কেননা, শেষের চার চক্করে 'রমল' না করা সুন্নত। যদি শেষের চার চক্করে 'রমল' করে তবে দুইটি সুন্নত তরক হইবে। কাজেই দুইটির চাইতে একটি তরক করা অবস্থায় থাকাই শ্রেয়। আর যদি কেহ সকল চক্করে 'রমল' করে তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। তবে সুন্নতের খেলাফ করার কারণে মাকরূহে তানযিহী হইবে। 'আল বাহর' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। উলামাগণের সর্বসম্মত মতে মহিলাদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে 'রমল' করা শরীয়ত সম্মত নহে। যেমন তাহাদের জন্য সাফা-মারওয়ার সাঈ-এর মধ্যে 'বাতনুল মাসীল' দৌঁড়ানো শরীআত সম্মত নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৮)

يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ (বাতনুল মাসীল-এ দৌঁড়াইতেন)। بطن অর্থ পেট, ভিতর, অভ্যন্তর, মধ্য ইত্যাদি এবং مسيل অর্থ স্রোত, পানির ধারা, নদী, স্রোতস্বিনী। بطن المسيل অর্থাৎ পানির ধারা জমায়েত হওয়ার স্থান। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ইহা সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানের নাম। বর্তমানে উহার চিহ্নস্বরূপ সবুজ

রঙ্গের বাতি দ্বারা মাইলফলক দেওয়া আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সকলের ঐকমত্যে মুস্তাহাব। অর্থাৎ সাফা-মারওয়ায় সাঈ-এর সময় 'বাতনুল মাসীল' স্থানটুকু দৌড়াইয়া চলা পুরুষদের জন্য মুস্তাহাব (মহিলাদের জন্য নহে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩১৮-১৯)

(২৯৩৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(২৯৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া প্রথমে যখন হজ্জ কিংবা উমরার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিতেন তখন তিনি (প্রথম) তিন চক্করে রমল করিতেন এবং (বাকী) চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে (হাঁটিয়া তাওয়াফ) সমাপ্ত করিতেন। অতঃপর দুই রাকাআত নামায আদায় করিতেন। তারপর সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ (তিনি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফে তিন চক্করে রমল করিতেন)। ইহা দ্বারা 'রমল' মর্ম। رمل কে রূপকভাবে سعى নামে নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা رمل মূলতঃ السعى (চেষ্টা, ধাবন, উদ্যোগ, দৌড়)-এর আসল অর্থ الاسراع (দৌড়ান, দ্রুতগতি)-এর সহিত শরীক রহিয়াছে। যদিও এতদুভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩১৯)

ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ (অতঃপর দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন)। سَجْدَتَيْنِ (দুই সাজদা) দ্বারা দুই রাকাআত মর্ম। এই দুই রাকাআত আমাদের (হানাফীগণের) সহীহ মতে ওয়াজিব। কেহ সুন্নত বলেন। -(ঐ)

ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (অতঃপর সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফ এবং সাঈ-এর মধ্যে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব। সাফা-মারওয়ায় সাঈ-এর পূর্বে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ শর্ত। যদি কেহ তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করে তাহা হইলে তাহার সাঈ সহীহ হইবে না। ইহা হানাফীগণের এবং জমহুরে উলামার অভিমত। ইহাতে কতক সালাফ বিপরীত মত পোষণ করেন যাহা যঈফ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩১৯)

(২৯৪০) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

(২৯৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া প্রথম তাওয়াফ আরম্ভ করার সময় হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করিয়া (তাওয়াফের) সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করিতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ (যখন হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করিতেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফের প্রারম্ভে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেওয়া মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ২৮৪০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(ঐ)

(২৯৪১) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

(২৯৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবান আল-জু'ফী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ হইতে (তাওয়াফ) আরম্ভ করিয়া হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত (পূর্ণ) তিন চক্কর 'রমল' (দ্রুত গতিতে) এবং (বাকী) চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া সম্পন্ন করিতেন।

(২৯৪২) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ.

(২৯৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) হাজারে আসওয়াদ হইতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত (প্রথম তিন চক্কর) 'রমল' করিয়া তাওয়াফ করিয়াছেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করিয়াছেন।

(২৯৪৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.

(২৯৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি হাজারে আসওয়াদ হইতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্কর 'রমল' করিয়াছেন।

(২৯৪৪) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(২৯৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাওয়াফের সময়) হাজারে আসওয়াদ হইতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত (প্রথম) তিন চক্করে (পূর্ণ প্রদক্ষিণ স্থলে) রমল করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ (হাজারে আসওয়াদ হইতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ হইতে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়া হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ স্থলে 'রমল' করিয়া তিন চক্কর আদায় করা শরীআতের বিধান। তবে আগত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত (২৯৪৯ নং) হাদীছ যে, قال وامرهم النبى صلى الله عليه وسلم ان يرملوا

ثلاثة اشواط ويمشوا ما بين الركنين (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, তাঁহারা যেন (তাওয়াফের প্রথম) তিন চক্কর 'রমল' করার সময় হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যস্থল স্বাভাবিক গতিতে চলে)। এই হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কেননা, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ ফতহে মক্কার পূর্বে হিজরী ৭ম সনে উমরাতুল কাযা-এর সময়ে ছিল। তখন মুসলমানগণ জ্বরের কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দিকে মুশরিকরা ইহা অবগত হইয়া বলাবলি করিতেছিল যে, মুসলমানরা অসুস্থতার দরুণ ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহারা মুসলমানদের অবস্থা অবলোকন করার জন্য হাজারে আসওয়াদের পাশে হাতীমে কা'বা-এ বসিয়াছিল। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দৃষ্টি আওতাভুক্ত স্থানে 'রমল' করিতে এবং দৃষ্টির অন্তরালে তথা রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে হাজার স্থানে স্বাভাবিক চলিয়া চক্কর দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। কেননা, তাওয়াফে 'রমল' করার উদ্দেশ্যই হইতেছে অমুসলিমের সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করা। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ১০ম সনে বিদায় হজ্জের সময় হাজারে আসওয়াদ হইতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রথম তিন চক্করে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ স্থলে 'রমল' করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সর্বশেষ আমল। ইহা আমাদের গ্রহণ করা জরুরী। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৯)

(২৯৪৫) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هٰذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْىَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ . قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ . قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا . قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هٰذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْىُ وَالسَّعْىُ أَفْضَلُ.

(২৯৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফে (প্রথম) তিন চক্করে রমল এবং (বাকী) চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চলা কি আপনার মতে সুন্নত? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো ইহাকে সুন্নত বলিয়া মনে করেন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, তাহারা সত্য বলিয়াছে এবং অসত্যও বলিয়াছে। রাবী বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহারা সত্য বলিয়াছে এবং অসত্য বলিয়াছে"– ইহার মর্ম কি? তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরী ৭ম সনে) মক্কা মুকাররমায় গমন করিলে মুশরিকরা বলিল, নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সাহাবীগণ শারীরিক দুর্বলতার কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ করিত। রাবী বলেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাগণকে (তাওয়াফের প্রথম) তিন চক্করে 'রমল' এবং (বাকী) চার চক্করে স্বাভাবিক

হাঁটিয়া (বায়তুল্লাহ) প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দেন। আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সাফা-মারওয়ার মধ্যে বাহনে আরোহণ করিয়া সাঈ করা কি সুন্নত? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহাকে সুন্নত বলিয়া মনে করে। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, তাহারা সত্য বলিয়াছে এবং অযথার্থ বলিয়াছে। রাবী (আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনার কথা, 'সত্য বলিয়াছে এবং অযথার্থ বলিয়াছে'– এর মর্ম কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলে তাঁহার কাছে অনেক লোকের সমাগম হয়। এমনকি যুবতী মেয়েরাও তাঁহাকে (এক নজর দেখার জন্য) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। আর বলিতে থাকে, ইনি মুহাম্মদ! ইনি মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনের লোকদের সরানো সম্ভব হইল না। অধিকন্তু আরও লোকের যখন সমাগম হইতে থাকিল তখন তিনি বাহনে (উষ্ট্রীতে) আরোহণ করিয়া সাঈ করেন। তবে (প্রয়োজন না হইলে) পদব্রজে সাঈ করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صَدَقُوا وَكَذَبُوا (তাহারা সত্য বলিয়াছে এবং অসত্যও বলিয়াছে)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিতে চাহিয়াছেন যে, আমার সম্প্রদায় যে সুন্নত মনে করেন ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে। (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ ও সাঈ-তে অনুরূপ করিয়াছেন। ফলে তাহারা সুন্নত মনে করার ক্ষেত্রে সত্য বলিয়াছে। (দুই) তিনি তাওয়াফে রমল এবং সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়া সাঈ করার দ্বারা শরীয়াতের বিধান প্রবর্তন এবং লোকেরা উহা অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে করেন নাই; বরং তিনি জরুরত ও মুশরিকদের অপবাদ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিলেন। এই দিকের বিবেচনা অনুসরণীয় সুন্নত নহে। ফলে তাহারা অযথার্থ বলিয়াছে।

আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তাহাদের অভিমতকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, كَذَبُوا (তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে)। অন্যথায় তাঁহার জন্য أخطأو (তাহারা ভুল বলিয়াছে) বলাই যথেষ্ট ছিল। শারেহ নওয়াভী বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মতে তাওয়াফের মধ্যে 'রমল' করা কাংক্ষিত সুন্নত (سنة مقصودة) নহে। তাঁর মতে তিনি একক। তিনি ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং পরবর্তী সকল উলামায়ে ইযামের মতে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত। যেই ব্যক্তি ইহা তরক করিল সে একটি সুন্নত তরক করিল এবং ইহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত হইল। তবে তাওয়াফ সহীহ হইবে এবং তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে না।

জমহুরে উলামার দলীল ঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم رمل فى حجة الوداع فى الطواف الثلاث الاول ومشى فى الاربع ثم قال بعد ذلك لتأخذوا مناسككم عنى (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় বায়তুল্লাহ তাওয়াফের (সাত চক্করের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করেন এবং (বাকী) চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া (এক তাওয়াফ) আদায় করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের আহকাম আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৯)

مِنَ الْهُزَالِ (দুর্বল হওয়ার কারণে, শীর্ণকায় হওয়ার কারণে)। الْهُزِلِ শব্দটি অধিকাংশ নুসখায় ه বর্ণে পেশ ز বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) স্বীয় 'আল-মাশারিক' গ্রন্থে এবং 'আল মাতালি' গ্রন্থকার কতক হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়া উভয়ই বলেন, ইহা তাহাদের ধারণা। সঠিক হইতেছে الْهُزَالِ তথা ه বর্ণে পেশ এবং অতিরিক্ত الف সংযোজনে পঠিত। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, প্রথম পদ্ধতিতে ه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনেও একটি দিক রহিয়াছে। কেননা الهزل শব্দটি ه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে مصدر (ক্রিয়ামূল) هزلته هزلا যেমন ضربته ضربا কাজেই উহ্য বাক্যটি হইবে لا يستطيعون يطوفون لان الله تعالى هزلهم (তাহারা

তাওয়াফ করার ক্ষমতা রাখে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছেন)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩১৯-২০)

صَدَقُوا وَكَذَبُوا (তাহারা সত্য বলিয়াছে এবং অসত্য বলিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হইয়া সাঈ করিয়াছেন এই কথাটি তাহারা সত্য বলিয়াছে। কিন্তু সওয়ার হইয়া সাঈ করা উত্তম। এই কথাটি তাহারা অসত্য বলিয়াছে। কেননা, পদব্রজে সাঈ করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযরের কারণে বাহনে আরোহণ করিয়া সাঈ করিয়াছিলেন। ইহাই ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন। আর এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা জায়িয, তবে পদব্রজে সাঈ করা উত্তম। কিন্তু ওযর থাকিলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০)

حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (এমনকি যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত (তাহাকে এক নজর দেখার জন্য) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে)। عواتق শব্দটি عاتق (মুক্ত) এর বহুবচন। ইহা হইল البكر البالغة (সাবালিকা যুবতী) কিংবা المقاربة للبلوغ (সাবালিকার নৈকট্যশীলা যুবতী)। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, বিবাহিতা তরুণীকে عاتقة বলে। কেননা, তাহারা পিতামাতার খিদমত করা হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং অপ্রাপ্তা বালিকাদের গতানুগতিকতা, অপচয় ইত্যাদি কর্মকান্ড হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০)

(২৯৪৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ. وَلَمْ يَقُلْ يَحْسُدُونَهُ.

(২৯৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জুরায়রী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা হিংসুক সম্প্রদায় ছিল। আর তিনি يَحْسُدُونَهُ (তাহারা তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ করিত) বলেন নাই।

(২৯৪৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ. قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

(২৯৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলাম, আপনার সম্প্রদায় মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ-এর মধ্যে 'রমল' করিয়াছেন। আর ইহা সুন্নত। তিনি (ইবন আব্বাস (রাযিঃ)) বলিলেন, তাহারা সত্য বলিয়াছে এবং অসত্যও বলিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৯৪৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৯৪৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَبْجَرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَصِفْهُ لِي. قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلاَ يُكْهَرُونَ.

মুসলিম ফর্মা -১২-৯/২

(২৯৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলাম, আমার মনে হইতেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি আমার কাছে তাঁহার বিবরণ দাও। তিনি (আবূ তুফায়ল রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি তাঁহাকে মারওয়া (পাহাড়)-এর কাছে একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার চারি পার্শ্বে লোকজনের ভীড় ছিল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) বলিলেন, হ্যাঁ। ইনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, সাহাবাগণকে তাঁহার পার্শ্ব হইতে সরানো হইত না এবং তাঁহাদেরকে ধমকও দেওয়া হইত না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أُرَانِي (আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) হইতে তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলাম, আমার মনে হইতেছে যে, ...)। আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) হইলেন আমর বিন ওয়াছিলা আল-লাইছী (রাযিঃ)। তিনি উহুদের বছর জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম (রহ.) বলেন, আবুত-তুফায়ল হিজরী ১০০ সনে ইন্তিকাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন। ওহাব বিন জরীর (রহ.) স্বীয় পিতা জরীর বিন হাযিম (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলেন, জরীর বিন হাযিম (রহ.) বলেন, আমি হিজরী ১২০ সনে মক্কা মুকাররমায় ছিলাম। তখন একটি জানাযা দেখিলাম। আমি জানাযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন লোকেরা বলিল, ইহা আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) (-এর শবদেহ)। 'ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, আল্লামা ইবনুল বারকী (রহ.) বলেন, তিনি হিজরী ১০২ সনে ইন্তিকাল করেন। আল্লামা ইবনুস সকন (রহ.) বলেন, আবূ তুফায়ল (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাতে ধন্য হইয়াছিলেন। ইহা বিভিন্ন রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রুত কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০)

لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ (তাঁহার কাছ হইতে সরানো হইত না)। لَا يُدَعُّونَ শব্দটি ى বর্ণে পেশ د বর্ণে যবর এবং ع বর্ণে তাশদীদসহ পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ لَا يُدفعونَ عَنْهُ (তাঁহার কাছ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত না)। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (যেই দিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মারিয়া নিয়া যাওয়া হইবে –সূরা তূর ১৩) এবং অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (সে সেই ব্যক্তি যে এতীমকে গলায় ধাক্কা দেয় –সূরা মাউন ২)

وَلَا يُكْهَرُونَ (এবং তাঁহাদেরকে ধমকও দেওয়া হইত না)। সহীহ মুসলিম শরীফের কতক নুসখায় يكرهون বর্ণিত আছে। ইহা اكراه (বল প্রয়োগ, জবরদস্তি) হইতে। আর কতক নুসখায় يكهرون অর্থাৎ ه বর্ণটি ر বর্ণের পূর্বে স্থাপনে পঠিত كهر হইতে, ইহার অর্থ انتهار (ধমক, বিতাড়ন, ভর্ৎসনা, তিরস্কার)। কাযী ইয়ায (রহ.)-এর মতে ইহাই অধিক শুদ্ধ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০)

بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় দুই (শামী) রুকন ব্যতীত দুই ইয়ামানী রুকনে স্পর্শ ও চুম্বন করা মুস্তাহাব

(২৯৪৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ

وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

(২৯৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ মক্কা মুকাররমায় (হিজরী ৭ম সনে কাযা উমরা আদায়ের জন্য) পৌঁছিলেন। ইয়াছরাব (মদীনা মুনাওয়ারা)-এর জ্বর সাহাবাগণকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। মুশরিকরা (পরস্পর) বলিল, আগামীকাল তোমাদের এইখানে একদল লোক আগমন করিবে যাহাদেরকে জ্বরে দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং ইহাতে তাহারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। মুশরিকরা (মুসলমানগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য) হাজারে আসওয়াদের সংলগ্ন হাতীমে কা'বা-এ বসিয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন, তাহারা যেন (তাওয়াফের প্রথম) তিন চক্কর 'রমল' করার সময় হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যস্থল (মুশরিকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকায়) স্বাভাবিক গতিতে চলে– যাহাতে মুশরিকদেরকে তাহাদের বীরত্ব প্রদর্শন করানো যায়। মুশরিকরা (পরস্পর) বলিল, তোমরা তো তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করিয়াছিলে যে, জ্বরের কারণে তাহারা দুর্বল হইয়া গিয়াছে অথচ এখন তো দেখা যাইতেছে যে, তাহারা বেশ শক্তিশালী। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবাগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সকল চক্করে 'রমল' করিতে নির্দেশ দেন নাই।

<u>ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ</u> ঃ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ (ইয়াছরাবের জ্বর তাহাদেরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল)। وَهَنَتْهُمْ শব্দটির ه বর্ণে তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ পঠনে অর্থ اضعفتهم (তাহাদেরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে)। জাহিলী যুগে মদীনা মুনাওয়ারার নাম ইয়াছরাব (يثرب) ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারাকে 'ইয়াছরাব' বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) মুশরিকদের কথা নকল করার ক্ষেত্রে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০)

ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ (তিন চক্কর)। أَشْوَاطٍ শব্দটি همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে شوط -এর বহুবচন। شوط এর ش বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ (বার, রাউন্ড, দফা, দূরত্ব, দৌড়) বাহাদুরের ন্যায় একবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছা। এই স্থানে পবিত্র কা'বা ঘরের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০)

وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ অর্থাৎ اليمانيين (দুই ইয়ামানী রুকন তথা হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যস্থল স্বাভাবিক গতিতে চলে)। ইহা হিজরী ৭ম সনে কাযা উমরা আদায়ের সময়ের ঘটনা। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় (বায়তুল্লাহ তাওয়াফে প্রথম তিন চক্কর) হাজারে আসওয়াদ হইতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত 'রমল' করিয়াছেন। সর্বশেষ আমলই উম্মতের জন্য অনুকরণীয়। (সুতরাং আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রুকনে হাজার ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যস্থল স্বাভাবিক গতিতে চলার হুকুম বিদায় হজ্জের হাদীছ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২০-৩২১)

لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ (যাহাতে মুশরিকদেরকে তাহাদের বীরত্ব প্রদর্শন করানো যায়)। جَلَدَهُمْ শব্দটি ج এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ قوتهم (তাহাদের বীরত্ব, শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাফিরদের সামনে শক্তি প্রদর্শন জায়িয আছে। -(ফত: মুল: ৩ঃ৩২১)

إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (তবে তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ...)। الْإِبْقَاءُ শব্দটির همزه বর্ণে যের ب বর্ণে সাকিন এবং শেষে মাদ্দসহ ق বর্ণে পঠিত। অর্থাৎ الرفق بهم والاشفاق عليهم (তাহাদের সহিত সদয় আচরণে

এবং তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া)। বাক্যটির অর্থ لم يمنعه من امرهم بالرمل في جميع الطوفات الا الرفق بهم (তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাওয়াফের সকল চক্করে রমল করিতে তিনি নির্দেশ দেন নাই)। অসুস্থতার দুর্বলতা হেতু তাঁহারা যাহাতে আরও ক্লান্ত হইয়া না পড়ে। -(ঐ)

(২৯৫০) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

(২৯৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, ইবন আবূ উমর ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া রমলসহ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিয়াছেন যাহাতে তিনি মুশরিকদেরকে স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য দ্রুত পদক্ষেপে ...)। এই স্থানে سعى দ্বারা দ্রুত হাঁটা মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২১)

(২৯৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

(২৯৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহ শরীফের দুই ইয়ামানী কোণ (রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে হাজার) ব্যতীত অন্য কোন স্থান (তথা শামী দুই রুকন-এ) স্পর্শ করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই।

(২৯৫২) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.

(২৯৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের রুকনে আসওয়াদ এবং তৎসংলগ্ন রুকন যাহা জুমাহী সম্প্রদায়ের বসতির দিকে অবস্থিত উহা (রুকনে ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করিতেন না।

(২৯৫৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ .

(২৯৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিঃ) হইতে, তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করিতেন না।

(২৯৫৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ.

(২৯৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি এই দুই রুকন তথা রুকনুল ইয়ামানী ও রুকনুল হাজার স্পর্শ করা ছাড়ি নাই– যখন হইতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতদুভয় স্পর্শ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাতে কষ্টকর হউক কিংবা ভীড় হউক, সকল অবস্থায় (স্পর্শ করিতেছি)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ لَا رَخَاءٍ (সহজ না হউক) অর্থাৎ زحام (ভীড় বা গাদাগাদি হউক)। -(ঐ)

(২৯৫৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.

(২৯৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে হাজারে আসওয়াদে স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া উহা চুম্বন করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং বলিয়াছেন, আমি যেই দিন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা (চুম্বন করিতে) প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই দিন হইতে উহা কখনও পরিত্যাগ করি নাই।

(২৯৫৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

(২৯৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবুত-তুফায়ল বাকরী (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনে ইয়ামানী (তথা রুকনে ইয়ামানী ও তৎসংলগ্ন রুকনুল হাজার) ব্যতীত অন্য কোন রুকনকে স্পর্শ করিতে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই।

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব

(২৯৫৭) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ.

(২৯৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তাহারা ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হাজারে আসওয়াদকে চুমু দিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুমু দিতে প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। রাবী হারূন (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, আমর (রহ.) বলেন, আমার নিকট যায়েদ বিন আসলাম (রহ.) স্বীয় পিতা আসলাম (রহ.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৯৫৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ.

(২৯৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দমী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রাযিঃ) হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে চুম্বন করিয়াছি বটে তবে নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ফায়দা ঃ

সুন্নতের উপর আমলের ক্ষেত্রে যুক্তির কোন দখল নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

(২৯৫৯) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الأَصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللهِ إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ.

(২৯৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন হিশাম, মুকাদ্দামী, আবূ কামিল ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি 'আসলা' (টাকওয়ালা) তথা উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করিতে দেখিয়াছি এবং তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে চুম্বন করিতেছি। অথচ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কাহারও ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখ না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করিতে প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। রাবী মুকাদ্দামী ও আবূ কামিল (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে "আমি উসাইলি' (ছোট টেকো)কে দেখিয়াছি।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَأَيْتُ الأَصْلَعَ (আমি আসলা' (টেকো)কে দেখিয়াছি।) অর্থাৎ হযরত উমর (রাযিঃ)কে। الأَصْلَعَ সেই লোককে বলা হয় যাহার মাথার সামনের দিকে চুল উধাও হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ টেকো। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তিকে তাহার সেই উপনামে আহ্বান করাতে ক্ষতি নাই যেই উপনামটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে অপছন্দনীয় নহে। যদিও তাহাকে ছাড়া অন্যের নিকট অনুরূপ উপনাম অপছন্দনীয় হয়। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩২২)

وَأَنَّكَ لَاتَضُرُّ وَلَاتَنْفَعُ (নিশ্চয় তুমি কাহারও ক্ষতি কিংবা উপকার করিতে সক্ষম নহে)। অর্থাৎ بذاته (সে নিজে কাহারও ক্ষতি কিংবা উপকার করিতে সক্ষম নহে)। যদিও শরয়ী হুকুম পালনের কারণে ইহাতে প্রতিদান ও ছাওয়াব লাভের মাধ্যমে উপকার রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সে নিজে কাহারও উপকার কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। কেননা, উহা সৃষ্ট পাথর। যেমন অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু নিজে কাহারও ক্ষতি কিংবা উপকার করিতে সক্ষম নহে। -(ঐ)

(২৯৬০) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ.

(২৯৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... 'আবিস বিন রাবী'আ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রাযিঃ)কে হাজারে আসওয়াদে চুমা দিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি অবশ্যই তোমায় চুমা দিতেছি এবং আমি অধিকতর জ্ঞাত যে, তুমি অবশ্যই একটি (সৃষ্ট) পাথর। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করিতে প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।

(২৯৬১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا.

(২৯৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সুয়ায়দ বিন গাফালা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রাযিঃ)কে হাজারে আসওয়াদে চুমা দিতে এবং উহাকে জড়াইয়া ধরিতে দেখিয়াছি। আর তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমার প্রতি সাদরে "অভ্যর্থনাকারী রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِكَ حَفِيًّا (তোমার প্রতি সাদরে অভ্যর্থনাকারী রূপে দেখিয়াছি) অর্থাৎ معتنيا (যত্নবান, মনোযোগী, আগ্রহী)। حفيا -এর বহুবচন احفياء -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৩)

(২৯৬২) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا. وَلَمْ يَقُلْ وَالْتَزَمَهُ.

(২৯৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তিনি (সুফয়ান (রহ.)) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, কিন্তু আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার প্রতি সাদরে অভ্যর্থনাকারী রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে তিনি وَالْتَزَمَهُ (আর উহাকে জড়াইয়া ধরিতে দেখিয়াছি) কথাটি বলেন নাই।

بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ উট ও অন্যান্য বাহনে আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য ছড়ি প্রভৃতির দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা জায়িয

(২৯৬৩) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

(২৯৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় উটের উপর আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেন এবং ছড়ির দ্বারা রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করেন।

(২৯৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

(২৯৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেন এবং তাঁহার ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদে স্পর্শ করেন যাহাতে সাহাবীগণ তাঁহাকে (হজ্জের পদ্ধতি শিক্ষার জন্য) দেখিতে পায়। তিনি উঁচুতে থাকেন যেন তাহারা তাঁহাকে (হজ্জের মাসায়িল) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কেননা, সাহাবীগণ তাঁহার চতুর্পার্শ্বে ভীড় করিয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى رَاحِلَتِهِ (তাঁহার সওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় ...) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকার কারণে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিয়াছেন। সুনানু আবী দাউদ শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নিম্নোক্ত শব্দে হাদীছ বর্ণিত আছে ঃ قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشكى فطاف على راحلته (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলেন। তাই তিনি স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেন। আর সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য হযরত জাবির (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আছে ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহী অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেন যাহাতে সাহাবীগণ (হজ্জের পদ্ধতি) অবলোকন করিতে পারেন এবং তাহারা (প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়িল) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন)। এতদুভয় কারণেই হয়তো তিনি তাহা করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ওযর ব্যতীত সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা জায়িয বলিয়া প্রমাণ করে না। ফকীহগণ বলেন, ইহা দ্বারা মাকরূহে তানযিহীসহ জায়িয প্রমাণিত হয়। তবে পদব্রজে পবিত্র কা'বাগৃহ তাওয়াফ করাই উত্তম। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে হজ্জের আহকাম শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ

করিয়া তাওয়াফ করিয়াছিলেন। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা তাঁহার জন্য খাস। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রটি অলৌকিকভাবে পেশাব-পায়খানা করা হইতে নিরাপদ ছিল। কাজেই অন্যদেরকে তাঁহার সহিত কিয়াস করা যায় না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৩)

يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ (তাঁহার ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেন)। المحجن শব্দটি م বর্ণে যের ح বর্ণে সাকিন এবং ج বর্ণে যবর অতঃপর ن বর্ণে পঠিত। ইহার অর্থ মাথাবাঁকা লাঠি, ছড়ি। আর الحجن অর্থ বাঁকানো, বক্র। হাদীছের অর্থ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ছড়ি দ্বারা রুকন (হাজারে আসওয়াদ)-এর দিকে এমনভাবে ইশারা করিলেন যে, ছড়ির এক পার্শ্ব উহাতে স্পর্শ করিয়াছে। আল্লামা ইবনুত তীন (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পবিত্র কা'বাগৃহের অতি নিকট দিয়া তাওয়াফ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকিলে বাহনে আরোহণ করিয়া তাওয়াফকারীর জন্য পবিত্র কা'বা ঘরের দূরবর্তী স্থান দিয়া তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। সম্ভবতঃ কাহারও কষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকায় কা'বা গৃহের অতি নিকট দিয়া তাওয়াফ করিয়াছিলেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আশংকামুক্ত সময় নিকটবর্তী হইয়া ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন আর যেই চক্করে আশংকাযুক্ত হইয়াছে সেই স্থানে শুধু ইশারা করিয়াছেন। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৩)

فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ (কেননা তিনি সাহাবীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন)। অর্থাৎ ازدحموا عليه (তাঁহার কাছে সাহাবাগণের ভীড় ছিল)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৪)

(২৯৬৫) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ.

(২৯৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবুয যুবায়র (রহ.) জানান, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়াছেন। যাহাতে সাহাবীগণ (হজ্জের পদ্ধতি অবলোকনে) তাঁহাকে দেখিতে পান। তিনি সকলের উঁচুতে থাকেন এবং তাঁহারা (হজ্জের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা) তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কেননা, সাহাবীগণ তাঁহাকে (চতুর্পার্শ্বে) বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাবী ইবন খাশরম (রহ.) শুধু "তাঁহারা যেন (হজ্জের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা) তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(২৯৬৬) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

(২৯৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা কানতারী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া পবিত্র কা'বা-এর চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করেন এবং (ছড়ির সাহায্যে)

রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করেন। কেননা, সাহাবীগণকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দেওয়া অপছন্দ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ (কেননা, সাহাবীগণকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দেওয়া অপছন্দ করিতেন।) يُضْرَبَ শব্দটি অধিকাংশ নুসখায় ض এবং ب বর্ণসহ রহিয়াছে। আর কতক নুসখায় يصرف তথা ص এবং ف বর্ণসহ আছে। উভয়টি সহীহ। (অর্থ ও মর্ম একই। আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া, সরানো, বিরতকরণ, খালিকরণ, বরখাস্তকরণ, প্রতিরোধ করণ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৪)

(২৯৬৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

(২৯৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... মারূফ বিন খাররাবূয (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ তুফায়ল (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, (তিনি বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিতে, তাঁহার ব্যবহৃত ছড়ির সাহায্যে রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করিতে এবং ছড়িতে চুম্বন করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ (এবং ছড়িতে চুম্বন করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি)। জমহুরে উলামা বলেন, রুকন (হাজারে আসওয়াদ)কে হাতে স্পর্শ করিয়া চুম্বন করা সুন্নত। যদি হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে কোন বস্তুর সাহায্যে স্পর্শ করিবে অতঃপর উক্ত বস্তুতে চুম্বন করিবে। আর ইহাও যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে ইশারা করিবে এবং ইহাই যথেষ্ট। ইমাম মালিক (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত আছে, হাতের উপর চুম্বন করিবে না। মালিকী মতাবলম্বীদের কতক বলেন, চুমু দেওয়া ব্যতীত হাত তাহার মুখের উপর রাখিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৪)

(২৯৬৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ". قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ الطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .

(২৯৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অসুস্থতার কথা জানাইলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় লোকদের পশ্চাতে থাকিয়া (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ কর। উম্মু সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি (সেইরূপে বায়তুল্লাহ-এর) তাওয়াফ করিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে নামায আদায় করিতেছিলেন আর তিনি উহাতে (সূরা আত-তূর) الطُّورِ-وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ তিলাওয়াত করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে) তিনি হইলেন হাদীছের রাবী যয়নব-এর মা। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ৩২৪)

أَنِّي أَشْتَكِي (আমি অসুস্থ) অর্থাৎ তিনি শারীরিক দুর্বলতার কারণে পদব্রজে তাওয়াফ করিতে অক্ষম ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৪)

طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ (লোকদের পশ্চাতে থাকিয়া তাওয়াফ কর)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে লোকদের পিছনে থাকিয়া তাওয়াফ করার নির্দেশ দিলেন যাহাতে পর্দার সংরক্ষণ হয়, লোকদের সারি কর্তন না হয় এবং তাহার আরোহিত পশুটি কাহারও ক্ষতিসাধনের কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওযর থাকিলে সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করা জায়িয আছে। -(ঐ)

وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ (তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় ...) অর্থাৎ তোমার উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায়। যেমন কতক রিওয়ায়তে ইহার উল্লেখ আছে। আল্লামা ইবনু বাত্তাল (রহ.) বলেন, গৃহপালিত হালাল পশু মসজিদে প্রবেশ করানো জায়িয। তাহার মতে হালাল পশুর পেশাব নাজাসাত নহে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ হালাল পশুর পেশাব পাক হওয়ার উপর প্রমাণ করে না। কেননা, তাওয়াফের অবস্থায় উহা পেশাব-পায়খানা করা জরুরী নহে। যদি ঘটনাক্রমে করিয়াও ফেলে তাহা হইলে উহা ধৌত করিয়া পাক-পবিত্র করিয়া নিবে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট বালকদের মসজিদে প্রবেশ করানো অনুমোদন করিয়াছেন যদিও তাহাদের পেশাব করা হইতে নিরাপদ নহে; বরং অনেক সময় করিয়াও থাকে। যদি পেশাব করিয়া দেয় তবে পরিচ্ছন্ন করিয়া পবিত্র করিয়া নিবে। চাই উহা নাজাসাত হউক কিংবা না। কেননা, ইহা তো ময়লা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৪)

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাফা-মারওয়ায় সাঈ হজ্জের অন্যতম রুকন। ইহা ব্যতীত হজ্জ সহীহ হয় না

(২৯৬৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ{ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ. ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ{ إِلَى آخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوا.

(২৯৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) নিজ পিতা উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, উরওয়া (রহ.) বলেন, আমি আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আমি মনে করি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করিলে তাহার (হজ্জের) কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি বলিলেন, কেন? আমি বলিলাম, কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলির অন্যতম ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত– সূরা বাকারা ১৫৮)। তখন আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ায় সাঈ না করিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন না।

তুমি যাহা মনে কর তদ্রুপই যদি হইত তাহা হইলে আয়াতটি এইরূপ হইত ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করিলে (তাহার হজ্জ কিংবা উমরার) কোন ক্ষতি নাই)। তুমি কি এই আয়াতের অবতরণের কারণ সম্পর্কে জান? অবতরণের কারণ ছিল এই যে, আনসারগণ জাহিলী যুগে সমুদ্রের তীরে রক্ষিত দুইটি প্রতিমার কাছ হইতে (হজ্জের) ইহরাম বাঁধিত। একটির নাম ইসাফ, অন্যটির নাম নায়িলা। তাহারা আসিয়া সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিত। অতঃপর মাথা মুন্ডন করিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর তাহারা জাহিলী যুগে যাহা করিত সেই কারণে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা মাকরূহ মনে করিল। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত– সূরা বাকারা ১৫৮)। অতঃপর তাহারা (সাহাবীগণ নিঃসঙ্কোচে) সাঈ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا ضَرَّهُ (আমি উহাকে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি না)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, উরওয়া (রহ.)-এর মতে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ওয়াজিব নহে। আহলে ইলমের মধ্যে এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুর (ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ী রহ.) বলেন, সাঈ করা রুকন (ফরয)। ইহা ছাড়া হজ্জ পূর্ণ হইবে না। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে ইহা ছুটিয়া যায় তাহা হইলে একটি দম (ছাগল যবাই করিয়া কাফ্ফারা) দিতে হইবে। হানাফীগণের দলীল ঃ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের হজ্জের আহকাম গ্রহণ কর)। আর কতক হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)-এর ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেন। উহার শব্দ এইরূপ যে, طف بالبيت وبين الصفا والمروة (বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কর)। এতদুভয় রিওয়ায়তের নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৪)

قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (আমি (উরওয়া) বলিলাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ...)। উরওয়া (রহ.)-এর প্রমাণের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, আয়াত শরীফে শুধু মাত্র "সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাতে কোন গুনাহ হইবে না" বলা হইয়াছে। ইহা মুবাহ হওয়ার নিদর্শন, তবে বড়জোর মুস্তাহাব সাব্যস্ত হইতে পারে। ওয়াজিব হইলে এইভাবে ইরশাদ করিতেন না; বরং বর্জনকারীর প্রতি শাস্তির কথা বলা হইত।

হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর জবাবে সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, আয়াত শরীফে সাঈ ওয়াজিব হওয়া না হওয়া সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে "যেই ব্যক্তি সাঈ করিবে তাহার গুনাহ হইবে না।" কিন্তু "সাঈ বর্জনকারীর গুনাহ হইবে না" বলা হয় নাই। যদি এইরূপ ইরশাদ হইত তবে সাঈ মুবাহ বলিয়া প্রমাণিত হইত। এই স্থানে সূক্ষ্মভাবে বুঝা দরকার যে, فَلَا جُنَاحَ (গুনাহ হইবে না) বাক্যটি প্রশ্নের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জবাবে বলা হইয়াছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং জাহিলী যুগের লোকেরা সাঈ-এর মাধ্যমে সেই মূর্তিরই পূজা-অর্চনা করিত সেহেতু ইসলামের আবির্ভাবের পর ইহা অব্যাহত থাকা উচিত নহে। এইরূপ প্রশ্নের জবাবেই ইরশাদ হইয়াছে যে, ইহাতে কোন গুনাহ নাই। আর যেহেতু ইহা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রবর্তিত সুন্নত, কাজেই কাহারও কোন বর্বরসুলভ আমল দ্বারা ইহা গুনাহের কাজ বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এইরূপ বলাতে এই আমলটি ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী বুঝা যায় না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৫)

مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ (কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করিবেন না)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, কোন বস্তু পূর্ণ না হওয়ার দ্বারা উক্ত বস্তুটির অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ করে না। কাজেই বাক্যটি দ্বারা রুকন (ফরয) প্রমাণিত হয় না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৫)

عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ (সমুদ্রের তীরে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা ধারণা মাত্র। বস্তুতভাবে এই দুইটি মূর্তি কখনও সমুদ্র তীরে ছিল না; বরং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর এই দুইটি মূর্তি ছিল। তবে 'মানাত' নামে একটি মূর্তি সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। নাসাঈ শরীফে সুদৃঢ় সনদে বর্ণিত আছে ঃ عن زيد بن حارثة قال كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما اساف ونائلة كان المشركون اذا طافوا تمسحوا بهما۔ الحديث (যায়েদ বিন হারিছা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফা এবং মারওয়া (পাহাড়দ্বয়ে) তামার তৈরী দুইটি মূর্তি ছিল। এতদুভয়ের একটিকে 'ইসাফ' এবং অপরটিকে 'নায়িলা' বলা হইত। মুশরিকরা সাঈ করার সময় এতদুভয়ে হাত বুলাইত– আল হাদীছ)।

আল্লামা তিবরানী ও ইবন আবূ হাতিম (রহ.) হাসান সনদে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন ঃ قال قالت الانصار ان السعي بين الصفا والمروة من امر الجاهلية فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আনসারগণ বলিলেন, নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা জাহিলী যুগের লোকদের কর্ম। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত– সূরা বাকারা ১৫৮)।

আল্লামা আল-ফাকিহী এবং ইসমাঈল আল-কাযী (রহ.) স্বীয় 'আল-আহকাম' গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, عن الشعبي قال كان صنم بالصفا يدعى اساف ووثن بالمروة يدعى نائلة فكان اهل الجاهلية يسعون بينهما فلما جاء الاسلام رمى بهما وقالوا انما كان ذلك يصنعه اهل الجاهلية من اجل اوثانهم فامسكوا عن السعي بينهما قال فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية (শা'বী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফা পাহাড়ে 'ইসাফ' নামে একটি (পুরুষ) মূর্তি ছিল এবং মারওয়া পাহাড়ে 'নায়িলা' নামে একটি (মহিলা) প্রতিমা ছিল। জাহিলী লোকেরা এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ করিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর এতদুভয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করা হইল। আনসারগণ বলিলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা এই মূর্তিসমূহের উদ্দেশ্যেই সাঈ করিত। কাজেই তোমরা সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা হইতে বিরত থাক। এই প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত– সূরা বাকারা ১৫৮)। আল্লামা ওয়াহিদী (রহ.) স্বীয় 'আসবাব' গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করার পর এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, يزعم اهل الكتاب انهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين وضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عُبِدَا والباقي نحوه (আহলে কিতাবীগণ বলেন, এতদুভয় (ইসাফ ও নায়িলা নামে দুই জন) পবিত্র কা'বা গৃহে ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উভয়কে (আকৃতি বিকৃত করিয়া) পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দেন। (এই মারাত্মক পরিণতি হইতে) লোকেরা শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এতদুভয়কে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে স্থাপন করা হয় (যাহাতে মানুষ সতর্ক হয় এবং কা'বা ঘরের আদব রক্ষা করে)। অতঃপর দীর্ঘদিন অতিক্রম করার পর (কালক্রমে মূর্খ লোকেরা) এতদুভয়ের পূজা-অর্চনা করিতে থাকে। পরবর্তীতে (ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত) জাহিলী যুগের লোকেরা ইহাদের উপাসনার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত ছিল) - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৫)

(২৯৭০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ}

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ {الآيَةَ . فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . إِنَّمَا أُنْزِلَ هٰذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(২৯৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি (আমার খালা) আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিলাম, আমি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করাকে কোন গুনাহ বলিয়া মনে করি না। তিনি বলিলেন, কেন? আমি (জবাবে) বলিলাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন , إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الآيَةَ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম ...(শেষ পর্যন্ত– সূরা বাকারা ১৫৮)। তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ উহা যদি তদ্রুপ হইত তাহা হইলে আয়াতখানা (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا "তাহার পক্ষে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাতে কোন গুনাহ নাই-এর স্থলে) এইরূপ হইত যে, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (তাহার পক্ষে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করিলে কোন গুনাহ নাই)। বস্তুতভাবে এই আয়াত আনসারগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। জাহিলী যুগে তাহারা যখন 'লাব্বাইকা' বলিত তখন 'মানাত' মূর্তির নামে 'লাব্বাইকা' উচ্চারণ করিত। তাই তাহারা (ইসলাম গ্রহণের পর) ধারণা করিল যে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা তাহাদের জন্য বৈধ নয়। অতঃপর যখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বিদায় হজ্জে আসিলেন তখন তাহারা বিষয়টি তাঁহার সমীপে পেশ করিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এই (সূরা বাকারার ১৫৮ নং) আয়াত নাযিল করেন। সুতরাং আমার জীবনের কসম! যেই ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করে আল্লাহ তা'আলা তাহার হজ্জ পূর্ণ করিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৯৬৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৯৭১) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا . قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ } إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا { وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ . وَقَالَ إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ . وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا

بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ }. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ.

(২৯৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী (আমার খালা) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিলাম, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করিলে ইহাতে আমি কোন গুনাহ মনে করি না এবং আমি তো এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ করাকে কোন গুরুত্ব দেই না। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, হে বোনপুত্র! তুমি যাহা বলিয়াছ উহা কতই না মন্দ বলিয়াছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সাঈ করিয়াছেন এবং মুসলমানেরাও সাঈ করিয়াছে। কাজেই ইহা সুন্নত। যেই সকল লোক (জাহিলী যুগে) মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত 'মানাত' মূর্তির নামে ইহরাম বাঁধিত, তাহারা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যাহারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে তাহার পক্ষে এই দুইটিতে সাঈ করাতে কোন গুনাহ নাই– সূরা বাকারা ১৫৮)। তুমি যাহা বলিয়াছ বিষয়টি তদ্রূপ হইলে ইরশাদ হইত فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (তাহার পক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ না করাতে কোন গুনাহ নাই)।

হাদীছের রাবী ইমাম যুহরী বলেন, এই বিষয়টি আমি আবূ বকর বিন আবদুর রহমান বিন হারিস বিন হিশাম (রহ.)-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইহাতে আশ্চর্য হইলেন এবং বলিলেন, নিশ্চিত ইহা একটি ইলম। তিনি (আবূ বকর) আরও বলিলেন, আহলে ইলম (জ্ঞানীজনের)-এর কতক লোককে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আরবের যেই সকল লোকেরা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিত না তাহারা বলিত আমরা তো জাহিলী যুগে এই দুই পাথরের মাঝে সাঈ করিতাম। আর আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিত, আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম ... – সূরা বাকারা ১৫৮)। রাবী আবূ বকর বিন আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, আমিও মনে করি যে, উল্লিখিত দুই শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করিয়া উপর্যুক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِمَنَاةَ (মানাত মূর্তির নামে)। مَنَاةَ শব্দটির م বর্ণে যবর ن বর্ণে তাশদীদবিহীন এবং الف -এর পর ة দ্বারা পঠিত। জাহিলী যুগের একটি মূর্তির নাম 'মানাত'। ইবনুল কালবী বলেন, ইহা একটি প্রস্তরখণ্ড, যাহাকে আমর বিন লুহাই সমুদ্রের তীরে স্থাপন করিয়াছিল। মুশরিকরা ইহার পূজা-অর্চনা করিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৬)

الطَّاغِيَةِ হইতেছে مَنَاةَ -এর صفت (গুণ) যাহা ইসলামের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইয়াছে। ইহা طغيان (সীমালঙ্ঘন, যুলুম, অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা)-এর اسم الفاعل (কর্তাবাচক বিশেষ্য)। যদিও الطَّاغِيَةِ কে مَنَاةَ (সীমালঙ্ঘনকারী, অন্যায়কারী, স্বেচ্ছাচারী, নির্বোধ)-এর দিকে اضافة (সম্বন্ধ পদে) হইয়াছে। কিন্তু طاغية সেই ভ্রান্ত কাফির-মুশরিকদের صفة (গুণ) বলাও বৈধ। 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ঐ)

بِالْمُشَلَّلِ (মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত)। الْمُشَلَّلِ শব্দটির م বর্ণে পেশ ش বর্ণে যবর এবং প্রথম ل বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠনে 'কদীদ' নামক স্থানের নিকটবর্তী সমুদ্রের দিকে একটি স্থানের নাম 'মুশাল্লাল'। (ঐ)

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ (নিশ্চয়ই ইহা একটি ইলম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের শহরের সকল নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, কোন কোন রিওয়ায়তে إِنَّ هٰذَا لَعِلْمٌ -তানভীনসহ বর্ণিত হইয়াছে। উভয় বাক্যই সহীহ। প্রথম বাক্যের অর্থ হইবে ان هذا هو العلم المتقن (নিশ্চয়ই ইহা সেই দক্ষতাপূর্ণ ইলম (যথার্থ জ্ঞান))। আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হইবে استحسان قول عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير الاية الكريمة (হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথাটি আয়াতে কারীমার তাফসীরের ক্ষেত্রে উত্তম বিবেচ্য এবং বাগ্মিতায় পরিপূর্ণ) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৬)

وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (আমাদেরকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই)। অর্থাৎ তাহাদেরকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে –সূরা হজ্জ ২৯) এই আয়াতে শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফের উপর প্রমাণ বহন করে এবং ইহাতে সাফা-মারওয়ায় সাঈ-এর কথা উল্লেখ নাই। এমনকি পরে নাযিল করেন إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন-সমূহের অন্যতম ... – সূরা বাকারা ১৫৮)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৬)

فَأُرَاهَا (আমি মনে করি যে, উক্ত আয়াত)। أُرَاهَا শব্দটির همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ اظنها (আমরা ধারণা করি যে, উক্ত আয়াত)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৬)

(২৯৭২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا.

(২৯৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে রাবী বলেন, অতঃপর যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গুনাহের আশংকায় সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ পরিহার করিতে চাই। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম ... – সূরা বাকারা ১৫৮)। সুতরাং যেই কেহ বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা উমরা সম্পাদন করিবে তাহার জন্য সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা গুনাহ নহে। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ (করা শরীআতের রীতি) প্রবর্তন করিয়াছেন। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ বর্জন করা কাহারও হক-অধিকার নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ (আমরা গুনাহের আশংকায় সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ পরিহার করিতে চাই)। অর্থাৎ نحترز من الحرج ونخاف الاثم (আমরা গুনাহের আশংকা করি এবং দোষ হইতে দূরে থাকিতে চাই। -(ঐ)

(২৯৭৩) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}

(২৯৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র হইতে বর্ণিত যে, তাহাকে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জানাইয়াছেন, আনসারগণ এবং গাস্সান সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'মানাত' মূর্তির জন্য ইহরাম বাঁধিত। কাজেই তাহারা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা দোষণীয় মনে করিত। ইহা ছিল তাহাদের পূর্ব পুরুষদের তরীকা যে, তাহাদের কেহ 'মানাত' মূর্তির জন্য ইহরাম বাঁধিলে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিত না। তাহারা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যেই ব্যক্তি কা'বা ঘরে হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, তাহার পক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ করাতে কোন গুনাহ নাই; বরং কেহ যদি স্বেচ্ছায় কিছু পুণ্যের কাজ করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই উহা জ্ঞাত এবং তাহার আমলের যথাযথ পুরস্কার দিবেন– সূরা বাকারা ১৫৮)।

(২৯৭৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

(২৯৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আনসারগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাকে মাকরূহ মনে করিতেন। এমনকি নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ("নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যেই ব্যক্তি কা'বা ঘরে হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, তাহার পক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে সাঈ করাতে কোন গুনাহ নাই"– সূরা বাকারা ১৫৮)।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْىَ لاَ يُكَرَّرُ

অনুচ্ছেদ ঃ সাঈ একাধিকবার হইবে না-এর বিবরণ

(২৯৭৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا.

মুসলিম ফর্মা -১২-১০/২

(২৯৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) জানাইয়াছেন, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবীগণ 'সাফা' ও 'মারওয়ার' মধ্যে একবারের বেশী সাঈ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (বিস্তারিত মাসয়ালা ২৮০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৯৭৬) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

(২৯৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি বলেন, "একবার মাত্র সাঈ করেন, উহা হইতেছে প্রথম বারের সাঈ"।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৮০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

باب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালন-কারীর জন্য তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব

(২৯৭৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلٰوةَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ "الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ". فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ. قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

(২৯৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে, আমি আরাফাতের ময়দান হইতে (প্রত্যাবর্তনের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে তাঁহার বাহনে আরোহণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার নিকটবর্তী পাহাড়ী রাস্তার বাম পাশে পৌঁছিয়া উষ্ট্রীকে বসাইলেন। অতঃপর পেশাব করিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহাকে ওযূর পানি ঢালিয়া দিলাম এবং তিনি হালকাভাবে (অল্প পানি দ্বারা একবার একবার ধৌত করিয়া) ওযূ শেষ করিলেন। তারপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায (আদায় করিবেন)। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার সামনে গিয়া নামায আদায় করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছিয়া (যথাযথভাবে নতুন ওযূ করিয়া ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার) নামায আদায় করিলেন। তারপর তিনি (উকূফে মুযদালিফার পর) জাম'আ তথা মুযদালিফা হইতে সকালে ফযল (রাযিঃ)কে স্বীয় বাহনের পিছনে বসাইয়া (মিনার দিকে) রওয়ানা

হইলেন। রাবী কুরায়ব (রহ.) বলেন, আমাকে হাদীছ জানান আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ), তিনি ফযল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় (-এ আকাবা) পৌঁছিয়া (কংকর নিক্ষেপ আরম্ভ করার) পূর্ব পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠরত ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায) الصَّلٰوةُ শব্দটি نصب (যবর) দ্বারা পঠনে উহ্য বাক্যটি হইবে اتريد الصلوة (আপনি কি নামায আদায়ের ইচ্ছা করিয়াছেন)? যেমন কতক রিওয়ায়তে اتصلى يا رسول الله (ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি নামায আদায় করিবেন?) রহিয়াছে। আর পেশ দ্বারা পঠনও জায়িয, উহ্য বাক্যটি হইবে حانت الصلوة (নামাযের সময় হইয়াছে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনুসৃত নেতা স্বভাবগত কোন কাজ ছাড়িয়া দিলে অনুগামির উচিৎ তাঁহাকে অবহিত করা। উসামা (রাযিঃ) যখন দেখিলেন মাগরিবের ওয়াক্ত প্রায় শেষের দিকে তখন তিনি হয়তো ধারণা করিয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলিয়া গিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে মাগরিবকে বিলম্ব করিয়া মুযদালিফায় পৌঁছিয়া ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করা শরীআতের বিধান। উল্লেখ্য যে, উসামা (রাযিঃ) পূর্বে এই সুন্নতটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৭)

الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ (তোমার সামনে যাইয়া নামায আদায় করিব।) الصَّلٰوةُ শব্দটি পেশ দ্বারা এবং أَمَامَكَ শব্দের همزه বর্ণে যবর এবং ظرفية -এর কারণে نصب দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ الصلوة ستصلى بين يديك (নামায অচিরেই তোমার সামনে যাইয়া আদায় করিব) কিংবা المصلى بين يديك (নামাযের স্থান তোমার সামনে (মুযদালিফায় পৌঁছিয়া)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সর্বদা পবিত্র অবস্থায় থাকার উদ্দেশ্যে ওযূ করা শরীআত সম্মত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ওযূ দ্বারা কোন (নফল) নামায পড়েন নাই। শুধুমাত্র পবিত্রতা জারী রাখার উদ্দেশ্যে ওযূ করিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৭)

حَتّٰى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى (মুযদালিফায় পৌঁছিয়া নামায আদায় করিলেন।) অর্থাৎ فصلى بعد تجديد الوضوء مع اسباغه (মুযদালিয়ায় পৌঁছিয়া যথাযথভাবে (প্রয়োজনীয় পানি দ্বারা তিন তিনবার ধৌত করার মাধ্যমে) নতুন ওযূ করার পর নামায আদায় করেন। যেমন অন্য রিওয়ায়তে অনুরূপ আছে -(ঐ)

ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ (অতঃপর তিনি ফযল (রাযিঃ)কে স্বীয় বাহনের পিছনে বসাইলেন...)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সওয়ারীতে পিছনে আরোহণ করাইলেন। ফযল (রাযিঃ) হইতেছেন ফযল বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৭)

غَدَاةَ جَمْعٍ (জাম'আ হইতে প্রত্যুষে)। جَمْعٍ শব্দটির ج বর্ণে যবর م বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে ইহা 'মুযদালিফা' (-এর অপর নাম)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৭)

(২৯৭৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتّٰى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(২৯৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় ফযল (রাযিঃ)কে বাহনে নিজের পিছনে বসাইলেন। রাবী আতা (রহ.) বলেন, অতঃপর

ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আমাকে জানান, তাঁহাকে ফযল (রাযিঃ) জানাইয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আ'কাবায় কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত অবিরাম তালবিয়া পাঠরত ছিলেন।

(২৯৭৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ". وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ". وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

(২৯৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহনে তাহার অনুসঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরাফাত ময়দানে সন্ধ্যায় এবং মুযদালিফায় প্রত্যুষে সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তখন তাহারা অগ্রসর হইতেছিলেন 'তোমরা ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও।' তিনিও নিজ উষ্ট্রীর গতি হ্রাস করিয়া সামনের দিকে চলিতেছিলেন এবং এইভাবে 'মুহাস্‌সির' নামক স্থানে পৌঁছিলেন, যাহা মিনার অন্তর্ভুক্ত। তিনি (এই স্থানে) ইরশাদ করিলেন, তোমরা ছোট পাথর সংগ্রহ করিয়া লও যাহা জামরায় নিক্ষেপ করা হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় (-এ আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত অবিরাম তালবিয়া পাঠরত ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ (তোমরা ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও)। ইহা দ্বারা তিনি উক্ত রাত্রিতে ভ্রমণের সুন্নত ও আদবের প্রতি ইশারা করিয়াছেন। আর ইহা সকল ভীড়ের স্থলে প্রয়োগ হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৮)

وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ (তিনিও নিজ উষ্ট্রীকে (দ্রুত চলা হইতে) নিবৃত্ত রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন)। كَافٌّ শব্দটির **ف** বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত অর্থাৎ يمنعها الاسراع (তিনি স্বীয় উষ্ট্রীকে দ্রুত চলা হইতে বিরত রাখিয়া চলিতে ছিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৮)

بِحَصَى الْخَذْفِ (ছোট পাথর)। উলামায়ে কিরাম বলেন, উহা হইতেছে نحو حبة الباقلا (বড় শিম দানা পরিমাণ পাথর) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৮)

(২৯৮০) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ.

(২৯৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে রাবী তাহার বর্ণিত হাদীছে ইহার উল্লেখ করেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় (-এ আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত অবিরাম তালবিয়া পাঠরত ছিলেন। তবে তাহার বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, "আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাতের ইশারায় দেখাইয়া দিলেন লোকেরা কিভাবে (বড় শিম দানা পরিমাণ) পাথর ধরিয়া নিক্ষেপ করিবে।"

(২৯৮১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِى هَذَا الْمَقَامِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ".

(২৯৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি জাম'আ (তথা মুযদালিফা)-এ উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি যাঁহার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহাকে এই স্থানে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির) বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(২৯৮২) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ أَعْرَابِىٌّ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَسِىَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا سَمِعْتُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِى هَذَا الْمَكَانِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ".

(২৯৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরাইজ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) মুযদালিফা হইতে রওয়ানা করার সময় তালবিয়া পাঠ করিলেন। তখন কেহ বলিলেন, ইনি যেন বেদুঈন (হজ্জের আহকাম সম্পর্কে অবহিত নহে)! আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, লোকেরা কি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত) ভুলিয়া গিয়াছে, না পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহার (তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) উপর সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছে তাঁহাকে আমি এই স্থানে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (আমি আপনার দরবারে হাযির, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাযির আছি) পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(২৯৮৩) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(২৯৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... হুসায়ন (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৯৮৪) وَحَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِى الْبَكَّائِىَّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَا هُنَا يَقُولُ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ". ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ.

(২৯৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন হাম্মাদ আল-মা'নিয়্যু (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ এবং আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (রহ.) তাহারা উভয়ে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)কে জাম'আ তথা মুযদালিফায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যাঁহার উপর সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছে তাঁহাকে আমি এই স্থানে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির) পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর তিনি (ইবন মাসউদ রাযিঃ) তালবিয়া পাঠ করিলেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত তালবিয়া পাঠ করিলাম।

بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذِّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন মিনা হইতে আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করার বিবরণ

(২৯৮৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

(২৯৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল-উমাভী (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যুষে (সূর্য উদয়ের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মিনা হইতে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আমাদের কতক তালবিয়া পাঠকারী আর কতক তাকবীর পাঠকারী ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর হইতে)। হিন্দী সকল নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। মিসরী নুসখায় عبد الله بن عبد الله المكبر আছে। কিন্তু 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৯)

مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ (আমাদের কতক তালবিয়া পাঠকারী আর কতক তাকবীর পাঠকারী ছিল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আরাফাতের দিন মিনা হইতে আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর উভয়টি পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে তালবিয়া পাঠ করা উত্তম। আর ইহা দ্বারা সেই ব্যক্তির অভিমত খন্ডন হইয়া যায় যিনি বলেন, আরাফাতের দিন সকালের পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ হইয়া যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৯)

(২৯৮৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ.

(২৯৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, হারূন বিন আবদুল্লাহ ও ইয়াকূব আদ-দাওরাকী, তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের দিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করিতেছিলেন আর কিছুসংখ্যক লোক তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন। তখন আমরা তাকবীর পাঠ করিতেছিলাম। রাবী (আবদুল্লাহ বিন আবূ সালামা) বলেন, আমি (আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রহ.)কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আল্লাহর শপথ, কি আশ্চর্য! আপনি কেন তাহাকে (আবদুল্লাহ বিন

উমর (রাযিঃ)কে) জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, আপনি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

(২৯৮৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

(২৯৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আবূ বকর সাকাফী (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর সহিত (আরাফাতের দিন) সকালে মিনা হইতে আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কিভাবে কি (যিকির) করিতেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমাদের কেহ কেহ তালবিয়া পাঠ করিত, ইহাতে তখন কোন আপত্তি করা হইত না আবার কেহ কেহ উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করিত, ইহাতেও কোন আপত্তি করা হইত না।

(২৯৮৮) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هٰذَا الْيَوْمَ قَالَ سِرْتُ هٰذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

(২৯৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরাইজ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আবূ বকর (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরাফাতের দিনে প্রত্যুষে আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইদিনে তালবিয়া পাঠ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণের সহিত এই পথে ভ্রমণ করিয়াছি। আমাদের কতক উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করিয়াছি আর কতক তালবিয়া পাঠ করিয়াছি। ইহাতে কেহ কাহারও প্রতি দোষারোপ করেন নাই।

بَابُ الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত হইতে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন এবং মুযদালিফায় এই রাত্রে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করা মুস্তাহাব (হানাফী মতে ওয়াজিব)

(২৯৮৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ. قَالَ "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ". فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

(২৯৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (রহ.) হইতে উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)

সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হইতে (মুযদালিফায়) প্রত্যাবর্তনকালে পাহাড়ের গিরিপথে বাহন হইতে অবতরণ করিয়া পেশাব করিলেন। অতঃপর ওযূ করিলেন কিন্তু যথাযথভাবে (ওযূর অঙ্গগুলি তিন তিনবার ধৌত করার মাধ্যমে) ওযূ করেন নাই। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, নামায (-এর ওয়াক্ত হইয়াছে)! তিনি ইরশাদ করিলেন, নামায তোমার সামনে (মুযদালিফায়) যাইয়া আদায় করিব। অতঃপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছিয়া যথাযথভাবে ওযূ করিলেন। অতঃপর নামাযের ইকামত দেওয়া হইল তখন তিনি মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। তারপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উট বসাইলেন, অতঃপর ইশার নামাযের ইকামত দেওয়া হইল তখন তিনি উহা আদায় করিলেন। এতদুভয় নামাযের মধ্যে অন্য কোন নামায আদায় করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (২৯৭৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ (অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উট বসাইল)। তাহারা সম্ভবতঃ উটগুলিকে বিশ্রামের জন্য এবং যাহাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে সেই জন্য উটগুলি বসাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা দুই নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্ত পড়ার বিষয়টি অবহিতকরণ উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, মুযদালিফার রাত্রিতে দুই নামাযের মধ্যে সামান্য কাজ করাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা দ্বারা جمع بين الصلاتين (দুই নামায একত্রে আদায়)-এর কোন ব্যাঘাত ঘটাইবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৯)

وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (এতদুভয় নামাযের মধ্যে অন্য কোন নামায আদায় করেন নাই)। অর্থাৎ এতদুভয় নামাযের মাঝখানে নফল পড়েন নাই। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থকার বলেন, কেহ যদি আরাফাতের ময়দানে কিংবা (মুযদালিফা যাওয়ার) রাস্তায় মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করিয়া নেয় তাহা হইলে এই হাদীছ (তথা "নামায তোমার সামনে"-এর ভিত্তিতে তাহাকে (মুযদালিফায় পৌঁছিয়া ইশার ওয়াক্তে) পুনরায় আদায় করিতে হইবে। কাজেই আমাদের জন্য এতদুভয় নামায কাল, স্থান এবং ওয়াক্তে আদায় করিতে হইবে। কাল হইতেছে কুরবানীর রাত্রি, স্থান মুযদালিফা এবং ওয়াক্ত হইতেছে ইশার ওয়াক্তে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি ইশার ওয়াক্তের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছিয়া যায় তবে ইশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিব নামায আদায় করিবে না। -(ঐ)

(২৯৯০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ أَتُصَلِّي فَقَالَ "الْمُصَلَّى أَمَامَكَ".

(২৯৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আরাফাত হইতে (মুযদালিফায়) প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ী গিরিপথে কোন এক স্থানে (বাহন হইতে অবতরণ করিয়া) প্রাকৃতিক (তথা পেশাব করার) প্রয়োজন পুরণের জন্য গেলেন। (প্রয়োজন শেষ করিয়া আসার পর) আমি তাঁহার ওযূর পানি ঢালিয়া দিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, আপনি কি নামায আদায় করিবেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নামাযের স্থান তোমার সামনে (মুযদালিফায়)।

(২৯৯১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ

أُسَامَةُ أَرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلاَةَ. قَالَ "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ". قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(২৯৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দান হইতে (মুযদালিফায়) প্রত্যাবর্তনের সময় গিরিপথে কোন এক স্থানে তিনি স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিয়া পেশাব করিলেন। উসামা (রাযিঃ) "তিনি পানি ঢালিয়া দিয়াছেন" কথাটি বলেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওযূর) পানি চাহিলেন এবং হালকাভাবে ওযূ করিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায (আদায় করিবেন কি?)! তিনি ইরশাদ করিলেন, নামায তোমার সামনে (মুযদালিফায় আদায় করিব)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (বাহনে আরোহণ করিয়া) চলিতে থাকিলেন এবং জাম'আ (মুযদালিফায়) পৌঁছিয়া মাগরিব ও ইশার নামায (একত্রে) আদায় করিলেন।

(২৯৯২) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلاَةَ. فَقَالَ "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ". فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

(২৯৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম বিন উকবা (রহ.) বলেন, আমাকে কুরায়ব (রহ.) জানান যে, তিনি উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যখন আরাফাতের দিনের সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার বাহনে (পশ্চাতে) আরোহণ করিয়া (মুযদালিফায়) প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন আপনারা কি (যিকির) করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, যেই গিরিপথে লোকেরা (আমীরগণ) মাগরিবের সময় নিজের উটকে বসায় আমরা সেই স্থানে পৌঁছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উষ্ট্রী হইতে অবতরণ করিলেন এবং পেশাব করিলেন। রাবী উসামা (রাযিঃ) "পানি ঢালিয়া দিলেন" কথাটি বলেন নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর পানি চাহিয়া আনাইলেন এবং ওযূ করিলেন, হালকাভাবে (এক একবার ধৌত করিয়া) ওযূ। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায (আদায় করিবেন)! তিনি ইরশাদ করিলেন, নামায তোমার সামনে (মুযদালিফায়)। অতঃপর তিনি সওয়ার হইয়া রওয়ানা হইলেন, এমনকি আমরা মুযদালিফায় আসিলাম। মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। অতঃপর লোকেরা নিজেদের উটকে বসাইল কিন্তু মাল-মাত্তা খুলিল না। এমনকি ইশার নামাযের ইকামত দেওয়া হইল এবং নামায আদায় করিলেন, অতঃপর তাহারা মাল-মাত্তা নামাইল। (রাবী কুরায়ব (রহ.) বলেন) আমি বলিলাম, ভোর হইবার পর আপনারা কি করিলেন? তিনি (উসামা রাযিঃ) বলিলেন, ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ) তাঁহার বাহনে (তাঁহার পিছনে) সওয়ার হইলেন এবং আমি কুরায়শগণের অগ্রভাগে পদব্রজে (জামারায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে) চলিলাম।

(২৯৯৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلاَةَ. فَقَالَ "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ".

(২৯৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যেই গিরিপথে আমীরগণ (মাগরিব নামায আদায়ের জন্য) অবতরণ করিতেছে সেই গিরিপথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করিয়া পেশাব করিলেন। তিনি (উসামা রাযিঃ) পানি ঢালিয়া দেওয়ার কথা বলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর পানি চাহিলেন এবং হালকাভাবে ওযূ করিলেন। (রাবী বলেন) আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায। তিনি ইরশাদ করিলেন, নামায তোমার সামনে (মুযদালিফায় পৌঁছিয়া যথাসময়ে আদায় করিব)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمَّا أَتَى النَّقْبَ (যখন তিনি গিরিপথে পৌঁছিলেন)। نقب শব্দটির ن বর্ণে যবর ق বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। পাহাড়ী রাস্তা কেহ বলেন, দুই পাহাড়ের মধ্যে ফাঁকা স্থান (গিরিপথ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৯)

الَّذِي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ (যেই গিরিপথে আমীরগণ অবতরণ করে) অর্থাৎ মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য। এই হাদীছে امراء (আমীরগণ) দ্বারা বনূ উমাইয়্যার শাসনকর্তাগণ মর্ম। তাহারা উল্লিখিত গিরিপথে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করিয়া নিত। ইহা মুযদালিফায় দুই নামায ইশার ওয়াক্তে আদায় করার সুন্নতের খেলাফ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩২৯)

(২৯৯৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(২৯৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আরাফাতের ময়দান হইতে (মুযদালিফায়) প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়ারীতে পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন, গিরিপথে পৌঁছিয়া তিনি স্বীয় বাহনকে বসাইলেন। অতঃপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি পাত্র হইতে পানি ঢালিয়া দিলাম এবং তিনি (হালকাভাবে) ওযূ করিলেন। অতঃপর সওয়ার হইলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছিয়া তিনি (ইশার ওয়াক্তে) মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

(২৯৯৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا.

(২৯৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হইলেন আর উসামা (রাযিঃ) তাহার পিছনে (সওয়ারীতে) ছিলেন। উসামা (রাযিঃ) বলেন, তিনি জাম'আ তথা মুযদালিফায় পৌঁছা পর্যন্ত একই অবস্থায় অবিরাম চলিতেছিলেন।

(২৯৯৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

(২৯৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.)-এর পিতা উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল কিংবা তিনি (উরওয়া (রহ.)) বলেন, আমি উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সওয়ারীর পশ্চাতে তাহাকে বসাইয়াছিলেন। কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে চলিতেছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি মধ্যম গতিতে সাওয়ারী চালাইতেন, যখন রাস্তা প্রশস্ত পাইতেন তখন কিছু দ্রুত গতিতে হাঁকাইতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَسِيرُ الْعَنَقَ (মধ্যম গতিতে চালাইতেন)। الْعَنَقَ শব্দটির ع এবং ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত ইহা হইতেছে السير الذى بين الابطاء والاسراع (মন্থর ও দ্রুত গতির মধ্যবর্তীতে ভ্রমণ করা) -(ফত: মুল: ৩ঃ৩৩০)

فَجْوَةً শব্দটির ف বর্ণে যবর এবং ج বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ المكان المتسع (প্রশস্ত স্থান, খোলা জায়গা)। আর কতক রিওয়ায়তে فرجه বর্ণিত হইয়াছে। فرجه শব্দটির ف বর্ণে পেশ ও ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে الفجوة (ফাঁকা জায়গা) অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩০)

نَصَّ অর্থাৎ اسرع (অধিকতর দ্রুত, দ্রুততর, দ্রুততম)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩০)

(২৯৯৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

(২৯৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী হুমায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, হিশাম (রহ.) বলেন, আর عنق (মধ্যম গতি) হইতে কিছু দ্রুত চলনকে النص (দ্রুতগতি) বলে।

(২৯৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

(২৯৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মুযদালিফায় (ইশার ওয়াক্তে) মাগরিব ও ইশার নামায (একত্রে) আদায় করিয়াছেন।

(২৯৯৯) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(২৯৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। রাবী ইবন রুমহ (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ খাতমী (রহ.)-এর সনদে বলিয়াছেন যে, আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ) আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর খিলাফতকালে কুফার আমীর তথা প্রশাসক ছিলেন।

(৩০০০) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

(৩০০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

(৩০০১) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى.

(৩০০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, তাহার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাম'আ তথা মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করিয়াছেন। এতদুভয় নামাযের মধ্যে অন্য কোন নফল নামায আদায় করেন নাই। তিনি মাগরিব তিন রাকাআত এবং ইশা দুই রাকাআত আদায় করিয়াছেন। আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযিঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপই মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে আদায় করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ (এতদুভয়ের মধ্যে নফল নামায পড়েন নাই)। سَجْدَةٌ দ্বারা নফল নামায মর্ম। অর্থাৎ তিনি এতদুভয়ের মাঝে নফল নামায পড়েন নাই। سَجْدَةٌ শব্দটি نافلة (নফল) এবং صلوة (নামায) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩১)

(৩০০২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(৩০০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায

এক ইকামতে একত্রে আদায় করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপভাবে নামায আদায় করিয়াছেন। আর ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপভাবে নামায আদায় করিয়াছেন।

(৩০০৩) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ صَلاَّهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(৩০০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে রাবী বলেন, তিনি উভয় নামায একই ইকামতে আদায় করিয়াছেন।

(৩০০৪) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(৩০০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে) মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করিয়াছেন। তিনি একই ইকামতে মাগরিবের নামায তিন রাকাআত এবং ইশার নামায দুই রাকাআত আদায় করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (একই ইকামতে)। বিস্তারিত হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত ২৮৪০নং হাদীছের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

(৩০০৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هٰذَا الْمَكَانِ.

(৩০০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) বলেন, আমরা ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সহিত (আরাফাত হইতে) প্রত্যাবর্তন করিয়া জাম'আ তথা মুযদালিফায় পৌঁছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়া মাগরিব ও ইশার নামায একই ইকামতে আদায় করিলেন। নামায শেষে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে আমাদেরকে নিয়া অনুরূপভাবে নামায আদায় করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন মুযদালিফায় সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব

(৩০০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

(৩০০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্ধারিত ওয়াক্তেই নামায আদায় করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে জাম'আ তথা মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এই দুই নামায (ইশার ওয়াক্তে একত্রে) আদায় করিয়াছেন এবং সেই দিনের ফজরের নামায (নিয়মিত মুস্তাহাব) ওয়াক্তের পূর্বে (সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) আদায় করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَبْلَ مِيقَاتِهَا (প্রতিদিনকার নির্ধারিত ওয়াক্তের পূর্বে ...)। উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, সচরাচর প্রতিদিন যেই সময় ফজর নামায আদায় করিতেন উহার পূর্বে আদায় করিয়াছেন। ফজরের নামায তাড়াতাড়ি আদায়ের কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে অতিশয়োক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দিন ফজরের নামাযের পর হজ্জের অনেক কার্যক্রম রহিয়াছে। মুযদালিফার দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে ফজরের নামায বিলম্ব করিতেন এমনকি বিলাল (রাযিঃ) আসিয়া খবর দেওয়ার পর তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাইতেন। সুতরাং ইহা দ্বারা সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে ফজর নামায আদায় করা মর্ম নহে। সুবহে সাদিকের পূর্বে ফজরের নামায আদায় করা সর্বসম্মত মতে জায়িয নাই। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ) হইতেই আলোচ্য হাদীছের পরে ثم صلى الفجر حين طلع الفجر (অতঃপর সুবহে সাদিক হইতেই তিনি ফজরের নামায আদায় করিলেন)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩১)

(৩০০৭) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.

(৩০০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি বলেন, (নিয়মিত) ওয়াক্তের পূর্বে (সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই) অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায আদায় করেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ اللَّيَالِي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা ও অন্যান্য দুর্বলদের শেষ রাত্রিতে রাস্তায় ভীড় হওয়ার পূর্বে মুযদালিফা হইতে মিনায় যাওয়া এবং অন্যদেরকে ফজরের নামায আদায় পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব

(৩০০৮) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ

دَفْعِهِ وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

(৩০০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সাওদা (রাযিঃ) মুযদালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে এবং রাস্তায় মানুষের ভীড় হওয়ার আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানার জন্য তাঁহার কাছে অনুমতি চাহিলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতির মহিলা। রাবী কাসিম (রহ.) বলেন, الثَّبِطَةُ শব্দের অর্থ الثقيلة (স্থূলদেহী, ভারী)। রাবী বলেন, তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। ফলে তিনি তাঁহার পূর্বেই রওয়ানা হইয়া গেলেন আর আমরা সেই স্থানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম। সাওদার মত আমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাহিয়া নিতাম তাহা হইলে উহা আমার জন্য যে কোন খুশির কারণ হইতে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَطْمَةِ النَّاسِ (মানুষের ভীড়)। حَطْمَة শব্দটির ح বর্ণে যবর এবং ط বর্ণে সাকিনসহ অর্থ الزحمة (ভীড়)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩২)

وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ (আমিও অনুমতি নিলে সন্তুষ্টির কারণ হইত) لان শব্দের ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে مبتدأ (উদ্দেশ্য) এবং ইহার خبر (বিধেয়) احب (অধিকতর পছন্দনীয়)। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথা مفروح به অর্থাৎ ما يفرح به من كل شيء (যে কোন খুশির কারণ হইতে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হইত)। -(ঐ)

(৩০০৯) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ.

(৩০০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সাওদা (রাযিঃ) ছিলেন একজন স্থূলদেহী ভারী মহিলা। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জাম'আ তথা মুযদালিফা হইতে রাত্রি থাকিতেই (মিনার দিকে) রওয়ানা হওয়ার অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, হায়! আমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাওদা (রাযিঃ)-এর মত অনুমতি চাহিতাম। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ইমামের সহিত মুযদালিফা হইতে (মিনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করিতেন।

(৩০১০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ. فَقِيلَ

لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهَا.

(৩০১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আকাংখা করিয়াছিলাম যে, সাওদা (রাযিঃ)-এর অনুরূপ আমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাহিতাম। ফলে মিনায় পৌঁছিয়া ফজরের নামায আদায় করিয়া লোকদের পৌঁছিবার পূর্বেই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিয়া নিতে সক্ষম হইতাম। কেহ হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সাওদা (রাযিঃ) কি তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী ধীরগতি সম্পন্ন মহিলা। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

(৩০১১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

(৩০১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন কাসিম (রহ.) এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩০১২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَتِ ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ كَلَّا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

(৩০১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দমী (রহ.) তিনি ... আসমা (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুযদালিফায় অবস্থানকালে হযরত আসমা (রাযিঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চাঁদ কি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে? আমি (জবাবে) বলিলাম, না। অতঃপর তিনি কিছু সময় নামায আদায় করিলেন। তারপর তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্ত গিয়াছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমার সহিত রওয়ানা হও। আমরা রওয়ানা হইলাম। এমনকি জামরা (-এ আকাবার নিকট পৌঁছিয়া) তিনি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর নিজের তাঁবুতে (আসিয়া ফজরের) সালাত আদায় করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে! আমরা খুব ভোরে (অন্ধকার থাকিতেই) রওয়ানা হইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ওহে বৎস! ইহাতে অসুবিধা নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জন্য ইহার অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ (আসমা (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ)। তিনি হইলেন ইবন কিসান আল মাদানী, তাহার উপনাম আবূ উমর। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩২)

قُلْتُ نَعَمْ (আমি বলিলাম, হ্যাঁ)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, উক্ত রাত্রির শেষ এক তৃতীয়াংশের প্রথম দিকে চাঁদ অস্ত যায়। এই কারণেই ইমাম শাফেয়ী ও তাঁহার অনুসারীগণ রাত্রির দ্বিতীয়াংশের অর্ধেকের শর্তযুক্ত

করিয়াছেন। 'আল-মুগনী' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, দুর্বলদের জন্য মুযদালিফা হইতে মিনার দিকে (শেষ) রাত্রিতে রওয়ানা হওয়া জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। -(ঐ)

لَقَدْ غَلَّسْنَا (আমরা খুব ভোরে (অন্ধকার থাকিতেই) রওয়ানা হইয়াছিলাম)। অর্থাৎ সম্ভবতঃ আমরা শরীআতসম্মত ওয়াক্তের পূর্বে রওয়ানা হইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩২)

أَذِنَ لِلظُّعُنِ (মহিলাদের জন্য ইহার অনুমতি দিয়াছেন।) الظعن শব্দটির ظ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে ظعينة -এর বহুবচন। অর্থ শিবিকায় ভ্রমণকারী নারী। অতঃপর ব্যাপকভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই হাদীছ সেই সকল লোকদের দলীল যাহারা দুর্বলদের জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয বলেন। কিন্তু হানাফীগণ ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। হানাফীগণ বলেন, সূর্যোদয়ের পর জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি কেহ সূর্যোদয়ের পূর্বে কিন্তু সুবহে সাদিকের পর কংকর নিক্ষেপ করে তবে জায়িয হইবে। সুবহে সাদিকের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করিলে পুনরায় (সূর্যোদয়ের পর) কংকর নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহা ইমাম আহমদ, ইসহাক ও জমহুরে উলামার মত। ইসহাক (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বলেন যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা যাইবে না। ইহা ইমাম নাসায়ী, মুজাহিদ, ছাওরী ও আবূ ছাওর (রহ.)-এর মত। আর ইমাম শাফেয়ী, শা'বী, আতা ও তাউস (রহ.) বলেন, সুবহে সাদিকের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয আছে।

জমহুর উলামার দলীল ঃ অনুচ্ছেদে আগত (৩০২০নং) ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ।

ইসহাক (রহ.)-এর দলীল ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ ঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بنى عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس-وهو حديث حسن اخرجه ابوداود ونسائى والطحاوى (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ আবদুল মুত্তালিবের বালকদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করিও না)।

জমহুরে উলামা এই হাদীছকে উত্তমের উপর আমল তরক করার নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ জায়িয তবে সূর্যোদয়ের পর কংকর নিক্ষেপ করাই উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল আসমা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। অধিকন্তু আবূ দাউদ (রহ.) আসমা (রাযিঃ) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন فقلت انا رمينا الجمرة بليل وغلسنا (আমি (আবদুল্লাহ) বলিলাম, আমরা রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই জামারায় কংকর নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছি)।

আল্লামা ইবনু-মুনযির (রহ.) বলেন, সূর্যোদয়ের পর (জামরা আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা-ই সুন্নত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন। আর সুবহে সাদিকের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয নাই। কেননা, ইহা সুন্নতের পরিপন্থী কর্ম।

'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার বলেন, কিন্তু ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ ان ارمى مع الفجر (ফজরের সময় কংকর নিক্ষেপ করিয়াছি) ইহা দ্বারা ফজরের পূর্ব মর্ম নহে। আর আসমা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে তাহার আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (রহ.) বেশী অন্ধকারে কংকর নিক্ষেপ করার উপরই রাত্রির প্রয়োগ করিয়াছেন। ইমাম তহাভী (রহ.) আলোচ্য আসমা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের জবাবে বলেন, আবদুল্লাহ মুযদালিফা হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়ার কথাটি বুঝাইয়াছেন যে, আমরা সম্ভবতঃ বেশী অন্ধকারে রওয়ানা হইয়াছিলাম। ইহার জবাবে আসমা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, ইহাতে অসুবিধা নাই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের খুব অন্ধকারে রওয়ানা হওয়ার অনুমিত দিয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মুসলিম ফর্মা -১২-১১/২

উকূফে মুযদালিফার মাসয়ালায় সালাফি সালিহীনের মতানৈক্য রহিয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আরাফাত হইতে মুযদালিফার উপর দিয়া মিনা চলিয়া আসে এবং মুযদালিফায় অবতরণ করে নাই তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। আর যিনি মুযদালিফায় অবতরণ করিয়া ইমামের সহিত উকূফ না করিয়া রাত্রির যে কোন সময় মিনায় চলিয়া আসে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে না।

ইমাম মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী ও ছাওরী (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি মুযদালিফায় উকূফ করিবে না তাহার হজ্জ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, ইসহাক, আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমত। আল্লামা ইবন খাযীমা (রহ.) বলেন, মুযদালিফায় উকূফ করা রুকন তথা ফরয। ইহা ব্যতীত হজ্জ পূর্ণ হইবে না।

'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, আমাদের হানাফীগণের মতে মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব। রুকন তথা ফরয নহে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি ওযর ব্যতীত মুযদালিফায় উকূফ না করে তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩২-৩৩৩)

(৩০১৩) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لاَ أَىْ بُنَىَّ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِظُعُنِهِ.

(৩০১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরম (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে আছে ঃ আসমা (রাযিঃ) বলেন, ক্ষতি নাই, হে বৎস! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

(৩০১৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

(৩০১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... সালিম বিন শাওয়াল (রহ.) উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর কাছে হাযির হইলে তিনি তাহাকে জানান যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্র থাকিতেই তাহাকে মুযদালিফা হইতে (মিনায়) পাঠাইয়া দেন।

(৩০১৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى. وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ.

(৩০১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে খুব অন্ধকারে মুযদালিফা হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হইতাম। আর রাবী নাকিদ (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে "আমরা মুযদালিফা হইতে খুব অন্ধকারে রওয়ানা হইতাম।"

(৩০১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

(৩০১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ বিন আবূ যায়দ (রহ.) তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবাবপত্র দিয়া কিংবা রাবী বলিয়াছেন দুর্বলদের সঙ্গে দিয়া রাত্র থাকিতেই মুযদালিফা হইতে (মিনায়) পাঠাইয়া দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي الثَّقَلِ (আসবাবপত্র দিয়া)। الثَّقَلِ শব্দটির ث এবং ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ق বর্ণে সাকিনসহ পড়াও বৈধ। অর্থাৎ الامتعة (আসবাবপত্র, ভোগের সামগ্রী)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

فِي الضَّعَفَةِ (দুর্বলদের সঙ্গে নিয়া)। الضَّعَفَة শব্দটির ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ضعيف এর বহুবচন। আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) বলেন, দুর্বলেরা হইতেছে শুধুমাত্র বালক-বালিকা ও মহিলাগণ। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, বৃদ্ধ অপারগ লোকেরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেননা এই সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (রহ.) স্বীয় 'ছিকাত' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة بنى هاسم وصبيانهم بليل رواه ابن حبان فى الثقات (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হাশিমের দুর্বল এবং তাহাদের বালক-বালিকাদেরকে রাত্র থাকিতেই (মুযদালিফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠাইয়া দেন)। এই হাদীছে ضعفة (দুর্বলগণ) শব্দটি বনূ হাশিমের মহিলা, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, অপারগ এবং রোগীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা রাত্রি থাকিতেই মুযদালিফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দেওয়ার কারণ (علة) হইতেছে লোকজনের ভীড় হইতে রক্ষা করা। আর ইহা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

(৩০১৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

(৩০১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন আবূ যায়দ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারবর্গের যেই সকল দুর্বলগণকে (মুযদালিফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে) সকলের পূর্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন আমি তাহাদের একজন ছিলাম।

(৩০১৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

(৩০১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারবর্গের যেই সকল দুর্বলগণকে (মুযদালিফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে) সর্বাগ্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

(৩০১৯) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا كَذٰلِكَ بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لَا إِلَّا كَذٰلِكَ.

(৩০১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আসবাবপত্র নিয়া শেষ রাত্রে জাম'আ তথা মুযদালিফা হইতে (মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠাইয়া দেন। (রাবী ইবন জুরায়জ (রহ.) বলেন) আমি আতা (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি জানেন যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, "তিনি আমাকে গভীর রাত্রে পাঠাইয়াছেন"? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না, তবে শেষ রাত্রের কথাই জানি। আমি তাঁহাকে (পুনরায়) বলিলাম, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, "আমরা ফজরের নামাযের পূর্বেই জামরা (আকাবা)-এ কংকর নিক্ষেপ করিয়াছি।" তাহা হইলে তিনি ফজরের নামায কোথায় আদায় করিয়াছেন? রাবী আতা (রহ.) জবাবে বলিলেন, না, তবে আমি ততখানিই জানি।

(৩০২০) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللّٰهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩০২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি জানান যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) তাঁহার সাথের দুর্বল লোকদেরকে মুযদালিফায় অবস্থিত 'মাশআ'রুল হারাম'-এ রাত্রে অবস্থানের জন্য সর্বাগ্রে পাঠাইয়া দিতেন। ফলে তাহারা রাত্রে যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার যিকির করিত। অতঃপর তাঁহারা ইমামের উকূফ করিয়া মুযদালিফা হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (মুযদালিফা হইতে) রওয়ানা হইয়া যাইতেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ ফজরের নামাযের সময় মিনা পৌঁছিত আর কেহ ফজরের নামাযের পরে। তাহারা মিনায় পৌঁছিয়া জামরা (আকাবা)-এ কংকর নিক্ষেপ করিত। আর ইবন উমর (রাযিঃ) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্বল (তথা মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ) লোকদেরকে এই অনুমতি দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ مَا بَدَا لَهُمْ শব্দে همزه ব্যতীত অর্থাৎ ماظهر لهم (তাহাদের জন্য যতখানি করার ইচ্ছা হইয়াছিল)। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, তথায় তাহাদের 'উকূফ' ছিল না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ (তাহারা মিনায় পৌঁছিয়া জামরা (আকাবা)-এ কংকর নিক্ষেপ করিত)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয আছে। (বিস্তারিত মাসয়ালা ৩০১২নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

رَخَّصَ فِي أُولَئِكَ الخ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্বল লোকদেরকে এই অনুমতি দিয়াছিলেন) رَخَّصَ শব্দটির خ বর্ণে তাশদীদসহ الرخصة (অনুমতি) হইতে। ইহা العزيمة (শরীআতের আবশ্যিক বিধান (-এর উপর দৃঢ় আমল))-এর বিপরীত শব্দ। আর কতক রিওয়ায়তে أَرْخَصَ বর্ণিত হইয়াছে। أَرْخَصَ শব্দটি

الارخاص (মূল্যহ্রাস করা) হইতে নিঃসৃত। আল্লামা আইনী বলেন, প্রথমটি অধিক স্পষ্ট ও সহীহ। কেননা أَرْخَصَ (অধিকতর সস্তা) শব্দটি الرخص (সস্তা হওয়া, মূল্যহ্রাস পাওয়া) হইতে নিঃসৃত, যাহা الغلاء (উচ্চমূল্য, মূল্যবৃদ্ধি)-এর বিপরীত শব্দ।

মুযদালিফায় রাত্রি যাপনের মাসয়ালায় সালাফি সালিহীনের মতানৈক্য আছে ঃ ইমাম আলকামা, নাখয়ী ও শা'বী (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করিবে না তাহার হজ্জ বাতিল হইয়া যাইবে।

ইমাম আতা, যুহরী, কাতাদা, শাফেয়ী, কূফীঈন এবং ইসহাক (রহ.) বলেন, তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। যেই ব্যক্তি মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করিবে তাহার জন্য অর্ধরাত্রির পূর্বে এই স্থান হইতে (মিনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা জায়িয নাই।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আরাফাত হইতে মুযদালিফার উপর দিয়া মিনায় গেল কিন্তু মুযদালিফায় অবতরণ করে নাই তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি অবতরণ করে তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে না, রাত্রে যে কোন সময় মুযদালিফা হইতে প্রত্যাবর্তন করুক। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে।

'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে ঃ অতঃপর মুযদালিফায় উকূফ করিবে। মুযদালিফার উকূফের সময় হইতেছে সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যদি কেহ মুযদালিফার উপর দিয়া অতিক্রম করে তাহা হইলেও ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে যেমন ৯ই যুল-হিজ্জা তারিখে সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে ১০ই যুল-হিজ্জার সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময়ে আরাফাতের ময়দান দিয়া অতিক্রম কিংবা সামান্য সময় অবস্থান করিলেই ফরয আদায় হইয়া যায়। কিন্তু লোকজনের ভীড়ে ওযরের কারণে যদি দুর্বল লোকেরা মুযদালিফায় উকূফ না করে তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আল্লামা ইবনু আবিদীন শামী (রহ.) বলেন, মুযদালিফায় উকূফ করা আমাদের হানাফী মতে ওয়াজিব, সুন্নত নহে। আর ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ওয়াজিব নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমাকে বাঁ দিকে রাখিয়া উপত্যকার সমতল স্থলে দাঁড়াইয়া জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা এর বিবরণ

(৩০২১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

(৩০২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ) উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া জামরাতুল আকাবায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিয়াছেন। রাবী বলেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল, লোকেরা তো উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া কংকর নিক্ষেপ করে। তখন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ) বলিলেন, সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই, ইহাই সেই স্থান যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ (জামরাতুল আকাবা)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অন্য দুই জামরা অপেক্ষা চারিটি বস্তুতে জামরাতুল আকাবা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ হইতেছে ঃ (এক) কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করিতে হইবে, নিক্ষেপের পর তথায় আর অবস্থান করিবে না। উপত্যকার সমতল নীচু স্থানে দাঁড়াইয়া চাশতের সময় কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। (দুই) জামরাতুল আকাবা-ই হইতেছে জামরাতুল কুবরা তথা বড় জামরা। (তিন) ইহা মিনার মধ্যে নহে; বরং মক্কা মুকাররমার দিকে মিনার সীমানায় অবস্থিত। (চার) হিজরতের সময় এই জামরার পাশেই আনসারীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'জামরা'-এর নামকরণ ঃ গুড়ি পাথর একত্রিতকরণের নাম 'জামরা'। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, লোকেরা কঙ্কর নিয়া ইহার কাছে সমবেত হয়। যেমন লোকজন সমবেত হইলে বলা হয় تجمر بنو فلان (অমুক সম্প্রদায়ের লোকজন সমবেত হইয়াছে)। কেহ বলেন, আরবীগণ পাথরের ছোট টুকরাকে جمار নামে অভিহিত করেন। সুতরাং ইহার নামকরণের বিষয়টি تسمية الشئ بلازمة (কোন বস্তুকে উহার সঙ্গে থাকা বস্তুর নামে নামকরণ)-এর অনুচ্ছেদভুক্ত। আর কেহ বলেন, কেননা আদম (আ.) কিংবা ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে যখন ইবলিস উপস্থিত হইল তখন তাহাকে جمر (পাথর) নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। তাই ইহার নাম 'জামরা' রাখা হইয়াছে। (বর্তমানে কোন কোন অনির্ভরযোগ্য বই-পুস্তকে এই জামরাগুলিকে বড় শয়তান, মেজো শয়তান এবং ছোট শয়তান নামে অভিহিত করে। অথচ ইসলামী শরীআতে আদৌ ইহার কোন ভিত্তি নাই)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (সাতটি প্রস্তর খন্ড)। ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করিলে (একটি ছুটিয়া গেলে) কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। আর ইবন উমর (রাযিঃ)-এর অপর রিওয়ায়তে আছে, কিছু সদকা করিয়া দিবে।

ইমাম মালিক ও আওযায়ী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি সাতটির কম কংকর নিক্ষেপ করে এবং একের পর একটি নিক্ষেপ না করে তবে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে।

শাফেয়ীগণের মতে একটি কংকর নিক্ষেপ তরক করিলে এক মুদ্দ (৮৩০ গ্রাম), দুইটি কংকর নিক্ষেপ তরক করিলে দুই মুদ্দ (১৬৬০ গ্রাম) এবং তিন কিংবা ইহার অধিক তরক করিলে দম ওয়াজিব হইবে।

হানাফীগণের মতে অর্ধেকের কম সংখ্যক তথা তিনটি পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ তরক করিলে অর্ধ সা' (১৬৬০ গ্রাম গম বা আটা) সদকা করিতে হইবে। ইহার অধিক সংখ্যক তথা চার কিংবা চারের উর্ধ সংখ্যক কংকর নিক্ষেপ ছুটিয়া গেলে দম ওয়াজিব হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪)

يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ (প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিয়াছেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। আর সকলে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর না বলে, তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কতক রিওয়ায়তে ইবন মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ শেষ করার পর এই দু'আ পাঠ করিয়াছেন اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا (হে আল্লাহ! আপনি ইহাকে মাকবূল হজ্জ এবং গুনাহ ক্ষমার উসীলা করে দিন)। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৪-৩৩৫)

مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (এই সেই স্থান যেইখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছে।) প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা তিনি এই কথা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, হজ্জের অধিকাংশ মাসয়ালা এই সূরার মধ্যে বিদ্যমান। যেন তিনি বলিলেন هذا مقام الذى انزلت عليه احكام

الْمَنَاسِكَ (ইহা সেই স্থান, যেই স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হজ্জের আহকাম অবতীর্ণ হইয়াছে)। ইহা দ্বারা তিনি লোকদের জানাইয়া দিলেন যে, হজ্জের সকল কর্মকান্ড আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৫)

(৩০২২) وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ. قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ هٰذَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

(৩০২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিনজাব বিন হারিস তামীমী (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে গিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কুরআন মাজীদ সেই তরতীবে রাখ যেই তরতীবে জিবরাঈল (আ.) রাখিয়াছিলেন। কাজেই প্রথমে সেই সূরা যাহাতে 'বাকারা' (গাভী)-এর আলোচনা রহিয়াছে। অতঃপর সেই সূরা 'নিসা' (মহিলাগণ)-এর আলোচনা, তারপর সেই সূরা যাহাতে 'আলে ইমরান' (ইমরান পরিবার) সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। রাবী আ'মাশ (রহ.) বলেন, পরে আমি ইবরাহীম (রহ.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে হাজ্জাজের বক্তব্য সম্পর্কে জানাইলাম। তখন তিনি তাহার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়া বলিলেন, আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) আমার নিকট রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর সহিত ছিলেন। তিনি জামরাতুল আকাবায় আসেন, অতঃপর উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন এবং জামরাকে নিজের সম্মুখে রাখিলেন। তারপর উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াই সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। আর প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিলেন। রাবী বলেন, আমি (ইবন মাসউদ (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান! লোকেরা তো উপত্যকার উঁচুভূমি হইতে কংকর নিক্ষেপ করে। তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, এই সেই স্থান যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ الخ (আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে খুৎবায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। সে হইল প্রসিদ্ধ যালিম প্রশাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আছ-ছাকাফী। আ'মাশ (রহ.) এই কথাটি হাজ্জাজ হইতে রিওয়ায়তের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন নাই। কেননা, হাজ্জাজ রিওয়ায়তযোগ্য লোক নহে। তিনি শুধু ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে নকল করিয়াছেন মাত্র। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের এই ক্রমবিন্যাস দ্বারা যদি আয়াতের ক্রমবিন্যাস উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সহীহ। কেননা, কুরআন মাজীদের আয়াতের ক্রমবিন্যাস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন এবং ইহা জিবরাঈল (আ.) মারফত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। ইহাতে কাহারও মতের দখল নাই। আর এই বিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর যদি ক্রমবিন্যাস দ্বারা সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা তাহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহা তো ইমাম ও কারীগণের ইজতিহাদের ভিত্তিতে হইয়াছে। শরীআত প্রবর্তকের পক্ষ হইতে নহে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই

স্থানে হাজ্জাজ সূরা নিসাকে সূরা আলে-ইমরানের পূর্বে উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, কুরআন মাজীদের আয়াতের ক্রমবিন্যাস ঠিক রাখ। কেননা, ইহা শরীআত প্রবর্তক (شارع) -এর পক্ষ হইতে নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস ও নামকরণ শরীআতের প্রবর্তক (شارع) -এর পক্ষ হইতে হয় নাই। কাজেই ইহা ঠিক রাখার প্রয়োজন নাই। এই বিষয়টিই আ'মাশ (রহ.) হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর কাছে পেশ করিয়াছেন যে, হাজ্জাজের মতে 'সূরা বাকারা' কিংবা 'সূরা নিসা' বলা জায়িয নহে। হাজ্জাজের এই অভিমতের খন্ডনেই ইবরাহীম (রহ.) হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিলেন। এই হাদীছে তিনি 'সূরা বাকারা'-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সূরাসমূহের নামকরণ জায়িয প্রমাণিত হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফত: মুল: ৩ঃ৩৩৫ সারমর্ম)

(৩০২৩) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لاَ تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ. وَاقْتَصَّا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

(৩০২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি তোমরা 'সূরা বাকারা' বলিও না ... অতঃপর ইবন মুসহির (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩০২৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

(৩০২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা উভয়ে ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিঃ)-এর সহিত হজ্জ করিয়াছেন। রাবী বলেন, তিনি বায়তুল্লাহকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রাখিয়া (উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া) জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং বললেন, এই সেই স্থান যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি 'সূরা বাকারা' অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(৩০২৫) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(৩০২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলেন, "অতঃপর তিনি (ইবন মাসউদ (রাযিঃ)) যখন জামরাতুল আকাবায় আসিলেন।"

(৩০২৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ

إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

(৩০২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, কেহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)কে বলিল, লোকেরা আকাবার উঁচুভূমি হইতে (জামরায়) ছোট পাথর নিক্ষেপ করে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। যাহার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি এই স্থানে দাঁড়াইয়া (জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন বাহনে আরোহণ অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ– তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের হজ্জের আহকাম গ্রহণ কর

(৩০২৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ".

(৩০২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন খাশরম (রহ.) তাহারা ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন স্বীয় সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তিনি ইরশাদ করিয়াছিলেন, "তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের হজ্জের আহকাম গ্রহণ কর। কেননা আমি জানি না, হয়তো এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করিতে পারিব না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى رَاحِلَتِهِ (তাহার সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায়)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া মিনায় পৌঁছিবে তাহার জন্য কুরবানীর দিন আরোহী অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। যিনি পদব্রজে মিনায় পৌঁছিবে তাহার জন্য পদদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া কংকর নিক্ষেপ করিবে। আর আইয়্যামে তাশরীকের প্রথম দুইদিন পদব্রজে যাইয়া সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিবে। তবে তৃতীয় দিন আরোহী অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করিবে।

আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, আমাদের সংরক্ষণে রহিয়াছে যে, পরবর্তী সকল দিনেই তিনি পদব্রজে কংকর নিক্ষেপ করিয়াছেন। 'খানিয়া' গ্রন্থে আছে, সকল দিন আরোহী অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। 'যহীরিয়া' গ্রন্থে আছে সকল দিনেই পদব্রজে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। শায়খ কামালউদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) 'যহীরিয়া' গ্রন্থকারের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, পদব্রজে কংকর নিক্ষেপের মধ্যে খুশু-খুযূর

অধিক নিকটবর্তী। বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগে মুসলমানের ভীড়ের দরুণ সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করিতে গেলে লোকদেরকে কষ্টের মধ্যে পতিত করা হইতে নিরাপদ নহে। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া কংকর নিক্ষেপ করার উপযোগিতা হইতেছে যাহাতে সাহাবাগণ প্রত্যক্ষ করিয়া হজ্জের আহকাম শিক্ষা করিয়া নিতে পারে। যেমন তিনি সাহাবাগণকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফও সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'মিরকাত' গ্রন্থে বায়হাকী ও ইবন আবদুল বার (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়্যামে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ যুল-হিজ্জা) পদব্রজে কংকর নিক্ষেপ করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেই ভাবেই জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করিবে জায়িয আছে যদি কংকর জামরাতে পতিত হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৫-৩৩৬, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪১৯)

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (তোমরা আমার কাছ হইতে তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানূন শিক্ষা করিয়া নাও)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বাক্যে ل বর্ণটি لام الامر হিসাবে ব্যবহৃত। ইহার অর্থ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (তোমরা তোমাদের হজ্জ শিখে নাও)। অনুরূপই সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য রিওয়ায়তে আছে। উহ্য বাক্যটি হইবে هذه الامور التى اتيت بها فى حجتى من الاقوال والافعال والهيئات هى امور الحج وصفته وهى مناسككم فخذوها عنى واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس (এই সকল কাজ যাহা আমার এই হজ্জে আমার কথা, কাজ এবং আকার-আকৃতি ও চাল-চলনে প্রকাশিত হইতেছে ইহাই হজ্জের কার্যাবলী ও গুণাবলী। ইহাই তোমাদের হজ্জ। কাজেই তোমরা এইগুলি আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর, কবূল কর, সংরক্ষণ কর, নিজে আমল কর এবং এই বিধানগুলি লোকদেরকে শিক্ষা দাও)। এই হাদীছ হজ্জের আহকামের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মূলনীতি। আর ইহা সালাতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ صلوا كما رايتمونى اصلى (তোমরা আমাকে যেইভাবে নামায আদায় করিতে প্রত্যক্ষ করিতেছ সেইভাবে নামায আদায় কর)-এর অনুরূপ। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ৩৩৬)

لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ (হয়তো এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করিতে পারিব না)। আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেন لعلى (হয়তো) অর্থাৎ اظن (আমার ধারণা)। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, لعلى (হয়তো) শব্দটি التحقيق (নিশ্চিত) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন কুরআন মাজীদে বহুস্থানে 'নিশ্চিত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার বার্তা জানাইয়া সাহাবাগণকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের দিকে ইশারা করিয়াছেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৬, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪১৯)। (ইহা انباء الغيب (অদৃশ্য সংবাদ)-এর অন্তর্ভুক্ত। যাহা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে প্রেরণ করেন− অনুবাদক)

(৩০২৮) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّمْسِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".

(৩০২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন হুসায়ন (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার দাদী উম্মুল হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বিদায় হজ্জ করিয়াছি। তখন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি জামরাতুল আকাবায় নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করিয়া সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার সহিত বিলাল ও উসামা (রাযিঃ) ছিলেন। তাহাদের একজন উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া টানিয়া আনিতেছিলেন আর অপরজন সূর্যের তাপ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথার উপর (ছাতার ন্যায়) কাপড় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। উম্মুল হুসায়ন (রাযিঃ) আরও বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক উপদেশ বাণী বলিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে এই ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যদি নাক কান কাটা কোন ক্রীতদাসকেও (রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন) আমার মনে হইতেছে উম্মুল হুসায়ন (রাযিঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, (নাক-কান কাটা কোন) কালো (নিগ্রো ক্রীতদাসকেও) তোমাদের আমীর (প্রশাসক) নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করে তাহা হইলে তোমরা তাহার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَافِعٌ ثَوْبَهُ (মাথার উপর কাপড় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।) অর্থাৎ তাহার হাতে একটি কাপড় নিয়া মুবারক মাথার সহিত না লাগাইয়া ছাতার ন্যায় উপরে ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূর্যের তাপ হইতে ছায়া দিতেছিলেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কাপড় প্রভৃতি মাথার উপর (ছাতার ন্যায় রাখিয়া (সূর্যের তাপ হইতে) ছায়া গ্রহণ করিতে পারে। ইহা হানাফী এবং জমহুরে উলামার মত। চাই আরোহী হউক কিংবা অবতরণকারী।

ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) বলেন, ইহা জায়িয নাই। যদি কোন মুহরিম ছায়া গ্রহণ করে তবে ফিদ্‌ইয়া ওয়াজিব হইবে। তবে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমতে ফিদ্‌ইয়া ওয়াজিব হইবে না। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ৩৩৬)

عَبْدٌ مُجَدَّعٌ (নাক কান কাটা ক্রীতদাস) مُجَدَّعٌ শব্দটির ج বর্ণে যবর এবং د বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। الجدع হইতে কোন অঙ্গকে মূল হইতে কর্তন করিয়া ফেলা। ইহা দ্বারা অতি নিকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি অবহিতকরণ উদ্দেশ্য। কেননা, ক্রীতদাস তো প্রথানুসারেই তুচ্ছ। তারপর আবার কালো-নিগ্রো হওয়া অপর এক ক্রটি, নাক-কান কাটা আর এক ক্রটি। অন্য হাদীছে আছে كأن رأسه زبيبة (তাহার মাথা যেন কিসমিসের ন্যায় কালো)। এতসকল তুচ্ছগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিও যদি নেতা (ولى الامر) নিযুক্ত হইয়া যায় এবং সে তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী পরিচালনা করে তবে তাহার নির্দেশ মান্য কর এবং তাহার আনুগত্য কর। (ঐ)

(৩০২৯) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الأَعْوَرُ.

(৩০২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া ইবনুল হুসায়ন (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় দাদী উম্মুল হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, হজ্জাতুল বিদায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জ করিয়াছি।

তখন আমি উসামা ও বিলাল (রাযিঃ)কে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাহাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া আছেন আর অপরজন নিজ কাপড় দিয়া (ছাতার ন্যায় ধরিয়া) তাঁহাকে (সূর্যের) তাপ হইতে ছায়া দান করিতেছেন। এমতাবস্থায় তিনি জমরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করিতেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, আবূ আবদুর রহীম-এর নাম খালিদ বিন আবূ যায়দ। তিনি মুহাম্মদ বিন সালামার খালু। তাহার হইতে ওয়াকী ও হাজ্জাজ আল আ'ওয়ার (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামরায় নিক্ষেপযোগ্য পাথর বড় শিমের দানা পরিমাণ হওয়া মুস্তাহাব

(৩০৩০) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

(৩০৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরায় বড় শিমের দানা পরিমাণ পাথর টুকরা নিক্ষেপ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (বড় শিমের দানা পরিমাণ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, পাথর টুকরাটি এই পরিমাণ (ওযন ও আকারের) হওয়া মুস্তাহাব। আর উহা হইতেছে, বড় শিমের দানা কিংবা খেজুর বীচি কিংবা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ। ইহা হইতে বেশী ছোট কিংবা বেশী বড় পাথর টুকরা নিক্ষেপ করা মাকরূহ। এই বিষয়ে বিস্তারিত ২৮৪০নং হাদীছে দ্রষ্টব্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৫-৩৩৬)

بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার মুস্তাহাব সময়ের বিবরণ

(৩০৩১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(৩০৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন। আর কুরবানী দিনের পরবর্তীতে দ্বিপ্রহরের পরে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى (কুরবানীর দিন পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে)। ইহা দ্বারা জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা মর্ম। কেননা কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবা ব্যতীত অন্য কোন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা শরীআতে জায়িয নাই। ইহাতে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ضُحًى (পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে) দ্বারা সূর্যোদয় হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময় মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৭)

فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (অতঃপর সূর্য ঢলার পর) অর্থাৎ কুরবানীর দিনের পরবর্তী দিনসমূহে তথা আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহে সূর্য হেলার পর জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ করেন। সহীহ বুখারী শরীফে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا (ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমরা সময়ের অপেক্ষা করিতাম। যখন সূর্য ঢলিয়া যাইত তখনই আমরা কংকর নিক্ষেপ করিতাম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর দিনের পরের দিনসমূহে অপরাহ্নে জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নত। জমহুরে উলামার অভিমত ইহাই। তবে এই বিষয়ে আতা ও তাউস (রহ.) বিপরীত মত পোষণ করে বলেন, পূর্বাহ্নেও কংকর নিক্ষেপ করা ব্যাপকভাবে জায়িয। হানাফীগণ মিনা হইতে প্রস্থানের দিন (তথা ১৩ যুল-হিজ্জা) পূর্বাহ্নে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়াছেন। আল্লামা ইসহাক (রহ.) বলেন, কেহ যদি তৃতীয় দিন ব্যতীত (আইয়্যামে তাশরীকের) অন্য কোন দিনে পূর্বাহ্নে কংকর নিক্ষেপ করে তবে উহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে। শুধু তৃতীয় দিন পূর্বাহ্নে কংকর নিক্ষেপ করিলে আদায় হইয়া যাইবে। আমাদের হানাফীগণের কিতাবে ৪র্থ (তথা আইয়্যামে তাশরীকের তৃতীয় দিন এবং মিনা হইতে প্রস্থানের) দিনে পূর্বাহ্নে জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ জায়িয লিখিয়াছেন। আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) বলেন, অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মাকরূহে তানযিহীসহ উত্তম বিবেচনায় সহীহ বলিয়াছেন। আর সাহেবায়ন (রহ.) বলেন, অন্যান্য দিনের মত (প্রস্থানের দিনেও) সহীহ নহে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, আল্লামা বায়হাকী (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন اذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمى (মিনা হইতে প্রস্থানের দিন যখন (সূর্য উর্ধ্বে) আরোহণ করিবে তখন জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ করা বৈধ হইবে) الانتفاخ এর অর্থ الارتفاع (উর্ধ্বগমন, আরোহণ)।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের হানাফীগণের মতে আইয়্যামে তাশরীক-এ জামরাসমূহে ক্রমানুসারে কংকর নিক্ষেপ করিবে। প্রথম জামরায়ে উলা যাহা মসজিদে খায়ফ-এর পাশে অবস্থিত। অতঃপর জামরায়ে উসতা, তারপর জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করিবে। জামরায়ে উলায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করার পর উহার বাম পার্শ্বে সমতল ভূমিতে কেবলামুখী হইয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া দু'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার যিকির-আযকার করিবে। অতঃপর জামরায়ে উসতায় কংকর নিক্ষেপের পরও দাঁড়াইয়া অনুরূপ দু'আ করিবে। কিন্তু জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর দাঁড়াইবে না এবং দু'আও করিবে না; বরং তথা হইতে দ্রুত চলিয়া আসিবে। সহীহ বুখারী শরীফে ইবন উমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

عَنْ ابن عمر رضى الله عنه اَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِل فَيَقُوْمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلًا وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

(ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সহিত তাকবীর বলিতেন, তারপর সামনে অগ্রসর হইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া কেবলামুখী হইয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার উভয় হাত তুলিয়া দু'আ করিতেন। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিতেন এবং একটু বাঁ দিকে আসিয়া সমতল ভূমিতে কেবলামুখী দাঁড়াইয়া তাঁহার উভয় হাত উত্তোলন

করিয়া দু'আ করিতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অতঃপর বাতন ওয়াদী হইতে জামরায়ে আ'কাবায় কংকর নিক্ষেপ করিতেন। ইহার কাছে বিলম্ব না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং বলিতেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করিতে দেখিয়াছি। -(সহীহ বুখারী ১ঃ২৩৬) আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিবস অনুরূপ করা মুস্তাহাব। আর হানাফীগণের মতে এই দু'আয় উভয় হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৭)

(৩০৩২) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(৩০৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আ'লী ইবন খাশরাম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করিয়াছেন।

باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ سَبْعٌ

অনুচ্ছেদ ঃ জামরাসমূহে প্রতিবার সাত সাতটি করিয়া কংকর নিক্ষেপ করার বিবরণ

(৩০৩৩) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "الاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ".

(৩০৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ইস্তিঞ্জায় ব্যবহৃত ঢিলার সংখ্যা বেজোড়, জামারায় নিক্ষিপ্ত কংকরের সংখ্যা বেজোড়, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ-এর সংখ্যা বেজোড় এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সংখ্যাও বেজোড়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেহ যখন ইস্তিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করিবে তখন সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الاِسْتِجْمَارُ অর্থাৎ الاستنجاء بالاحجار (পাথর তথা ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা)। تَوٌّ শব্দটির ت বর্ণে যবর এবং و বর্ণে তাশদীদসহ অর্থ (বেজোড়)। ইস্তিঞ্জার স্থলে বেজোড় সংখ্যা দ্বারা তিন সংখ্যক মর্ম। যেমন ইস্তিঞ্জার অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। ইস্তিঞ্জায় তিন সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নত। হাদীছে উল্লিখিত বাকী আমলগুলিতে বেজোড় সংখ্যা দ্বারা সাত সংখ্যক মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৭)।

وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ (জামারায় নিক্ষিপ্ত কংকরের সংখ্যা বেজোড়)। সাতটি কংকরের প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। অনুরূপ সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ-এর সাতটি চক্করের প্রতিটি চক্কর ওয়াজিব -(ঐ)।

وَالطَّوَافُ تَوٌّ (আর বায়তুল্লাহর তাওয়াফও বেজোড়)। জমহুরে উলামার মতে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সাতটি চক্করের প্রতি চক্কর ফরয। আর আমাদের হানাফীগণের মতে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের চার চক্কর ফরয এবং বাকী (তিন) চক্কর ওয়াজিব -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৭)।

باب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ চুল ছাঁটা হইতে মুন্ডানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়িয

(৩০৩৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ".

(৩০৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন উমর) (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মুবারক মাথা মুন্ডন করিলেন। তাঁহার সাহাবীগণের কতক মাথা মুন্ডন করিলেন, আর কতক মাথার চুল ছাঁটাই করিলেন। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কিংবা দুইবার (দু'আয়) বলিলেন, যাহারা মাথা মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করুন। তারপর তিনি বলিলেন, যাহারা মাথার চুল ছাঁটিয়াছে তাহাদের উপরও।

<u>ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ</u> ঃ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (এক কিংবা দুইবার)। ইহা রাবী লায়ছ (রহ.)-এর সন্দেহ। অন্যথায় অধিকাংশ রিওয়ায়তে পরবর্তী রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ রহিয়াছে -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৭)।

(৩০৩৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "وَالْمُقَصِّرِينَ".

(৩০৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আয়) বলিয়াছেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি দু'আয় বলিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তাহারা (সাহাবীগণ পুনরায়) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা মাথার চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি বলিলেন এবং যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের উপরও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ الخ (তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের প্রতিও)। হাফেয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, وَالْمُقَصِّرِينَ -এর و বর্ণটি একটি উহ্য বস্তুর উপর সংযোজিত (معطوف) হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইতেছে قل وارحم المقصرين (বলুন এবং যাহারা মাথার চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের প্রতিও অনুগ্রহ করুন)। আর এই ধরণের عطف (সংযোজন, **Conjunction**)কে العطف التلقينى বলে। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ (আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করিব। তিনি (ইবরাহীম আ.) বলিলেন, আমার বংশধর থেকেও– সূরা বাকারা ১২৪) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৭)।

(৩০৩৬) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "وَالْمُقَصِّرِينَ".

(৩০৩৬) হাদীছ (আবূ আহমদ মুহাম্মদ বিন ঈসা আল-জুলূদী (রহ.) বলেন) আমাদেরকে হাদীছ জানান আবূ ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফয়ান (রহ.) তিনি মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহ.) হইতে, (ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.), তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আয়) বলিলেন, যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করুন। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের প্রতিও (দু'আ করুন)। তিনি বলিলেন, যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। তাহারা (পুনরায়) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও। তিনি বলিলেন, যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। তাহারা (পুনরায়) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি (৪র্থবারে দু'আয়) বলিলেন, যাহারা মাথার চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের প্রতিও (আল্লাহ অনুগ্রহ করুন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (ইমাম জুলূদী (রহ.) বলেন) আমাদেরকে হাদীছ জানান আবূ ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফয়ান (রহ.), তিনি ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.))। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই শরাহ-এর মুকাদ্দামায় কয়েকটি অনুচ্ছেদের একটিতে আলোচনা করিয়াছি যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ছাত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফয়ান (রহ.) সহীহ মুসলিম শরীফের তিনটি হাদীছ ছাড়া সকল হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকট হইতে সরাসরি শ্রবণ করিয়াছেন। যেই তিনটি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেন নাই ইহার একটি হইল কিতাবুল হজ্জ-এর মধ্যে এই হাদীছখানা।

উল্লেখ্য যে, এই স্থানে ইবরাহীম (রহ.) عن مسلم (ইমাম মুসলিম (রহ.) হইতে) বলিয়াছেন। কিন্তু اخبرنا مسلم (ইমাম মুসলিম (রহ.) আমাদেরকে জানান) বলেন নাই। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের অন্যান্য হাদীছে বলিয়াছেন, প্রথম এই কথাটি (ইমাম আবূ আহমদ মুহাম্মদ বিন ঈসা) আল-জুলূদী (রহ.) বলেন, قال الجلودى ثنا ابراهيم عن مسلم ثنا ابن نمير ثنا ابى ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله الى اخره (ইমাম আল-জুলূদী (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম (রহ.), তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.), তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমাদের পিতা, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর (রহ.) তিনি নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আয়) বলিলেন, যাহার মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করুন। তাহারা

আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও (দু'আ করুন) .... শেষ পর্যন্ত) - (শরহে নওয়াভী ১:৪২০)

(৩০৩৭) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ "وَالْمُقَصِّرِينَ".

(৩০৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে তিনি বলেন, অতঃপর যখন চতুর্থবার হইল তখন তিনি (দু'আয়) বলিলেন, চুল ছাঁটিয়া খাটোকারীদের প্রতিও (আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করুন)।

(৩০৩৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "وَلِلْمُقَصِّرِينَ".

(৩০৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আয়) বলিয়াছেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডন করিয়াছে এমন লোকদের ক্ষমা করুন। তাহারা (সাহাবীগণ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা মাথার চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও (মাগফিরাতের দু'আ করুন)। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে এমন লোকদের ক্ষমা করুন। তাহারা (পুনরায়) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর যাহারা মাথার চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্যও (মাগফিরাতের দু'আ করুন)। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! মাথার চুল মুন্ডনকৃতদের ক্ষমা করুন। তাহারা (পুনরায়) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা মাথার চুল খাটো করিয়াছে তাহাদের জন্যও। তিনি বলিলেন, মাথার চুল ছাঁটাইকৃতদেরও (ক্ষমা করুন)।

(৩০৩৯) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(৩০৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়্যা বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাবী আবূ যুর'আ (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩০৪০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(৩০৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ইয়াহইয়া বিন হুসায়ন (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় দাদী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিদায়

হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল মুন্ডনকৃতদের জন্য তিন বার এবং চুল ছাঁটাইকৃতদের জন্য একবার (ক্ষমার) দু'আ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তবে রাবী ওয়াকী (রহ.) حَجَّةِ الْوَدَاعِ (বিদায় হজ্জ) কথাটি বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا (ইয়াহইয়ার দাদী বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল মুন্ডনকৃতদের জন্য তিন বার এবং চুল ছাঁটাইকৃতদের জন্য একবার দু'আ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছ ছাড়া অনুচ্ছেদের অন্য কোন হাদীছে দু'আ করার বিষয়টি বিদায় হজ্জের সময়ের বলিয়া নির্ধারিতভাবে বর্ণিত হয় নাই। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে স্থানের উল্লেখ নাই। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়তে হুদায়বিয়ার সময়ের কথা নির্ধারিতভাবে বর্ণিত আছে। যেমন 'কিতাবুস সুনান' গ্রন্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে এবং আহমদ, ইবন আবী শায়বা, তয়ালিসী, তহাভী ও ইবন আবদুল বার (রহ.) হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে এই শব্দে বর্ণনা করেন ঃ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لاهل الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুদায়বিয়াবাসীদের যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের জন্য তিনবার এবং যাহারা চুল ছাঁটাই করিয়াছে তাহাদের জন্য একবার ইস্তিগফার করিতে শ্রবণ করিয়াছি)।

আহমদ ও ইবন মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে বিদায় হজ্জের সময়ের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে। 'আহমদ' ও 'ইবন আবী শায়বা' গ্রন্থে হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে নকল করেন ঃ قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واناس من اصحابه وقصر بعضهم فقال اللهم ارحم المحلقين الحديث (ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার চুল মুন্ডন করিলেন। তাঁহার কিছু সংখ্যক সাহাবীও মাথার চুল মুন্ডন করিলেন। আর কিছু সংখ্যক সাহাবী চুল ছাঁটাই করিলেন। তখন তিনি (দু'আয়) বলিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন– আল-হাদীছ)।

ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল মাগাযীতে মূসা বিন উকবা (রহ.) ... সূত্রে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। সুতরাং দু'আর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা হুদায়বিয়ার তুলনায় বিদায় হজ্জের সময়কার অধিক। ইহার সমন্বয়ে শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ উভয় স্থানেই তিনি দু'আ করিয়াছিলেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, উভয় স্থানেই দু'আ করিয়াছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা উভয় স্থানে দু'আ করার বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়। আর বর্ণিত সকল হাদীছই সহীহ যদিও বিদায় হজ্জকালের দু'আ বর্ণিত হাদীছ অধিক সহীহ এবং অধিক রিওয়ায়ত দ্বারা নির্ধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৯)

(৩০৪১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(৩০৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় নিজের মুবারক মাথার চুল মুন্ডন করিয়াছেন।

باب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالاِبْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন সুন্নত তরীকা এই যে, প্রথমে (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা, তারপর কুরবানী করা, অতঃপর মাথা মুন্ডন করা এবং মুন্ডনকৃত মাথার ডান দিক হইতে মুন্ডন করা আরম্ভ করিবে

(৩০৪২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ "خُذْ". وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

(৩০৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় পৌঁছিয়া জামরাতুল আকাবার কাছে গেলেন এবং উহাতে কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি মিনায় নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কুরবানী করিলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে ইশারায় বলিলেন, মাথার ডান পাশ হইতে (মুন্ডন) আরম্ভ কর, তারপর বাম পাশ। অতঃপর তিনি সাহাবীগণকে নিজের মুবারক চুলগুলি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَتَى الْجَمْرَةَ (অতঃপর জামরার কাছে আসিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (মুযদালিফা হইতে) মিনা আসিয়া জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে অন্য কোন কাজ না করা মুস্তাহাব; বরং সওয়ারী অবস্থায় আসিয়া সেই অবস্থায়ই কংকর নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া মিনায় যেই স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে অবতরণ করিবে -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৯)।

ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ "خُذْ" (অতঃপর তিনি ক্ষৌরকারকে ইশারায় বলিলেন, ডান পাশ হইতে শুরু কর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ক্ষৌরকারের নাম কি ছিল এই সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। সহীহ হইতেছে, তাহার নাম মা'মার বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, তিনি খারাশ বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)। সহীহ হইতেছে যে, খারাশ (রাযিঃ) হুদায়বিয়ায় ক্ষৌরকার ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৩৯)

وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ (আর তিনি (ক্ষৌরকারকে) ইশারায় বলিলেন, মাথার ডান পাশ হইতে (মুন্ডন) শুরু কর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, محلوق (মুন্ডনকৃত)-এর মাথার ডান পাশ হইতে (মুন্ডন) শুরু করা মুস্তাহাব। ইহা জমহুরে উলামার মত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইহাতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) বলেন, হানাফীগণের মতে ক্ষৌরকার নিজের ডান দিক হইতে শুরু করা মুস্তাহাব, মুন্ডনকৃতের নহে। ইহা আলোচ্য হাদীছের বিপরীত হয়। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থকার বলেন, সঠিক হইতেছে মুন্ডনকৃত মাথার ডান পাশ হইতে শুরু করাই মুস্তাহাব। (আহকার অনুবাদক বলিতেছি যে, হাদীছ দ্বারা কিন্তু ক্ষৌরকার-এর বাম পাশ হইতে শুরু করার কথা নাই। কাজেই ক্ষৌরকার যদি মুন্ডনকৃত (محلوق) -এর ডানে কিংবা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মুন্ডন কার্য করেন তাহা হইলে محلوق (মুন্ডনকৃত)-এর মাথা এবং حالق (ক্ষৌরকার) উভয়ের ডান পাশ হইতে শুরু করার উপর আমল হইয়া যায়। ফলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমতকে হাদীছের বিপরীত বলা যায় না)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৩৯-৩৪০)

ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ (অতঃপর তিনি সাহাবীগণকে নিজের চুলগুলি প্রদান করিলেন)। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে যে, হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ) সর্বপ্রথম তাঁহার মুবারক চুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তিনি হইলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর মা– উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর স্বামী হযরত আবূ তালহা আল আনসারী (রাযিঃ)। আবূ আওয়ানা (রহ.) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে সাঈদ বিন সুলায়মান (রহ.) সূত্রে এই শব্দে বর্ণনা করেন ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الحلاق فحلق رأسه ودفع الى ابى طلحة الشق الايمن ثم حلق الشق الاخر فامره ان يقسمه بين الناس (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষৌরকারকে নিজ মুবারক মাথার চুল মুন্ডন করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং ডান পাশের চুলগুলি আবূ তালহা (রাযিঃ)কে প্রদান করিলেন। অতঃপর মাথার বাম পাশ মুন্ডন করা হইলে তিনি তাহাকে উহা লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার জন্য হুকুম করিলেন)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের চুল পাক। জমহুরে উলামা ইহাই বলেন। আমাদের মতে ইহাই সহীহ। এই হাদীছ দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক চুল দ্বারা বরকত লাভ হয় এবং ইহা সংগ্রহ করা জায়িয।

আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথার মুবারক চুল সাহাবীগণের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তাহাদের মধ্যে বরকত স্থায়ী থাকে এবং তাহাদের জন্য স্মরণীয় হয়। অধিকন্তু ইহার মাধ্যমে তিনি যেন নিজের ওফাত সন্নিকটে হওয়ার দিকে ইশারা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে মুবারক মাথার চুলগুলি বন্টন করার দ্বারা সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে তিনিই তাঁহার মুবারক বগলী কবর খনন করিবেন এবং উহাতে কাঁচা ইট স্থাপন করিবেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪০)

(৩০৪৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْحَلاَّقِ "هَا". وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلاَّقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ "هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ". فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

(৩০৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী আবূ বকর (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাতের ইশারায় ক্ষৌরকারকে মাথার ডান পাশ হইতে কামানো শুরু করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি নিকটস্থ লোকদের মধ্যে নিজের মাথার মুবারক চুল বন্টন করিয়া দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি ক্ষৌরকারকে মাথার বাম পার্শ্বে চুল মুন্ডন করার জন্য ইশারা করিলেন, ক্ষৌরকার সেই মতে মুন্ডন করিলেন। তখন এই চুলগুলি উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)কে প্রদান করিলেন। আর রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন, ক্ষৌরকার ডান পাশ হইতে ক্ষৌরকার্য আরম্ভ করিল। তখন তিনি একটি দুইটি করিয়া চুল লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর বাম পাশের চুল মুন্ডানোর নির্দেশ দিলেন এবং ক্ষৌরকার সেই মুতাবিক (চুল মুন্ডন) করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আবূ তালহা কি এইখানে আছে? (আস!) তখন তিনি এই চুলগুলি আবূ তালহা (রাযিঃ)কে প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ (তখন তিনি একটি দুইটি করিয়া চুল (লোকদের মধ্যে) বন্টন করিয়া দিলেন)। وَزَّعَ (توزيع) অর্থ বন্টন করা, বিলি করা, বিতরণ করা, ভাগ করিয়া দেওয়া– (আল-মু'জামুল ওয়াফী)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, একটি দুইটি চুল উল্লেখ করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অনেক। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, পূণ্যবানগণের চিহ্ন দ্বারা বরকত লাভ হয় -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪০)।

هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ (আবূ তালহা কি এইখানে আছে?) استفهام (প্রশ্নবাচক) -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪০)

(৩০৪৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ "احْلِقِ الشِّقَّ الآخَرَ". فَقَالَ "أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ". فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(৩০৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করিলেন, অতঃপর কুরবানীর উটগুলির নিকট ফিরিয়া আসিয়া উক্ত উটগুলি (-এর ৬৩টি নিজ মুবারক হাতে) জবেহ করিলেন। ক্ষৌরকার নিকটেই বসা ছিল। তিনি স্বীয় মুবারক মাথার ডান পার্শ্বে হাতের ইশারা করিলেন এবং সে তাঁহার মাথার ডান পার্শ্বের চুলগুলি মুন্ডাইয়া দিল। তখন তিনি উহা নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মাথার অপর পার্শ্ব মুন্ডাইতে বলিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আবূ তালহা কোথায়? তখন তিনি এই চুলগুলি তাহাকেই প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى الْبُدْنِ (উটগুলির নিকট) الْبُدْنِ শব্দটির ب বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে بدنه (পবিত্র মক্কায় কুরবানীকৃত পশু)-এর বহুবচন -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪০)

(৩০৪৫) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ "احْلِقْ". فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".

(৩০৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিলেন, কুরবানী করিলেন এবং মাথা মুন্ডন করার জন্য তিনি ক্ষৌরকারের প্রতি মাথার ডান পার্শ্ব আগাইয়া দিলেন তখন সে (ডান পাশ) ক্ষৌরকার্য করিয়া দিল। অতঃপর তিনি আবূ তালহা আনসারী (রাযিঃ)কে ডাকিলেন এবং তাহাকে চুলগুলি দান করিলেন। তারপর তিনি নিজ মাথার বাম পাশ আগাইয়া দিয়া বলিলেন, মুন্ডাইয়া দাও, তখন (ক্ষৌরকার) উহাও মুন্ডাইয়া দিল। তিনি মুবারক চুলগুলি আবূ তালহাকে দিয়া ইরশাদ করিলেন ঃ এইগুলি লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩০৪২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الذَّبْحِ عَلَى الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ عَلَى الذَّبْحِ وَعَلَى الرَّمْيِ وَتَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা, কুরবানী ও কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুন্ডানো এবং এই সকলের পূর্বে তাওয়াফ করা জায়িয-এর বিবরণ

(৩০৪৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ "اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ". ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ".

(৩০৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সহিত (সওয়ারীতে) অবস্থান করিতেছিলেন, যাহাতে তাহারা (প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়িল) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। একজন লোক আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানিতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই (মাথা) মুন্ডন করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কুরবানী করিয়া নাও, কোন দোষ নাই। তারপর অপর একজন লোক আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি না জানার কারণে কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ কংকর নিক্ষেপ করিয়া নাও, কোন দোষ নাই। রাবী বলেন, তখন যেই কোন কাজ আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, করিয়া নাও, কোন দোষ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ أَشْعُرْ (আমি জানিতাম না) অর্থাৎ لم افطن (আমি বুঝিতে পারি নাই)। আর কেহ الشعور (উপলব্ধি) হইতেছে العلم (জ্ঞান) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪০)।

اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ (তুমি কুরবানী করিয়া নাও, কোন দোষ নাই)। প্রকাশ থাকে যে, সর্বসম্মত মতে কুরবানীর দিন চারিটি কাজ ক্রমানুসারে সম্পাদন করা কর্তব্য ঃ জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা, অতঃপর হাদী (উট) নহর করা কিংবা (গরু-বকরী) জবেহ করা, অতঃপর মাথার চুল মুন্ডন কিংবা ছাঁটাই করা, অতঃপর তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারত করা। সহীহায়ন গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى جمرة فرماها ثم اتى منزله منى فنحر وقال للحالق خذ واشار الى جنبه الايمن الخ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আসিলেন, অতঃপর জামরার কাছে তাশরীফ নিয়া কংকর নিক্ষেপ করিলেন, তারপর তিনি মিনায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং কুরবানী করিলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে ইশারায় বলিলেন, মাথার ডান পার্শ্ব হইতে (মুন্ডন) শুরু কর, ...)। উলামায়ে ইযাম ঐকমত্য হইয়াছেন যে, উপর্যুক্ত কাজগুলি ক্রমধারায় সম্পাদন করা কাম্য। তবে কেবল আল্লামা ইবন জাহম (রহ.) কারিন হজ্জ সম্পাদনকারীকে ইহা হইতে ব্যতিক্রম করিয়া বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে মাথার চুল মুন্ডাইতে পারিবে না। সম্ভবতঃ তিনি কারিন হজ্জ সম্পাদনকারীকে উমরার ন্যায় অবলোকন করেন। কেননা উমরাতে তাওয়াফের পর সর্বশেষে মাথার চুল মুন্ডন কিংবা ছাঁটাই করিতে হয়। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) ইবন জাহম (রহ.)-এর অভিমতকে ইজমার পরিপন্থী বলিয়া খন্ডন করিয়া দিয়াছেন।

উপর্যুক্ত চারিটি কাজ আগে-পিছে আদায় জায়িয হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) স্বীয় 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেন, এই চারিটি কাজ সম্পাদন আগে-পিছে করিলে হজ্জ হইবে বলিয়া সকল আলিম একমত। তবে কতক স্থলে দম ওয়াজিব হইবে কি না, এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। আমাদের হানাফী মতাবলম্বী আলিমগণের ফতোয়ার সার-সংক্ষেপ এই যে, তিনটি কাজের কোন একটির সহিতও তাওয়াফে যিয়ারতের ক্রমধারা ওয়াজিব নহে। তবে তিনটি কাজ তথা জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানী করা, তারপর মাথা মুন্ডন করা ক্রমানুসারে ওয়াজিব। কিন্তু মুফরাদ হজ্জকারীর উপর কুরবানী নাই। তাই তাহার জন্য শুধু প্রথমে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা, অতঃপর মাথা মুন্ডন করা, এই দুই কাজ ক্রমধারায় সম্পাদন করা ওয়াজিব। কাজেই মুফরাদ হজ্জকারী কিংবা অন্য (কিরান ও তামাত্তু' হজ্জকারীগণের) কেহ যদি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার আগে মাথা মুন্ডন করিয়া ফেলে তবে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। অনুরূপ মুফরাদ হজ্জকারী ছাড়া কারিন ও তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদনকারীগণের কেহ যদি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুন্ডাইয়া ফেলে কিংবা কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার উপরও দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডন করার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া ফেলে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। তবে সুন্নত তরক করার কারণে মাকরূহ হইবে। ইহা সবই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, যদি কেহ কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করে তাহার উপরও দম ওয়াজিব হইবে।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুন্ডন করিলে ফিদইয়া দিতে হইবে এবং কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া ফেলিলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। ইহা আল্লামা যুরকানী (রহ.) 'শরহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করার বিষয়ে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতানৈক্যে কিছু ব্যাখ্যা আছে। ইবন আবদুল হাকম (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তাঁহার মতে তাওয়াফে যিয়ারত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হইবে। যদি সে পুনরায় আদায় না করিয়া নিজের শহরে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) স্বেচ্ছায়, ভুল কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ আগে-পিছে সম্পাদনকারীদের হুকুমে পার্থক্য করেন।

ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে من قدم شيئا على شئ فعليه دم (যেই ব্যক্তি কোন কাজকে কোন কাজের আগে সম্পাদন করিবে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে)। ইহা সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ), কাতাদা, হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী, সাহেবায়ন (ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ), জমহুরে উলামা এবং ফুকাহায়ে আসহাবিল হাদীছ (রহ.) বলেন, কুরবানীর দিনে উপর্যুক্ত চারিটি কাজ ক্রমধারা রক্ষা করিয়া সম্পাদন করা ওয়াজিব নহে এবং কেহ যদি ক্রমধারা রক্ষা না করিয়া আগে-পিছে সম্পাদন করে তবে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীগণের জবাবে বলিয়াছেন لا حرج (কোন দোষ নাই) অর্থাৎ لا ضيق عليك (তোমার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নাই)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গুনাহ এবং ফিদইয়া উভয়ই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা الضيق (বাধ্য করা) উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাহা ছাড়া ফিদইয়া ওয়াজিব হওয়ার জন্য দলীল প্রয়োজন। আর যদি দম ওয়াজিব হইত তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বর্ণনা করিয়া দিতেন। কেননা, তখন ফতোয়া দেওয়ার সময় ছিল। উহাতে বিলম্ব করা জায়িয নাই।

ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) ও তাঁহার অনুরূপ মতপোষণকারীগণ মাথা মুন্ডনের পূর্বে কুরবানী করা ওয়াজিব হইবার উপর দলীল দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ (আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করিবে না, যতক্ষণ না কুরবানী যথাস্থানে পৌঁছিয়া যাইবে– সূরা বাকারা ১৯৬)

'ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) এই আয়াত দ্বারা মাথা মুন্ডন করার পূর্বে কুরবানী করা ওয়াজিব হইবার উপর দলীল দেওয়া সহীহ ও যথার্থ এবং সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা সুদৃঢ় হয়। যেমন হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ لكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله (কিন্তু আমি ইহরাম হইতে হালাল হইতে পারিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাদী উহার স্থানে পৌঁছিবে)। হযরত হাফসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ انى لبدت رأسي وقلدت هدى فلا احل حتى انحر (হাফসা (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার মাথার চুল জটবদ্ধ করিয়াছি এবং হাদীকে মালা পরাইয়াছি। কাজেই কুরবানী করা ব্যতীত আমি হালাল হইতে পারি না)। এতদুভয় হাদীছ দ্বারা জানা গেল যে, ان بلوغ الهدى محله (হাদী তাহার স্থানে পৌঁছা)-এর দ্বারা মর্ম হইবে نحره (হাদী কুরবানী করা) শুধুমাত্র উহার স্থানে পৌঁছা মর্ম নহে। কাজেই এই আয়াত দ্বারা ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর দলীল যথাযোগ্য। অনুরূপ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)ও তাঁহার ন্যায় অভিমত পোষণকারীগণের পক্ষে এই আয়াত দলীল যে, কুরবানী করার পরে মাথা মুন্ডানো ক্রমধারায় সম্পাদন করা ওয়াজিব। কেননা, ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যতীত কারিন ও তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। আর এই ক্রমধারা আরও স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ - ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (আর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করতঃ তাঁহার দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্ত কে আহার করাও। অতঃপর তাহারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে– সূরা হজ্জ ২৮-২৯)।

আয়াতে قضاء التفث (আবর্জনা অবসান করা) দ্বারা মর্ম হইতেছে, মাথার চুল মুন্ডন কিংবা ছাঁটাই করা। ইহা যবেহ-এর পরে সম্পাদনের নির্দেশ করা হইয়াছে। অধিকন্তু আয়াতের প্রকাশ্য মর্মে বুঝা যায় قضاء التفث -এর পর তাওয়াফে যিয়ারত হওয়া সমীচীন। কেননা, আয়াতে ইহার উল্লেখ শেষে হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাহা দ্বারা শুরু করিতে ইরশাদ করিয়াছেন উহা দ্বারা শুরু করাই বাদশাহর দরবারে প্রবেশকারীর জন্য উপযোগী। এই বিষয়টি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) স্মরণ করাইয়া বলেন, জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে যদি যবেহ করা হয় তাহা হইলে قلب الموضوع (স্থাপিত বস্তুর পরিবর্তন করা) অত্যাবশ্যক হয়। কেননা, জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা শরীআতের বিধান এই কারণে হইয়াছে যে, ইহার মাধ্যমে ইবরাহীম (আঃ)-এর কংকর নিক্ষেপকে স্মরণ করা। যখন তাঁহাকে স্বীয় পুত্র যবেহ করার হুকুম করা হইয়াছিল এবং জামরার স্থলে শয়তান প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল। শয়তান বিতারিত হওয়ার পর তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার খাঁটি তাওহীদের বিশ্বাসে যবেহ করার জন্য অগ্রসর হইলেন। যেমন আবুত তুফায়ল (রহ.)-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এই শব্দে বর্ণিত ঃ ثم ذهب به (اى بابراهيم) جبرائيل الى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين وعلى اسمعيل قميص ابيض فقال يا ابت انه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره فاخلعه حتى تكفننى فيه فعالجه لخلع فنودى من خلفه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا فالتفت ابراهيم فاذا هو بكبش ابيض اقرن اعين - رواه احمد والطبرانى فى الكبير

(অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)কে নিয়া জামরাতুল আকাবার দিকে গেলেন এবং তাঁহার সামনে শয়তানকে উপস্থিত করা হইল তখন তিনি তাহার উপর সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করিলেন, এমনকি সে বিতারিত হইল। অতঃপর তাহাকে পুনরায় জামরাতুল উসতার সামনে উপস্থিত করা হইল তখন তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ)কে উপুড় করিয়া মাটিতে শুয়াইয়া দিলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর গায়ে সাদা জামা ছিল। তখন তিনি বলিলেন, হে পিতা! আমার এই জামাটি ছাড়া অন্য কোন কাপড় নাই যাহা দ্বারা আমার কাফন পরাইবেন। কাজেই জামাটি খুলিয়া ফেলেন যাহাতে ইহা দ্বারা আমার কাফন পরানো যায়। অতঃপর জামাটি খুলিয়া ফেলার চেষ্টা করা অবস্থায় পিছন দিক হইতে ডাক দেওয়া হইল, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইলে। তখন তিনি তাকাইয়া দেখিলেন, অকস্মাৎ একটি সুদর্শন শিংওয়ালা শুভ্র ভেড়া– আহমদ ও ইমাম তিবরানী স্বীয় 'আলকবীর' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন)

আল্লামা খায়ছামী (রহ.) স্বীয় 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, ইহার রাবীগণ ছিকাহ। 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে আছে ঃ نزل جبريل على ابراهيم فراغ به فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم غدا به من منى الى عرفة فصلى به الصلاتين الظهر والعصر ثم وقف به حتى غابت الشمس ثم دفع به حتى اتى المزدلفة فنزل به فبات فصلى الصبح كاعجل ما يصلى احد من المسلمين ثم وقف به كابطاء ما يصلى احد من المسلمين ثم افاض به حتى اتى الجمرة فرماها ثم ذبح وحلق ثم اتى به البيت فطاف به ثم رجع به الى منى فاقام فيها تلك الايام ثم اوحى الله الى محمد ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (হযরত ইবরাহীম (আঃ) অবসর গ্রহণের পর জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করিয়া তাঁহাকে নিয়া মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর নামায আদায় করিলেন। অতঃপর পরদিন সকালে তাঁহাকে নিয়া মিনা হইতে আরাফাতে গেলেন এবং সেই স্থানে তাঁহাকে নিয়া দুইটি নামায তথা যুহর এবং আসর নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে নিয়া আরাফাতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত উকূফ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে নিয়া মুযদালিফায় পৌঁছিলেন এবং তথায় অবতরণ করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। অতঃপর প্রত্যুষে ফজরের নামায আদায় করিলেন যেমন মুসলমানদের কেহ অতি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে। অতঃপর তাঁহাকে নিয়া অবস্থান করিলেন যেমন মুসলমানদের কেহ নামায আদায়ের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া থাকে। অতঃপর তাঁহাকে নিয়া মুযদালিফা হইতে রওয়ানা হইয়া মিনায় জামরার কাছে পৌঁছিলেন এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিলেন, যবেহ করিলেন, মাথা মুন্ডন করিলেন। অতঃপর তাহাকে নিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিয়া বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে নিয়া মিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর তথায় (আইয়্যামে তাশরীকের) দিনগুলি অবস্থান করিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ওহী পাঠাইলেন, তিনি যেন একনিষ্ঠ ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ করেন)।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাবে শায়খ ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, لاحرج (কোন দোষ নাই) দ্বারা গুনাহ এবং হজ্জ বাতিল না হওয়া সাব্যস্ত হয়। কাজেই ইহা গুনাহ এবং ফ্যাসাদ তথা হজ্জ বাতিল না হওয়ার উপরই প্রয়োগ হইবে। جزاء (ফিদইয়া কিংবা দম) ওয়াজিব না হওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে না। কেননা প্রশ্নকারীর لم اشعر ففعلت (আমি জানিতাম না, করিয়া ফেলিয়াছি) কথাটি তখনই বলিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায় যখন তাঁহার কাছে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, এইরূপ করা নিষেধ। এই কারণেই প্রশ্ন করার পূর্বে ওযর পেশ করিয়াছেন। অন্যথায় প্রশ্নও করিতেন না এবং ওযরও পেশ করিতেন না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪১-৩৪২ এবং ৩৪৪ সংক্ষিপ্ত)।

(৩০৪৭) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى

رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْيِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَارْمِ وَلاَ حَرَجَ". قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَيَقُولُ "انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ". قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلاَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "افْعَلُوا ذَلِكَ وَلاَ حَرَجَ".

(৩০৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ঈসা বিন তালহা তামীমী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সওয়ারীর উপর অবস্থান করিলেন। আর সাহাবীগণ তাহাকে (হজ্জের মাসয়ালা) জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। তাহাদের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানিতাম না যে, কুরবানীর পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করিতে হয়। ফলে আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এখন কংকর নিক্ষেপ করিয়া ফেল। কোন অসুবিধা নাই। রাবী বলেন, অন্য এক লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিশ্চয়ই আমি জানিতাম না যে, মাথা মুন্ডানোর পূর্বে কুরবানী করিতে হয়। ফলে আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডাইয়া ফেলিয়াছি। তখনও তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, কুরবানী করিয়া নাও, কোন দোষ নাই। রাবী বলেন, মানুষ ভুলে কিংবা অজ্ঞাতসারে কতক পরের কাজটি আগে করিয়া ফেলিয়াছে এই সম্পর্কে কিংবা এই প্রকারের কোন বিষয় সম্পর্কে সেই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞসা করা হইলেই তিনি (জবাবে) তাহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তোমরা উহা করিয়া নাও, কোন দোষ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ (মানুষ ভুলে কিংবা অজ্ঞাতসারে কতক পরের কাজটি ...)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য রিওয়ায়ত ও পূর্ববর্তী রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ইমাম আহমদ (রহ.) দলীল পেশ করিয়া বলেন, ভুলে ও অজ্ঞতাবশতঃ কোন ব্যক্তি কুরবানীর দিনের চারিটি কাজ আগে-পরে করিয়া ফেলিলে তাহার জন্য অনুমতি রহিয়াছে এবং তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। তবে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করিলে দম ওয়াজিব হইবে। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ ইহার জবাবে বলেন, ক্রমধারায় করা যদি ওয়াজিব হয় তাহা হইলে ভুলে করিলেও উহা পতিত হইবে না। যেমন তাওয়াফ ও সাঈ ক্রমধারায় করা ওয়াজিব। কেহ যদি ভুলেও তাওয়াফের আগে সাঈ করিয়া ফেলে তবে তাহার জন্য পুনরায় সাঈ আদায় করা ওয়াজিব। আল্লামা দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, দলীলের দিক দিয়া ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমত শক্তিশালী। কেননা প্রশ্নকারী لم اشعر (আমি জানিতাম না) বলিয়া আগে-পিছে করা প্রশ্নের জবাবে অনুমতি দিয়া ইরশাদ করিয়াছেন خذوا عنى مناسككم (তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখিয়া নাও) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জের কর্মগুলি সম্পাদনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা ওয়াজিব। কাজেই لم اشعر (আমি জানিতাম না)-এর ক্ষেত্রে অনুমতি থাকিলেও স্বেচ্ছায় কর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আসল হুকুম ওয়াজিব বাকী থাকিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৪)

(৩০৪৮) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ.

(৩০৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান আল-হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩০৪৯) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ قَالَ "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ".

(৩০৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরম (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, কুরবানীর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া খুতবা দিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধারণা করিতাম যে, এই এই কাজ অমুক অমুক কাজের আগে করিতে হয়। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, এই কাজটি অমুক অমুক তিনটি কাজের পূর্বে করিতে হয়। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তুমি করিয়া নাও, কোন দোষ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ (এই তিনটি) অর্থাৎ মাথা মুন্ডানো, কুরবানী এবং কংকর নিক্ষেপ -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৪)

(৩০৫০) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى إِلَّا قَوْلَهُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

(৩০৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল-উমাভী (রহ.) তাহারা ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইবন বকর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত রাবী ঈসা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ। তবে তাহার বর্ণনায় لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ (ঐ তিনটি কাজ) কথাটি নাই। রাবী ইয়াহইয়া উমাভী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে, আমি কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডন করিয়া ফেলিয়াছি। কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি, প্রভৃতি।

(৩০৫১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ "فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ "ارْمِ وَلَا حَرَجَ".

(৩০৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিলেন, আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি (জবাবে) বলিলেন, কুরবানী করিয়া নাও। কোন দোষ নাই। রাবী বলেন (অন্য এক ব্যক্তি আরয করিলেন) আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি এখন কংকর নিক্ষেপ কর, কোন দোষ নাই।

(৩০৫২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى فَجَاءَهُ رَجُلٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(৩০৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিল, অতঃপর ইবন উয়াইনা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩০৫৩) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّى حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. فَقَالَ "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ" وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ قَالَ "افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ".

(৩০৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুহ্যায (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থানরত অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুন্ডন করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন, এখন কংকর নিক্ষেপ করিয়া নাও, কোন দোষ নাই। অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, কংকর নিক্ষেপ করিয়া নাও, কোন অসুবিধা নাই। অপর এক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিলেন, আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এখন কংকর নিক্ষেপ করিয়া নাও, কোন দোষ নাই। রাবী বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, সেই দিন যে কোন (আগে-পিছে করা) বিষয়েই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা এখন করিয়া নাও, কোন অসুবিধা নাই।

(৩০৫৪) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ فِى الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ "لاَ حَرَجَ".

(৩০৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কুরবানী, মাথা মুন্ডন, কংকর নিক্ষেপ (এই সকল কাজ সম্পাদনে) আগে-পরে হইয়া যাওয়া সম্পর্কে যে কাহারও জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।

باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করা মুস্তাহাব

(৩০৫৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ.

(৩০৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করেন, অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যুহরের নামায আদায় করেন। রাবী রাফি' (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিতেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যুহরের নামায আদায় করিতেন এবং বলিতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى (অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যুহরের নামায আদায় করেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে সহীহ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইতোপূর্বে (২৮৪০ নং) হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে আছে ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ পৌঁছিয়া তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারত করিলেন এবং মক্কা মুকাররমায় যুহরের নামায আদায় করিলেন)। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় ২৮৪০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফুল ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) কুরবানীর দিন পূর্বাহ্নে আদায় করা মুস্তাহাব। উলামায়ে ইযামের ঐকমত্যে তাওয়াফুল ইফাযা হজ্জের রুকনসমূহের একটি রুকন (ফরয)। ইহা ছাড়া হজ্জ সহীহ তথা পূর্ণ হয় না। আর এই বিষয়ে উলামায়ে ইযাম একমত যে, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুন্ডনের পর তাওয়াফুল ইফাযা করা মুস্তাহাব। কেহ যদি ইহা হইতে বিলম্ব করে এবং আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে আদায় করিয়া নেয় তাহা হইলে আদায় হইয়া যাইবে এবং তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে না। ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যদি আইয়্যামে তাশরীকের পর পর্যন্ত বিলম্ব করে এবং আইয়্যামে তাশরীকের পর আদায় করিয়া নেয় তবে শাফেয়ীগণের মতে আদায় হইয়া যাইবে এবং কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। ইহা জমহুরে উলামার অভিমত।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে যদি (আইয়্যামে তাশরীকের পর) দীর্ঘায়িত করিয়া তাওয়াফুল ইফাযা আদায় করে তাহা হইলে তাওয়াফুল ইফাযা-এর সহিত দম ওয়াজিব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৪৫)

باب اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَصَلٰوةِ الظهر وما بعدها بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ের দিন মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ এবং সেই স্থানে যুহর ও পরের ওয়াক্তের নামায আদায় করা মুস্তাহাব

(৩০৫৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى. قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

(৩০৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ আযীয বিন রুফাই (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে বলিলাম, আপনার যাহা স্মরণ আছে সেই মুতাবিক আমাকে অবহিত করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারবিয়ার (৮ই যুল-হিজ্জার) দিন যুহরের নামায কোথায় আদায় করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, মিনায়। আমি বলিলাম (হজ্জ শেষে মিনা হইতে) প্রত্যাবর্তনের দিন তিনি আসর নামায কোথায় আদায় করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, 'বাতহা' নামক উপত্যকায়। অতঃপর তিনি বলিলেন, (বর্তমানে) তোমার প্রশাসকগণ যেইরূপ করে তুমিও তদ্রুপ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَقَلْتَهُ (আপনার যাহা স্মরণ আছে সেই সম্পর্কে ...)। ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ علمته وحفظته (আপনার যাহা জানা এবং স্মরণ আছে সেই সম্পর্কে ...) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৫)

بِالْأَبْطَحِ ('আবতাহ' নামক উপত্যকায়) অর্থাৎ 'বাতহা'। ইহা মক্কা মুকাররমা ও মিনা মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। আর কেহ বলেন, ইহাকে 'মুহাস্‌সাব' এবং 'মু'আররাস'ও বলা হয়। ইহার সীমানা দুই পাহাড়ের মধ্যস্থল হইতে মাকবারা পর্যন্ত। কতক আলিম বলেন, এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'বাতহা' নামক উপত্যকায় প্রথমে আসর নামায আদায় করেন। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে স্পষ্টভাবে আছে যে, তিনি যুহরের নামায আদায় করিয়াছেন। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, আলোচ্য হাদীছ সহীহ বুখারীর বর্ণিত হাদীছের বিপরীত নহে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহ্নের সময় ব্যতীত কংকর নিক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং তিনি অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপ শেষে (মিনা হইতে) প্রত্যাবর্তন করিয়া 'মুহাস্‌সাব' উপত্যকায় যুহর আদায় করেন এবং পরে আসর আদায় করেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৫)

افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ (তোমার আমীরগণ যাহা করেন তুমিও তদ্রুপ কর।) মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, তোমরা প্রশাসকগণের বিরোধীতা করিও না। তাহারা যদি 'বাতহা' অবতরণ করে তাহা হইলে তোমরাও অবতরণ কর। আর তাহারা যদি অবতরণ না করে তবে তোমরাও অবতরণ করিও না। কেননা, তাহাদের বিরোধীতা করার দ্বারা ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং এই ওযরের কারণে অবতরণ না করাতে কোন ক্ষতি নাই -(ঐ)

(৩০৫৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

(৩০৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিহরান রাযী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ) 'আবতাহ' নামক উপত্যকায় অবতরণ করিতেন।

(৩০৫৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ. قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

(৩০৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) মুহাস্‌সাব নামক স্থানে যাত্রা বিরতি সুন্নত মনে করিতেন। তিনি (মিনা হইতে) প্রত্যাবর্তনের দিন মুহাস্‌সাব উপত্যকায় (অবতরণ করিয়া)

যুহরের নামায আদায় করিতেন। রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করিতেন এবং তাঁহার পরে খলীফাগণও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً (ইবন উমর (রাযিঃ) মুহাস্‌সাবে (বিশ্রামের) অবতরণ করা সুন্নত মনে করিতেন)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, মিনা হইতে মক্কা মুকাররমায় প্রত্যাবর্তনের সময় মুহাস্‌সাব গিরিপথে যাহা 'আবতাহ'-এর দিকে বাহির হইয়াছে উহাতে পরস্পর বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যে অবতরণ করিতেন এবং এই স্থানে রাত্রির কিছু সময় নিদ্রা যাইতেন। অতঃপর মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতেন। ইবন উমর (রাযিঃ) ইহাকে সুন্নত মনে করিতেন, ইহাই সহীহ। বিস্তারিত ৩০৬৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য -(ফত: মুল: ৩ঃ৩৪৫)

بِالْحَصْبَةِ শব্দটির ح বর্ণে যবর ও ص বর্ণে সাকিনসহ পঠিত অর্থাৎ المحصب (মুহাস্‌সাব) -(ঐ)

(৩০৫৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

(৩০৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, 'আবতাহ'-এ যাত্রা বিরতি করা সুন্নত নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এই কারণেই সেই স্থানে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম নিয়াছিলেন। যাহাতে সেই স্থান হইতে (পুনরায়) রওয়ানা করা তাঁহার জন্য সহজতর হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ بِسُنَّةٍ (সুন্নত নহে) অর্থাৎ قصدية (উদ্দেশ্যমূলক) সুন্নত কিংবা হজ্জের কোন সুন্নতসমূহের সুন্নত নহে। যাহার উপর আমল করা জরুরী। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, 'আবতাহ' নামক স্থানে বিশ্রামের উদ্দেশ্য অবতরণ করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। যদিও ইহা সর্বসম্মত মতে হজ্জের কোন কিছুই নহে - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৬)

أَسْمَحَ অর্থাৎ اسهل (সহজতর) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৬)

(৩০৬০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৩০৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবুর রবী' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩০৬১) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

(৩০৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), উমর (রাযিঃ) এবং ইবন উমর (রাযিঃ) আবতাহে অবতরণ করিতেন। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, আমাকে হাদীছ জানান উরওয়া (রহ.), তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবতাহে (বিশ্রামের জন্য) অবতরণ করিতেন না। তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে অবতরণ করিতেন যাহাতে (বিশ্রামের পর) সেই স্থান হইতে (পুনরায়) রওয়ানা হওয়া তাঁহার জন্য সহজতর হয়।

(৩০৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩০৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইবন আবূ উমর ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম নেওয়া বাধ্যতামূলক নহে। ইহা একটি মনযিল যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিশ্রামের জন্য) অবতরণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ (মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা জরুরী নহে)। অর্থাৎ হজ্জের কোন বিষয় নহে যাহার উপর আমল করা জরুরী। এই বিষয়ে ইবন উমর (রাযিঃ) বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এই স্থানে অবতরণ করা সুন্নত। ইহার দলীল হইতেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ) এই স্থানে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম নিতেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪৬)

(৩০৬৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৩০৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, আবূ রাফি' (রাযিঃ) বলেন, মিনা হইতে রওয়ানা করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবতাহে অবতরণ করার নির্দেশ দেন নাই। কিন্তু আমি সেই স্থানে পৌছিয়া তাঁবূ টানাইলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্থানে পৌছিয়া অবতরণ করিলেন। রাবী আবূ বকর (রহ.) সালিহ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে বলেন, আমি সুলায়মান বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। আর রাবী কুতায়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে বলেন, আবূ রাফি' (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামানপত্রের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَبُو رَافِعٍ (আবূ রাফি' রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি'-এর নাম اسلم (আসলাম) -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪৬)।

فَجَاءَ فَنَزَلَ (অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসিয়া সেই স্থানে অবতরণ করিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া এই স্থানে তাঁহার অনুসরণে অবতরণ করা মুস্তাহাব হইবে। এই কারণেই পরে খলীফাগণ তথায় অবতরণ করিতেন। মাসয়ালাটির সারসংক্ষেপ এই যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এই স্থানে অবতরণ করা সুন্নত নহে। ইহা দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মুহাস্সাবে অবতরণ করা হজ্জের কোন কর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই কেহ যদি এই স্থানে অবতরণ না করে তবে তাহার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। আর যিনি ইহাকে সুন্নত মনে করেন যেমন ইবন উমর (রাযিঃ)। তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ মাত্র, বাধ্যতামূলক নহে। এই স্থানে অবতরণ করিয়া যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়সহ রাত্রির কিছু সময় নিদ্রা যাওয়া মুস্তাহাব। যেমন হযরত আনাস ও ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, যখন মক্কা মুকাররমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মুহাস্সাবে সামান্য সময়ের জন্য হইলেও অবতরণ করিয়া মিসওয়াক করা চাই। আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) বলেন, অন্ততঃ সামান্য সময় সওয়ারীর উপর থাকিয়াই অবস্থান করতঃ দু'আ করিয়া নিলে সুন্নতের ফযীলত লাভ হইবে। আল্লামা কারী (রহ.) স্বীয় 'শরহুন নিকায়া' গ্রন্থে বলেন, এইরূপ বলা অধিকতর স্পষ্ট যে, ইহা সুন্নতে কিফায়া। কেননা, স্থানটি এমন প্রশস্ত নহে যে, সকল হাজী সংকুলান হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র হজ্জের আমীরগণ অবতরণ করা সমীচীন। আর বাদবাকী হাজীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে এক মুহূর্তের জন্য হইলে মুহাস্সাবে অবতরণ করিয়া নিবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৬)

وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (আর আবূ রাফি' (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসবাবপত্রের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন)। ثَقَل শব্দটির ث এবং ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ মুসাফিরের আসবাবপত্র, যাহা নিজের সহিত সওয়ারীতে বোঝাই করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ (তাহারা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করিয়া নিয়া যায়– সূরা নাহল ৭) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৭)

(৩০৬৪) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".

(৩০৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা আমরা আগামীকাল সকালে বনূ কিনানার গিরিপথে (মুহাস্সাব নামক স্থানে) অবতরণ করিব যেই স্থানে তাহারা (কুরাইশ ও বনূ কিনানার লোকেরা) কুফরীর উপর দৃঢ় থাকার কসম করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنْ شَاءَ اللهُ (আল্লাহ তা'আলা চাহেন তো)। ইহা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এবং কুরআন মাজীদের আয়াত وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا - اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللهُ (আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলিবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করিব, 'আল্লাহ ইচ্ছা করিলে' বলা ব্যতিরেকে– (সূরা কাহ্ফ ২৩-২৪)-এর উপর আমলের লক্ষ্যে বলিয়াছেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৭)

بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ (খায়ফু বনী কিনানায়) الخيف শব্দটির خ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। যাহা পাহাড়ে উঁচু শক্ত ভূমি হইতে ঢালু এবং পানির স্রোতধারা হইতে উঁচুতে অবস্থিত স্থান বা গিরিপথ (যাহা মুহাস্‌সাব নামে পরিচিত) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৭)

حَيْثُ تَقَاسَمُوا (তাহারা এই মর্মে শপথ নিয়াছিল।) অর্থাৎ কুরাইশগণ (এবং কিনানা সম্প্রদায়ের লোকেরা) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৭)।

عَلَى الْكُفْرِ (কুফরের উপর দৃঢ় থাকার ...) অর্থাৎ যখন কুরাইশগণ এই মর্মে শপথ নিয়াছিল যে, তাহারা বনূ হাশিমের নিকট কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করিবে না, তাহাদের সহিত বিবাহ-সাদীর সম্পর্ক করিবে না এবং তাহাদেরকে শি'আব (গিরিপথ)-এ অবরোধ করিয়া রাখিবে। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরবর্তী ৩০৬৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় ইনশা আল্লাহু তা'আলা করা হইবে)। যেই স্থানে কুরাইশগণ শপথ করিয়া বনূ হাশিমসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা মুকাররমা হইতে বহিষ্কার করিয়া শি'আবে আবূ তালিবে অবরুদ্ধ করিয়াছিল সেই স্থানটি আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধীনস্থ করিয়া দেওয়ায় তিনি মক্কা মুকাররমা প্রবেশের পূর্বে সেই মুহাস্‌সাবে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া বহিষ্কারকারীদেরকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাহাদের নাকে-মুখে চেহারায় তিরস্কারের ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৭)

(৩০৬৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ". وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ.

(৩০৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মিনায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আগামীকাল সকালে বনূ কিনানার গিরিপথে (মুহাস্‌সাব নামক স্থানে) অবতরণ করিব সেই স্থানে তাহারা কুফরীর উপর সুদৃঢ় থাকার কসম করিয়াছিল। আর উহা হইতেছে যে, কুরাইশ ও বনূ কিনানার লোকেরা (সম্মিলিতভাবে) বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে শপথ নিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাদের সহিত বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপন করিবে না এবং তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করিবে না যেই পর্যন্ত না তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিবে। আর 'খায়ফু বনী কিনানা' দ্বারা মর্ম 'মুহাস্‌সাব'।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَحْنُ بِمِنًى (আমরা মিনায় অবস্থানকালে)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, ইহা বিদায় হজ্জের ঘটনা। তবে কতক রিওয়ায়তে আছে, ইহা মক্কা বিজয়ের সময়কার ঘটনা। আর কতক রিওয়ায়তে আছে, গযুয়ায়ে ফতহে মক্কার পরে গযুয়ায়ে হুনায়নের ঘটনা। সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়েই তথা গযুয়ায়ে ফতহে মক্কার সময়, গযুয়ায়ে হুনায়নের সময় এবং বিদায় হজ্জের সময় তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহু সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ৩৪৭)

حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ (যেই পর্যন্ত না তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিবে)। يُسْلِمُوا শব্দটির ى বর্ণে পেশ س বর্ণে সাকিন এবং ل বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ঐতিহাসিক ইবন

ইসহাক, মূসা বিন উকবা (রহ.) এবং অন্যান্য মাগাযী লিখকগণ বলেন, কুরাইশদের নেতৃবর্গ যখন লক্ষ্য করিল যে, এতসকল অত্যাচার ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর ন্যায় বীর পুরুষও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, 'হাবশা'-এর বাদশাহ্ নাজ্জশী সাহাবায়ে কিরামকে স্বসম্মানে আশ্রয় দিয়া নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন এবং মক্কার প্রতিনিধিদেরকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, তখন তাহারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। এই খবর আবূ তালিবের কাছে পৌঁছিলে তিনি বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়া কুরাইশদের কাছে বিপরীত মত পোষণ করিলে কুরাইশ ও বনূ কিনানাসহ মক্কার সকল সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিল যে, মক্কার কোন লোক বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সহিত বাণিজ্যিক লেন-দেন করিবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে না। যতদিন পর্যন্ত তাহারা (বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার জন্য আমাদের হাতে অর্পণ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। অতঃপর এই চুক্তিটি পবিত্র কা'বাগৃহে টানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লেখ্য যে, এই চুক্তিপত্রটি মনসূর বিন ইকরামা বিন আমির বিন হাশিম বিন আবদ মান্নাফ বিন আবদুদ্দার বিন কুসাই নামক জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছিল।

ঐতিহাসিক আবূ ইসহাক (রহ.) লিখেন, অবশেষে আবূ তালিব নিরুপায় হইয়া আবূ লাহাব ব্যতীত বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সহিত জোটবদ্ধভাবে 'শি'আরে আবূ তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবূ লাহাব কুরাইশদের পক্ষে রহিয়া গিয়াছিল। কেহ বলেন যে, তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইবন ইসহাক (রহ.) বলেন, তাঁহারা দুই কিংবা তিন বছর এই উপত্যকায় অবরোধ অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক মূসা বিন উকবা (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলেন যে, তাঁহারা তিন বছর অবরোধ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহা এত কঠিন সময় ছিল যে, জঠর জ্বালা নিবারণের উদ্দেশ্যে তাঁহাদেরকে গাছের পাতা খাইতে হইয়াছে। অবরুদ্ধদের আত্মীয়-স্বজনদের কেহ যদি গোপনে কোন খাদ্য-দ্রব্য পাঠাইত উহা মুশরিকরা জানিতে পারিলে তাহার উপর অত্যাচার চালাইত।

হিশাম বিন আমর বিন আল-হারছ আল আমিরী নামক জনৈক ব্যক্তি বনূ হাশিমের নিকটাত্মীয় ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের মধ্যেও অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি গোপনে গোপনে তাহাদের নিকট খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতেন। তিনি একদা আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র যুহায়র বিন আবূ উমাইয়্যার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আমরা প্রচুর পরিমাণে পানাহার করিব আর আমাদের আত্মীয়দের ভাগ্যে একটি দানাও জুটিবে না? ইহা হয় না। অতঃপর তাহারা দুইজন সম্মিলিতভাবে মাত'আম বিন আদী ও যুম'আ বিন আসওয়াদ-এর কাছে যাইয়া এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া উক্ত চুক্তিপত্রটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পরদিন সকলে মিলিত হইয়া পবিত্র হারম শরীফে হাজরে আসওয়াদে উপস্থিত হইয়া যুহায়র বিন উমাইয়্যা সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "হে মক্কাবাসীগণ! ইহা কেমন কথা যে, আমরা সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করিব আর বনূ হাশিমদের ভাগ্যে সামান্য খাবারও জুটিবে না? আল্লাহর কসম! এই অন্যায় চুক্তিপত্র ছিঁড়িয়া না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হইব না।" এই কথা শ্রবণের পর আবূ জাহল সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল, সাবধান! এই চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে কাহাকেও কিছু করিতে দেওয়া হইবে না।

তারীখে ইবন সা'দ গ্রন্থে আছে, যুম'আ দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী। এই চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় আমরা রাযী ছিলাম না। ইত্যকার বাক বিতন্ডা করিতে করিতে মাত'আম বিন আদী চুক্তিপত্রটি স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর মাত'আম বিন আদী, আদি বিন কায়স, যুম'আ বিন আসওয়াদ এবং আবুল বুখতারী প্রমুখ সশস্ত্র হইয়া বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে অবরোধ হইতে উদ্ধার করিলেন -(সীরাতুন্নবী লি শিবলী নু'মানী)

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহ.) উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ রিসালত প্রাপ্তির ১০ম বছর তাঁহারা 'শি'আরে আবূ তালিব' হইতে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে জনাব আবূ তালিব মৃত্যুবরণ করেন। ইবন ইসহাক (রহ.) বলেন, আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রাযিঃ) একই বছর ইনতিকাল করেন। ফলে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল যাহা আবূ তালিবের জীবদ্দশায় কখনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৭-৩৪৮)

يَعْنِى بِذَالِكَ الْمُحَصَّبَ (অর্থাৎ ইহাই হইতেছে সেই মুহাস্‌সাব)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, الْمُحَصَّبَ শব্দটির ص বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। মুহাস্‌সাব মূলতঃ সেই সকল স্থানকে বলে যেই স্থানে অত্যধিক প্রস্তরখন্ড থাকে। এই স্থানে সেই গিরিপথ মর্ম যাহা মিনার এক পার্শ্ব হইতে শুরু হইয়া 'আবতাহ' পর্যন্ত যাইয়া শেষ হইয়াছে। এই কারণেই রাবীগণ 'মুহাস্‌সাব' এবং 'আবতাহ'-এর কোন পার্থক্য করেন না। আর مُحَصَّب (মুহাস্‌সাব)কে خيف بنى كنانه (খায়ফু বনী কিনানা)ও বলা হয়। الخيف শব্দটি সাধারণভাবে سفح الجبل (পাহাড়ের পাদদেশ) অর্থে ব্যবহৃত হয় -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৮)।

(৩০৬৬) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِى وَرْقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ إِذَا فَتَحَ اللّٰهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".

(৩০৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের (মক্কা) বিজয় দান করেন তাহা হইলে ইনশা আল্লাহু তা'আলা আমাদের অবতরণের স্থান হইবে খায়ফ (মুহাস্‌সাব)-এ, যেই স্থানে কুরাইশগণ কুফরীর উপর সুদৃঢ় থাকার শপথ নিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا فَتَحَ اللّٰهُ الْخَيْفُ (আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের বিজয় দান করেন তাহা হইলে 'খায়ফ' হইবে আমাদের অবতরণ স্থান)। الْخَيْفُ শব্দের শেষ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। مبتدأ (উদ্দেশ্য) ইহার خبر (বিধেয়) منزلنا (আমাদের অবতরণ স্থান)। কাজেই ইহা فتح (বিজয়) فعل (ক্রিয়া)-এর مفعول (কর্মপদ) নহে। অর্থাৎ منزلنا الخيف اذا فتح الله مكة (আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের মক্কা বিজয় দান করেন তাহা হইলে (ইনশা আল্লাহ) আমাদের মঞ্জিল হইবে খায়ফ) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৮)।

بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِىَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِى تَرْكِهِ لأَهْلِ السِّقَايَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রগুলি মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। তবে পানি সরবরাহ-কারীগণের জন্য রাত্রি যাপন না করার অনুমতি রহিয়াছে

(৩০৬৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

(৩০৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) মিনার রাত্রিগুলি মক্কা মুকাররমায় যাপন করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করিলেন। কেননা, তাঁহার উপর (যমযমের) পানি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيَالِيَ مِنًى (মিনার রাত্রিগুলি) ইহা দ্বারা যুল-হিজ্জা মাসের ১১তম রাত্রি এবং তৎপরবর্তী দুই রাত্রি মর্ম -(ঐ)

مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (কারণ তাঁহার উপর পানি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল) মসজিদে হারামে অবস্থিত পবিত্র যমযমের পানি বালতিতে ভর্তি করিয়া উঠাইয়া তাওয়াফুল ইফাযা ও অন্যান্য তাওয়াফকারীগণকে পানি পান করানোর দায়িত্বে বনূ আব্বাস নিয়োজিত ছিলেন। কেননা, অনেক লোকের সমাগমের কারণে (যমযম) কূপ হইতে পানি পান করা সহজ হইত না। আর এই বরকতময় প্রতিনিধিত্ব এখনও বনূ আব্বাসের মাধ্যমে চলিয়া আসিতেছে। উল্লেখ্য যে, কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় রক্ষিত চৌবাচ্চাসমূহ হইতে পানি পান করানোর দায়িত্ব কুসাই-এর হাতে ছিল। অতঃপর তাহার পুত্র আবদে মানাফ, অতঃপর তাহার পুত্র হাশিম, অতঃপর তাহার পুত্র আবদুল মুত্তালিব, অতঃপর তাহার পুত্র আব্বাস (রাযিঃ), অতঃপর তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ (রাযিঃ), অতঃপর তাহার পুত্র আলী (রহ.) অনুরূপভাবে বংশ পরম্পরায় এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বে বহুলোক এই কাজে নিয়োজিত আছে। আল্লামা আযরুকী (রহ.) বলেন, আবদে মানাফ হাজীগণের তৃষ্ণা নিবারণ করানোর জন্য মশকে পানি ভর্তি করিয়া নিজেই বহন করিয়া মক্কার পবিত্র কা'বার আঙ্গিনায় চামড়ার তৈরী চৌবাচ্চাসমূহে রাখিয়া দিতেন। অতঃপর তাহার পুত্র হাশিম অনুরূপ আঞ্জাম দেন। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব। অতঃপর যখন যমযম কূপ খনন করা হইল তখন তিনি কিসমিস ক্রয় করিয়া যমযমের পানিতে ভিজাইয়া রাখিতেন এবং এই শরবত লোকদের পান করাইতেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৮)।

فَأَذِنَ لَهُ (তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, আমাদের কতক আলিম বলেন, বনূ আব্বাস-এর যাহারা লোকদেরকে পানি পান করানো কাজে নিয়োজিত তাহাদের জন্য মিনার রাত্রগুলি মিনায় যাপন না করিয়া মক্কা মুকাররমায় যাপন করা জায়িয। আর যাহাদের শক্ত ওযর আছে তাহারাও অনুরূপ করিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, ওযর ছাড়া এই সুন্নত তরক করা জায়িয নাই।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে দুইটি মাসয়ালা রহিয়াছে। (এক) আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রগুলি মিনাতে যাপন করার নির্দেশ রহিয়াছে। (তাওয়াফে ইফাযা শেষে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এই স্থানে দুই বা তিন দিন প্রত্যহ তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব) ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু উক্ত রাত্রিগুলি মিনাতে যাপন করা সুন্নত না কি ওয়াজিব? এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর এই ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। অধিক সহীহ অভিমতে ওয়াজিব। অনুরূপ ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মত। দ্বিতীয় অভিমতে সুন্নত। ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ), হাসান বাসরী ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত। কাজেই যাহারা মিনাতে রাত্রি যাপন ওয়াজিব হইবার প্রবক্তা তাঁহাদের মতে উহা তরক করিলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যাহারা সুন্নত হইবার প্রবক্তা তাঁহাদের মতে দম ওয়াজিব হইবে না।

(দুই) রাত্রিতে হাজীগণকে যমযমের পানি সরবরাহ করার কাজে নিয়োজিতদের জন্য মিনাতে রাত্রিযাপন করা বাধ্যতামূলক নহে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বনূ আব্বাস-এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করেন না; বরং যাহারাই এই দায়িত্ব পালন করিবেন তাহাদের জন্যও প্রযোজ্য। ইহাই সহীহ। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৮, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪২৩)

(৩০৬৮) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৩০৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন উমর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسِّقَايَةِ وَالثَّنَاءِ عَلٰى أَهْلِهَا وَاسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত। এই কাজে নিয়োজিতদের প্রশংসা করা এবং যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব

(৩০৬৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ "أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا". فَلاَ نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩০৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল (রহ.) তিনি ... বকর ইবন আবদুল্লাহ মুযানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সহিত পবিত্র কা'বার কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক বেদুঈন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, কি হইল? আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, আপনার চাচাতো ভাইয়েরা (হাজীদেরকে) মধু ও দুধ পান করায়। আর আপনারা নাবীয (কিসমিস বা খেজুর ভিজানো তৈরী শরবত) পান করান? ইহা কি আপনাদের দারিদ্রতার কারণে, না কৃপণতার কারণে? হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) (জবাবে) 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করিয়া বলিলেন, আমাদেরকে দারিদ্রতা স্পর্শ করে নাই এবং আমরা কৃপণও নই। আসল কথা হইতেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া এই স্থানে তাশরীফ আনেন এবং তাঁহাকে এক পেয়ালা নাবীয দিলাম। তিনি উহা পান করিলেন এবং অবশিষ্টটুকু উসামা (রাযিঃ)কে পান করিতে দিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, "তোমরা খুব উত্তম ও সুন্দর কাজের আঞ্জাম দিতেছ এবং এইরূপ করিতে থাক। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাহা করার নির্দেশ দিয়াছেন উহা আমরা পরিবর্তন করিতে চাই না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَسْقُونَ النَّبِيذَ (আপনারা নাবীয পান করান)? শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই নাবীয হইতেছে কিসমিস কিংবা খেজুর অল্প সময় পানিতে ভিজাইয়া রাখিলে উক্ত পানির মধ্যে কিসমিস কিংবা খেজুরের সুমিষ্ট খাদ্য জাতীয় বস্তু পানিতে মিশ্রিত হইয়া সুস্বাধু পানীয় (শরবত) তৈরী হয়, ইহাকে 'নাবীয' বলে। তবে দীর্ঘ সময় উহা পানিতে ভিজাইয়া রাখার কারণে যদি নেশার সৃষ্টি হইয়া যায় তবে উহা পান করা হারাম। স্পষ্ট যে, এই নাবীয যমযমের পানিতে কিসমিস কিংবা খেজুর অল্প সময় ভিজানো শরবত ছিল -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৯)।

فَشَرِبَ (তখন তিনি পান করিলেন)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বনূ হাশিমের কতক কতককে নফল সদকা (দান) করা জায়িয। তবে তাঁহাদের জন্য ওয়াজিব সদকা (যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি) গ্রহণ করা জায়িয নাই। এই নাবীয ওয়াজিব সদকা ছিল না। কেননা ইহা হইতেছে যিয়াফতের শরবত। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদ ও রাস্তায় রক্ষিত পানীয় ধনীদের জন্য পান করা জায়িয আছে। কেননা ইহা কেবল দরিদ্রদের জন্য রাখা হয় না; বরং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য রাখা হয় -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪৯)।

أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ (তোমরা উত্তম ও সুন্দর কাজের আঞ্জাম দিতেছ) অর্থাৎ فعلتم الفعل الحسن الجميل (তোমরা একটি উত্তম ও চমৎকার কাজ করিতেছ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাল কাজের প্রশংসা করা জায়িয। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা পানি পান করানোর ফযীলত প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে হাজীদের এবং বণিকদেরকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪৯)।

بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُوْدِهَا وَجِلَالِهَا وَأَنْ لَا يُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَجَوازِ الْاِسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত, চামড়া, উটের পিঠে ব্যবহৃত ঝুল দান করা এবং এইগুলি দিয়া কসাইয়ের মজুরী পরিশোধ না করার বিবরণ

(৩০৭০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

(৩০৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আলী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার কুরবানীর উটগুলির কাছে দাঁড়াইতে এবং এইগুলির গোশত, চামড়া ও ঝুল সদকা করিয়া দিতে হুকুম দিয়াছেন এবং উহা দিয়া কসাইয়ের পারিশ্রমিক দিতে নিষেধ করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ হইতে উহার পারিশ্রমিক পরিশোধ করিয়া দিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بُدْنِهِ (তাঁহার উটগুলির)। بُدْن শব্দটির ب বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিনসহ পঠনে بُدْنَة -এর বহুবচন। এই স্থানে بُدْن দ্বারা সেই সকল উটগুলি মর্ম যাহা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদী হিসাবে মক্কা মুকাররমায় সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন। এই উটগুলির সর্বমোট সংখ্যা ছিল একশত -(ফ: মু: ৩:৩৪৯)

وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا (এই উটগুলির গোশত খয়রাত করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন)। আল্লামা ইবন খাযীমা (রহ.) বলেন, কুরবানীকৃত প্রতিটি উট হইতে এক দুই টুকরা করিয়া গোশত নিয়া রান্না করা ছাড়া বাদবাকী সকল গোশত মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। যেমন জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত ২৮৪০ নং দীর্ঘ হাদীছে আলোচনা করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪৯)

وَجُلُودِهَا (এইগুলির চামড়া)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, নিজের কুরবানীর চামড়া বিক্রি করা নিষেধ। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা প্রমাণ যে, হাদী

(কুরবানীকৃত পশু)-এর চামড়া, ঝুল (উটের পিঠের আস্তরণ) বিক্রি করা যাইবে না। কেননা ইহা لحم (গোশত)-এর উপর عطف (সংযোজন) করা হইয়াছে। এইগুলি গোশতের মত খয়রাত করিয়া দিবে। আর এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, কুরবানীর গোশত বিক্রি করা যাইবে না। অনুরূপ চামড়া এবং ঝুল বিক্রি করা যাইবে না। (বিক্রি করিলে উহার মূল্য মিসকীনদের মধ্যে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪৯)

وَأَجِلَّتِهَا (এইগুলির ঝুল)। أجل শব্দটির ج বর্ণে যের ل বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে جلال -এর বহুবচন। جلال শব্দটির ج বর্ণে যের ل বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠনে جُل -এর বহুবচন। جُل শব্দটির ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ উটের পিঠের আস্তরণ, ঘোড়ার জিন, অশ্ব বস্ত্র -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫০)।

وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا (উহা দিয়া কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করিলেন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, যেই কসাই হাদী তথা কুরবানীর গোশত কাটার কাজ করিয়াছে তাহাকে সেই কুরবানীর চামড়া, গোশত ইত্যাদি দিয়া পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লামা বাগভী (রহ.) বলেন, কুরবানীর গোশত কাটার মজুরী দেওয়ার পর যদি প্রত্যক্ষ করে যে, সে মিসকীনও বটে তাহা হইলে উহা হইতে খয়রাত করিতে পারিবে। যেমন অন্যান্য গরীব-মিসকীনকে খয়রাত করা হয়। ইহাতে কোন দোষ নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

قَالَ "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (তিনি ইরশাদ করিলেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ হইতে উহা পরিশোধ করিয়া দিব)। অর্থাৎ তাহার কাজের মজুরী। ইহার প্রবক্তা হযরত আলী (রাযিঃ) কিংবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হওয়াই অধিক স্পষ্ট। যেমন মুল্লা আলী কারী (রহ.) স্বীয় 'মিরকাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫০)

(৩০৭১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৩০৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা আবদুল কারীম জাযারী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩০৭২) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ.

(৩০৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আলী (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন। তবে রিওয়ায়তে 'কসাইয়ের মজুরী'-এর কথা উল্লেখ নাই।

(৩০৭৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ. أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

(৩০৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন, মুহাম্মদ বিন মারযূক ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাঁহার কুরবানীকৃত উটগুলির নিকট অবস্থান করিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাহাকে উটের সমস্ত গোশত, চামড়া ও ঝুল মিসকীনদের মধ্যে খয়রাত করারও নির্দেশ দিলেন এবং ইহা হইতে কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু প্রদান করিতে নিষেধ করা হয়।

(৩০৭৪) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِىُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ.

(৩০৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন।

بَابُ جواز الاِشْتِرَاكِ فِى الْهَدْىِ وَإِجْزَاءِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلٍّ واحدة مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীকানায় কুরবানী দেওয়া জায়িয এবং একটি উট কিংবা গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়-এর বিবরণ

(৩০৭৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

(৩০৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আমরা একটি উট সাতজনের পক্ষে এবং একটি গরু সাতজনের পক্ষে কুরবানী করিয়াছি।

(৩০৭৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِى الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِى بَدَنَةٍ.

(৩০৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (মক্কা মুকাররমার দিকে) রওয়ানা হইলাম। তখন তিনি আমাদেরকে প্রতিটি উট এবং গরুতে সাতজন শরীক হইয়া কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

(৩০৭৭) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

(৩০৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জব্রত পালন করিয়াছি। তখন আমরা প্রতি সাতজনের পক্ষ হইতে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করিয়াছি।

(৩০৭৮) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِى بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِى الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِى الْجَزُورِ قَالَ مَا هِىَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِى بَدَنَةٍ.

(৩০৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জ ও উমরা পালনকালে সাতজন শরীক হইয়া একটি উট কুরবানী করিয়াছি। জনৈক লোক হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন جَزُور (হারম শরীফের কুরবানীর স্থলে ক্রয়কৃত উট)-এ যে কতজন শরীক হওয়া যায়– بُدْنَة (ইহরাম বাঁধিবার সময় হইতে সঙ্গে নিয়া যাওয়া হাদী তথা উট)তেও কি অনুরূপ শরীক হওয়া যায়? তিনি জবাবে বলিলেন, 'জাযূর' তো 'বুদনা'-এর অনুরূপই (অর্থাৎ উভয়ের হুকুম এক)। হযরত জাবির (রাযিঃ) হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা উক্তদিন সত্তরটি উট কুরবানী করিয়াছি। প্রতিটি উটেই আমরা সাতজন করিয়া শরীক ছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيُشْتَرَكُ فِى الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِى الْجَزُورِ ('জাযূর'-এ যে কতকজন শরীক হওয়া যায় 'বুদনা'তে-ও কি অনুরূপ শরীক হওয়া যায়)? উলামায়ে ইযাম বলেন, الْجَزُور শব্দটির ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা হইতেছে البعير (উট)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে البدنة এবং الْجَزُور -এর মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, البدنة হইল সেই উট, যাহা ইহরাম বাঁধিবার সময় হইতেই হাদী স্বরূপ মক্কা মুকাররমায় যথাস্থানে কুরবানীর জন্য নিয়া যাওয়া হয়। আর الْجَزُور হইল সেই উট, যাহা ইহরাম বাঁধিবার পরে যে কোন সময়ে ক্রয় করিয়া মক্কা মুকাররমার যথাস্থানে কুরবানী করা হয়। প্রশ্নকারী ধারণা করিয়াছিলেন যে, পরবর্তীতে ক্রয়কৃত উট (الْجَزُور) -এর অংশীদারে কুরবানী করা অধিক হকদার। তখন জাবির (রাযিঃ) জবাবে বলিয়া দিলেন الْجَزُور (উট) যখন হজ্জের জন্য ক্রয় করা হয়, তখন ইহার হুকুম بدنه (হাদী-উট)-এর অনুরূপ হইয়া যায়। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৫১)

(৩০৭৯) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِىَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِى الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ. حَجِّهِمْ فِى هَذَا الْحَدِيثِ.

(৩০৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইহরাম খোলার সময় কয়েকজন শরীক হইয়া এক একটি 'হাদী' কুরবানী করার নির্দেশ দেন। ইহা সেই সময়ের কথা যখন তিনি তাহাদেরকে হজ্জের ইহরামকে (উমরার ইহরামে) পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৩০৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.

(৩০৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছি। আমরা সাতজন শরীক হইয়া একটি গরু কুরবানী করিয়াছি।

(৩০৮১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.

(৩০৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করেন।

(৩০৮২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ.

(৩০৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাঈদ বিন ইয়াহইয়া উমাভী (রহ.) তাঁহারা ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিনীগণের পক্ষ হইতে একটি (গরু) কুরবানী করেন। আর রাবী আবূ বকর (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি তাঁহার হজ্জব্রত পালনকালে একটি গরু কুরবানী করেন।

باب استحباب نَحْرِ الْابل قِيَامًا معقولة

অনুচ্ছেদ ঃ উটকে দন্ডায়মান অবস্থায় বাঁধিয়া কুরবানী করা মুস্তাহাব

(৩০৮৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم.

(৩০৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... যিয়াদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তির কাছে আসিলেন, সে তাঁহার উটকে (মিনাতে) বসাইয়া কুরবানী করার প্রস্তুতি নিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে দন্ডায়মান অবস্থায় বাঁধিয়া কুরবানী কর, ইহাই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ (যিয়াদ বিন জুবায়র রহ.)। جُبَيْرٍ শব্দটি ج বর্ণ দ্বারা تصغير (ক্ষুদ্রকরণ) রূপে পঠিত। তিনি বাসরী তাবেঈ ছিকাহ রাবী। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫২)

وَهُوَ يَنْحَرُ الخ অর্থাৎ يريد ان ينحرها بمنى (সে মিনাতে উট যবাই করার প্রস্তুতি নিতেছিল)। যেমন কতক রিওয়ায়তে অনুরূপ আছে। আর بَارِكَةً শব্দটি البروك হইতে। হাটু গাড়িয়া বসিয়াছে এমন উট। যেমন বলা হয় برك البعير উট হাটু ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে। বস্তুতঃভাবে উটকে হাটু গাড়িয়া সীনার উপর বসানোকে بَارِكَةً বলে। -(ঐ)

ابْعَثْهَا (উহাকে ছাড়িয়া) অর্থাৎ اثرها (উহাকে ছাড়িয়া দাও) যেমন উটকে দড়ি খুলিয়া ছাড়িয়া দিলে حل عقالها বলা হয় কিংবা فارسلها كانت باركة فهاجها (উটটি হাটু গাড়িয়া বসা ছিল অতঃপর উহাকে উঠানো হইল)। এই স্থানে দ্বিতীয় অর্থই মর্ম– (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫২)

قِيَامًا (দাঁড়ানো অবস্থায়)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, قِيَامًا শব্দটির ক্রিয়ামূল قائمة অর্থাৎ انحرها قائمة (উহাকে দাঁড়ানো অবস্থায় যবেহ কর) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫২)

مُقَيَّدَةً (বাঁধিয়া)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, উটের বাম হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় কুরবানী করা সুন্নত। আর গরু ও বকরী বাম কাতে শয়ন করাইয়া যবেহ করা সুন্নত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫২)

سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم (ইহাই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত)। سُنَّةَ শব্দটি مفعول متبعا فاعلا بها سنة محمد صلى الله عليه وسلم হওয়ার কারণে منصوب (যবর বিশিষ্ট) হইবে। অর্থাৎ কিংবা سنة محمد صلى الله عليه وسلم হইবে। আর ইহা পেশ বিশিষ্ট পঠনও জায়িয। যেমন مناسك (হজ্জ) অনুচ্ছেদে আল-হারবী (রহ.)-এর রিওয়ায়ত এই শব্দে আছে। فقال له انحرها قائمة فانها سنة محمد صلى الله عليه وسلم (তখন তাহাকে বলিলেন, তুমি ইহাকে দন্ডায়মান অবস্থায় কুরবানী কর। কেননা, ইহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫২)

باب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بسبب بِذَلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তির নিজে (মক্কায়) যাইতে ইচ্ছা নাই তাহার পক্ষে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পাঠানো ও গলায় মালা পরানো এবং মালা পাকানো মুস্তাহাব। আর (প্রেরক) ইহরাম-কারীর অনুরূপ হইবে না এবং এই কারণে তাহার উপর (ইহরামকারীর ন্যায়) কোন কিছু হারাম হইবে না

(৩০৮৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

(৩০৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাঁহারা ... উরওয়া বিন যুবায়র ও আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা হইতে তাঁহার কুরবানীর পশু (মক্কা মুকাররমার হারমে) পাঠাইতেন। আমি তাঁহার কুরবানীর পশুর মালা তৈরী করিয়া দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতেন না যাহা হইতে ইহরামকারীগণকে বিরত থাকিতে হয়।

(৩০৮৫) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৩০৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩০৮৬) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىَّ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(৩০৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মনসূর ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাঈদ বিন মানসূর। খালাফ বিন হিশাম ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশুর মালা তৈরীর দৃশ্যটি এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছি। ... অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রহিয়াছে।

(৩০৮৭) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلاَ يَتْرُكُهُ.

(৩০৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি আমার হাতদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশুর মালা তৈরী করিয়া দিয়াছি। অতঃপর তিনি কোন বস্তু হইতে বিরত থাকিতেন না এবং কোন বস্তু বর্জন করিতেন না (যাহা ইহরামকারীগণ বর্জন করিয়া থাকেন)।

(৩০৮৮) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ.

(৩০৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা ইবন কা'নাব (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশুর মালা তৈরী করিয়া দিয়াছি। তারপর তিনি কুরবানীর পশুকে চিহ্নিত করেন এবং গলায় মালা পরাইয়া দেন। তারপর তিনি উহা (লোক মারফত) বায়তুল্লাহ (হারম)-এ প্রেরণ করেন আর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার উপর এমন কোন বস্তু হারাম হয় নাই যাহা তাঁহার উপর (কুরবানীর পশু প্রেরণের পূর্বে) হালাল ছিল।

(৩০৮৯) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ أَفْتِلُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَىَّ ثُمَّ لاَ يُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلاَلُ.

(৩০৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী ও ইয়াকূব বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাদী (কুরবানীর পশু মক্কা মুকাররমায়) প্রেরণ করিতেন আর আমি নিজ হাতে উহার মালা তৈরী করিয়া দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন বস্তু হইতে বিরত থাকিতেন না যাহা হইতে কোন ব্যক্তি হালাল অবস্থায় বিরত থাকে না।

(৩০৯০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلاَلاً يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.

(৩০৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উম্মুল মু'মিনীন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে রক্ষিত রঙ্গীন পশমের সুতা দিয়া আমি (কুরবানীর পশুর) মালা তৈরী করিয়া দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরবানীর পশু মক্কা মুকাররমার হারমে প্রেরণ করিয়া) হালাল অবস্থায় আমাদের কাছে আসিয়া প্রভাত করিতেন যেমন কোন ইহরামবিহীন হালাল ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর কাছে আসিয়া করিয়া থাকে কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর কাছে যেইভাবে আসিয়া থাকে তিনিও সেইভাবে আসিতেন।

(৩০৯১) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلاَلاً.

(৩০৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি যেন এখনও নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর বকরীর জন্য মালা তৈরীরত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি উহা (মক্কা মুকাররমার হারমে) পাঠাইয়া দিতেন। অতঃপর (ইহরামবিহীন) হালাল অবস্থায় আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেন।

(৩০৯২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

(৩০৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীকে পরানোর জন্য আমি মালা তৈরী করিতাম। অতঃপর তিনি উহা নিজের হাদী তথা কুরবানীর পশুর গলায় পরাইয়া দিতেন। অতঃপর উহা (মক্কা মুকাররমায়) পাঠাইয়া দিতেন। অতঃপর তিনি (মদীনা মুনাওয়ারায়) অবস্থান করিতেন এবং এমনকিছু বস্তু হইতে বিরত থাকিতেন না– যাহা হইতে কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিরত থাকে (অর্থাৎ তিনি ইহরাম মুক্ত হালাল অবস্থায় থাকিতেন)।

(৩০৯৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا.

(৩০৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন,

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ (মক্কা মুকাররমার হারমে)-এ কুরবানীর জন্য বকরী পাঠাইলেন এবং ইহার গলায় মালা পরাইয়া দেন।

(৩০৯৪) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلاَلٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

(৩০৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা বকরীর গলায় মালা পরাইয়া উহা (মক্কা মুকাররমার হারমে কুরবানীর জন্য) পাঠাইয়া দিয়াছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরামবিহীন) হালাল অবস্থায় থাকিতেন এবং কোন বস্তু তাঁহার জন্য হারাম ছিল না (যাহা মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম থাকে)।

(৩০৯৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْىُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتُبِي إِلَىَّ بِأَمْرِكِ. قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ.

(৩০৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন যিয়াদ (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি (মক্কা মুকাররমায় হারম শরীফে) হাদী (কুরবানীর জন্য) প্রেরণ করে সেই ব্যক্তির জন্য উহা হারাম যাহা হাজীদের জন্য হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত পশু কুরবানী করা হয়। আমি হাদী (হারমে মক্কা মুকাররমায়) প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং এই বিষয়ে আপনার জানা মতে শরীআতের বিধান আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। রাবী আমরাহ (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বিষয়টি যেইভাবে বলিয়াছেন উহা তদ্রুপ নহে। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদী (কুরবানীর পশু)-এর জন্য মালা তৈরী করিয়া দিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পবিত্র হাতে উহা হাদীর গলায় পরাইয়াছেন। অতঃপর আমার পিতা (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ))-এর মাধ্যমে উহা (হারামে মক্কা মুকাররমায়) প্রেরণ করিয়াছেন। অথচ এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এমন কোন বস্তু হারাম হয় নাই যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জন্য (ইহরামবিহীন অবস্থায়) হালাল করিয়াছেন। এমনকি হাদী কুরবানী করা হইয়াছে।

(৩০৯৬) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهْىَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.

(৩০৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... মাসরুক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে পর্দার আড়াল হইতে করতালি দিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীর জন্য মালা তৈরী করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি উহা (মক্কা মুকাররমায়) পাঠাইয়া দিতেন। অতঃপর তিনি এমন কোন বস্তু হইতে বিরত থাকিতেন না যাহা হইতে কোন মুহরিম ব্যক্তি বিরত থাকে। এমনকি তাঁহার হাদী কুরবানী করা হইয়াছে।

(৩০৯৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৩০৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে এই সনদে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ফায়দা

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ হইতে নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলি জানা গেল। (১) হারম শরীফে কুরবানীর পশু পাঠানো মুস্তাহাব। (২) কেহ নিজে নিয়া যাইতে অপারগ হইলে অন্য লোকের মারফত প্রেরণ করিবে। (৩) কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো এবং (কুঁজ সামান্য কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়া) চিহ্ন করিয়া দেওয়া মুস্তাহাব। (৪) উট, গরু এবং বকরীর গলায় মালা পরানো মুস্তাহাব। (৫) মালা তৈরী করা মুস্তাহাব। (৬) কুরবানীর পশু (হারামে মক্কা মুকাররমায়) প্রেরণকারী মুহরিম বলিয়া গণ্য হইবে না। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪২৫)

باب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর উপর প্রয়োজনবোধে আরোহণ করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৩০৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ "ارْكَبْهَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

(৩০৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট টানিয়া নিয়া যাইতে প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহার উপর আরোহণ কর। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কুরবানীর উট। তিনি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারে ইরশাদ করিলেন, তোমার জন্য আফসোস! ইহার উপর আরোহণ কর।

(৩০৯৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً.

(৩০৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আ'রাজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে রাবী বলেন, "একদা জনৈক ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়া গলায় মালা পরানো একটি কুরবানীর উট টানিয়া নিয়া যাইতেছিল।"

মুসলিম স্বপ্ন -১২-১৪/১

(৩১০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا". فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا".

(৩১০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছখানা আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি গলার মালা পরানো একটি কুরবানীর পশু আমাদের পাশ দিয়া টানিয়া নিয়া যাইতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি ইহার উপর আরোহণ কর। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কুরবানীর পশু। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি ইহার পিঠে আরোহণ কর। তোমার জন্য আফসোস! তুমি ইহার উপর আরোহণ করিয়া যাও।

(৩১০১) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ "ارْكَبْهَا". فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ "ارْكَبْهَا". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

(৩১০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। সে একটি (কুরবানীর) উট টানিয়া যাইতেছিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহার উপর আরোহণ কর। সে আরয করিল, ইহা কুরবানীর উট। তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলিলেন, তুমি ইহার উপর আরোহণ করিয়া যাও।

(৩১০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ "ارْكَبْهَا". قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ. فَقَالَ "وَإِنْ".

(৩১০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়া কুরবানীর উট কিংবা কুরবানীর পশু হাঁকাইয়া নিয়া যাইতেছিল। তিনি বলেন, তুমি ইহার উপর আরোহণ করিয়া যাও। লোকটি আরয করিল, ইহা কুরবানীর উট কিংবা কুরবানীর পশু। তখন তিনি বলিলেন, যদিও (কুরবানীর উট হউক তাহা হইলেও আরোহণ করিয়া যাও)।

(৩১০৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৩১০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়া একটি কুরবানীর উট নিয়া যাওয়া হইতেছিল ... অতঃপর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

মুসলিম ফর্মা -১২-১৪/২

(৩১০৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا".

(৩১০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করিয়া যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ প্রয়োজন হইলে সহানুভূতির সহিত ইহার উপর আরোহণ করিয়া যাইতে পার– যেই পর্যন্ত না অন্য কোন সওয়ারী পাও।

(৩১০৫) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا".

(৩১০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাযিঃ)কে হাদী (কুরবানীর পশু)-এর উপর আরোহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ সহানুভূতির সহিত ইহার উপর আরোহণ কর– যদি অন্য কোন সওয়ারী না পাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ প্রমাণ যে, প্রয়োজনবোধে কুরবানীর উটের উপর সওয়ার হওয়া জায়িয আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, প্রয়োজন হইলে জায়িয আছে। তবে প্রয়োজন না হইলে সওয়ার হইবে না।

ইমাম মালিক (রহ.) ও এক জামাআত আলিমের মতে সহানুভূতির সহিত আরোহণ করিতে হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ইহার উপর সওয়ার হওয়া ব্যতীত কোন উপায় না থাকিলে তখন উহার উপর সওয়ার হইয়া যাওয়া জায়িয আছে। -(শরহে নাওয়াভী ১ঃ৪২৬)

بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ ঃ পথিমধ্যে কুরবানীর পশু অচল হইয়া পড়িলে কি করিতে হইবে?-এর বিবরণ

(৩১০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا. فَقَالَ لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ. قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ. فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا قَالَ "انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".

(৩১০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... মূসা বিন সালামা হুযালী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও সিনান বিন সালামা উমরা

করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। রাবী বলেন, সিনানের সহিত একটি কুরবানীর পশু ছিল যাহা হাঁকাইয়া নিয়া চলিয়াছিলেন। রাস্তার মধ্যে পশুটি অচল হইয়া পড়িল। তখন সে চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কেননা, রাস্তায় উট অচল হইয়া পড়িলে উহার ব্যাপারে কি করিতে হইবে সেই মাসয়ালা সম্পর্কে সে অবিদিত। সিনান বলিলেন, যদি মক্কা শহরে পৌঁছিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে এই বিষয়ে শরীআতের বিধান জানিয়া নিতাম। রাবী বলেন, আমরা দিনের পূর্বাহ্নে চলিতে শুরু করিলাম এবং 'বাতহা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিলাম। সিনান আমাকে বলিল, চল আমরা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে যাইয়া বিষয়টি আলোচনা করি। রাবী বলেন, অতঃপর সিনান নিজের উটের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিলেন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি দক্ষ ব্যক্তির কাছেই বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির মাধ্যমে ১৬টি (কুরবানীর) উট (মক্কা মুকাররমার হারামে) প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে এইগুলির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিলেন। রাবী বলেন, সে রওয়ানা হইয়া গেল এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইগুলির মধ্যে যদি কোন পশু অচল হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি করিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, উহা যবেহ কর এবং ইহার (গলায় মালা রূপে পরানো) জুতার জোড়া খুলিয়া রক্তে রঞ্জিত করিয়া ইহার কুঁজের উপর রাখিয়া যাও। ইহার গোশত তুমি আহার করিও না এবং তোমার সাথীদেরও কেহ খাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ (পথিমধ্যে পশুটি অচল হইয়া পড়িল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, فَأَزْحَفَتْ শব্দটির همزه বর্ণে যবর زْ বর্ণে সাকিন ও ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। এইভাবেই মুহাদ্দিছগণ ঐকমত্যে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, শব্দটির همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠন সঠিক ও উত্তম। উট যখন দাঁড়াইয়া চলিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন বলা হয় زحف البعير (উটটি হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৬)।

فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا (উটটির ব্যাপারে সে চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল)। 'আল-মাশারিক ও আল মাতালি' গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, এই শব্দটি তিনভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম পদ্ধতি জমহুরের রিওয়ায়ত فَعَيِيَ শব্দটি দুইটি ى দ্বারা الاعياء (ক্লান্ত হওয়া, দুর্বল হওয়া, ব্যর্থ, অপারগ) হইতে নিঃসৃত। ইহার অর্থ العجز (অক্ষম হওয়া, অপারগ হওয়া)। বাক্যটির অর্থ হইবে عجز عن معرفة حكمها لو عطيت عليه فى الطريق كيف يعمل بها (কেননা রাস্তায় উটটি অচল হইয়া পড়িলে উহার ব্যাপারে কি করিতে হইবে সেই মাসয়ালা সম্পর্কে সে অবিদিত ও অপারগ)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে فعى শব্দটি একটি ى তাশদীদসহ পঠিত। ইহার আভিধানিক অর্থ প্রথম পদ্ধতির অনুরূপ। তৃতীয় পদ্ধতিতে فعنى শব্দটির ع বর্ণে পেশ ও ن বর্ণে যের দ্বারা পঠনে العناية بالشئ (বস্তুর পরিচর্যা) এবং الاهتمام به (বস্তুর যত্ন) হইতে নিঃসৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৬)

إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ الخ (সে যদি খুঁড়িয়া চলে (সামনে অগ্রসর না হইতে পারে) তবে এইটাকে কিভাবে গন্তব্যস্থলে নেওয়া যাইবে)। أُبْدِعَتْ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ د বর্ণে যের ع বর্ণে যবর এবং ت বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহার অর্থ اعيت (সে অক্ষম হয়, অপারগ হয়, ক্লান্ত হয়) এবং وقفت (সে থামিয়া যায়, দাঁড়াইয়া যায়)। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, কতক আরব বলেন, ظلع (খোঁড়ানো) ব্যতীত ابداع হয় না। উট খুঁড়াইয়া হাঁটিলে ظلع البعير বলা হয় -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৬)।

عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ (তুমি দক্ষ ব্যক্তির নিকটই বিষয়টি উপস্থাপন করিয়াছ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মানুষ নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজনে অপরের কাছে প্রকাশ করা জায়িয আছে। -(ঐ)

نَعْلَيْهَا (উহার জুতা জোড়া) অর্থাৎ যাহা উহার গলায় মালা তৈরী করিয়া পরানো হইয়াছিল -(ঐ)।

ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا (অতঃপর ইহার কুঁজের উপর রাখিয়া দাও)। অর্থাৎ রঞ্জিত পাদুকাদ্বয় উহার কুঁজের উপর রাখিয়া দাও। যাহাতে ইহার পাশ দিয়া অতিক্রমকারীরা বুঝিতে পারে যে, ইহা হাদী। ফলে ফকীরদের মধ্য হইতে যাহারা হকদার তাহারা ইহার গোশত নিয়া আহার করিবে -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৬)।

وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ (এবং তোমার সাথীদেরও কেহ খাইবে না)। رُفْقَتِكَ শব্দটির ر বর্ণে পেশ ف বর্ণে সাকিনসহ পঠনে الرفقة অর্থাৎ رفقائك (তোমার সঙ্গীদের, তোমার সাথীদের, তোমার সহযোগীদের)। আর اهل শব্দটি অতিরিক্ত এবং اضافت (সম্বন্ধপদ)টি اضافة بيانيه হিসাবে ব্যবহৃত। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, সঙ্গীগণ ফকীর হউক কিংবা ধনী, সকলের জন্যই ইহা আহার করা নিষিদ্ধ। যাহাতে কেহ নিজের হাদী ধ্বংস হইয়া যাওয়ার বাহানায় যবেহ করিয়া না ফেলে। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, সহনশীলতা প্রদর্শনে ওয়াক্তের পূর্বে যবেহ করা হইতে বাঁচানোর জন্য নিষেধ করা হইয়াছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, কেননা তাহাদেরকে যদি ইহা হইতে নিষেধ না করা হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ ওয়াক্ত আসার পূর্বেই উহাকে তড়িঘড়ি করিয়া যবেহ করিয়া দিত। সূতরাং ইহা যেন سد الذرائع (প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা)-এর লক্ষ্যে বলা হইয়াছে। আর ইহা اصل عظيم (বড় নীতি) যাহা হানাফীগণ অনেক মাসয়ালায় ব্যবহার করিয়াছেন। 'হিদায়া' গ্রন্থে আছে যদি হাদী (কুরবানীর পশু) পথিমধ্যে অচল হইয়া পড়ে আর ইহা নফল কুরবানীর পশু হয় তাহা হইলে উহা যবেহ করিয়া উহার গলায় মালা হিসাবে পরানো জুতা জোড়া রক্তে রঞ্জিত করিবে। অতঃপর এই রঞ্জিত পাদুকাদ্বয় উহা কুঁজের উপর রাখিয়া দিবে যাহাতে ইহা হাদী হইবার আলামত বহন করে। আর ইহার গোশত নিজেও খাইবে না এবং সঙ্গীদেরও কেহ খাইবে না। ইহা হানাফী, মালিকী ও জমহুরে আয়িম্মার মাযহাব। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

গরীব-মিসকীনরা তো যাতায়াত করিতেছে। কাজেই অন্ততঃ পশ্চাতে আগত কোন কাফেলার লোকজন ইহা আহার করার মাধ্যমে উপকৃত হইবে। ফলে ولا تاكل منها انت (আর ইহার গোশত তুমিও খাইবে না) হুকুম-এর উপর সম্পদ ধ্বংস করার প্রশ্ন হইবে না।

বলা বাহুল্য জমহুরে উলামার মতে নফল হাদী (কুরবানী) ধ্বংস হইয়া গেলে উহার পরিবর্তে অন্য একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নহে। কেননা কুরবানী এই পশুটির সহিত নির্দিষ্ট হইয়া যায়। আর ইহার তো মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব হাদী (কুরবানী)। ইহা যদি রাস্তায় অচল হইয়া যাওয়ার ফলে (যবেহ করিয়া ফেলে তাহা হইলে উহার মালিক নিজে এবং অন্যান্য সঙ্গীদের ধনী গরীব সকলেই খাইতে পারিবে। কেননা তাহার যিম্মায় হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব ছিল। তাই পশুটি নির্দিষ্ট হয় না; বরং কুরবানীর দিন যে কোন পশু কুরবানী করিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৬, বজলুল মজহুল ৩ঃ৯২, হিদায়া ১ঃ২৮২, তানযীমুল আশতাত ২ঃ৯৪-৯৫)

(৩১০৭) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ.

(৩১০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আঠারটি উষ্ট্রী (মক্কা মুকাররমার হারমে কুরবানীর জন্য) প্রেরণ করিলেন। অতঃপর রাবী আবদুল ওয়ারিছ (রহ.)-এর অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই সনদে হাদীছের প্রথমাংশ বর্ণনা করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً (আঠারটি (কুরবানীর উষ্ট্রী)। আর পূর্ববর্তী রিওয়ায়তে ষোলটি উষ্ট্রীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী বলেন, এতদুভয়কে দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ করা জায়িয। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৭)

(৩১০৮) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".

(৩১০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার কাছে যুওয়াইব আবূ কাবীসা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (কুরবানীর) উটসহ (মক্কা মুকাররমার হারমে) প্রেরণ করিলেন। অতঃপর বলিয়া দিলেন, যদি এইগুলির মধ্যে কোন উট অচল হইয়া পড়ে এবং তুমি ইহার মৃত্যুর আশংকা কর তাহা হইলে যবেহ করিয়া দিবে। অতঃপর ইহার (গলায় মালা হিসাবে পরানো) জুতা জোড়া রক্তে রঞ্জিত করিয়া ইহার কুঁজে ছাপ মারিয়া দাও। তুমি ইহার গোশত আহার করিবে না এবং তোমার সঙ্গীগণের কেহই এই গোশত আহার করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩১০৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব, তবে ঋতুমতী মহিলাদের জন্য ইহা ক্ষমাকৃত-এর বিবরণ

(৩১০৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ". قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ. وَلَمْ يَقُلْ فِي.

(৩১০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্ন পথ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কেহ যেন বায়তুল্লাহ শরীফের বিদায় তাওয়াফ না করিয়া (মক্কা মুকাররমা হইতে নিজ দেশে) প্রত্যাবর্তন না করে। রাবী যুহায়র (রহ.) يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ (লোকেরা বিভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল) বলিয়াছেন। তিনি এই বাক্যে فى (তে, মধ্যে, মাঝে, দিয়া) শব্দটি বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ (কেহ যেন বাহির না হয়) অর্থাৎ النفر الاول والثانى (প্রথম ও দ্বিতীয় দল) কিংবা يخرجن احدكم من مكة (তোমাদের কেহ যেন মক্কা হইতে (নিজ দেশের দিকে) রওয়ানা না করে) মক্কা মুকাররমার বাহিরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৭)

حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (শেষ বারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত ...) অর্থাৎ بالطواف به (বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ...)। যেমন আবূ দাউদ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি (ওযর ব্যতীত) ইহা তরক করিলে দম ওয়াজিব হইবে।

ইহাই সহীহ। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব। তাহা ছাড়া জমহুরে উলামার মধ্যে হাসান বাসরী, হাকিম, হাম্মাদ, ছাওরী, আবূ হানীফা, আহমদ, ইসহাক, আবূ ছাওর (রহ.) ইহাই বলেন।

ইমাম মালিক, দাউদ যাহরী ও ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, তাওয়াফে বিদা সুন্নত। ইহা তরক করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৭)।

يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ (লোকেরা বিভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল)। অর্থাৎ তায়িফের রাস্তা কিংবা অন্য রাস্তায় -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৭)

(৩১১০) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

(৩১১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, লোকদেরকে হুকুম দেওয়া হইল তাহারা যেন (মক্কা মুকাররমা হইতে নিজ দেশে রওয়ানার সময়) শেষবারের মত বায়তুল্লাহ শরীফের একটি তাওয়াফ (বিদা) করিয়া নেয়, তবে ঋতুমতী (ও নিফাসওয়ালা) মহিলাদেরকে ইহা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (ঋতুমতী মহিলা)। ইহার মধ্যে 'নিফাসগ্রস্তা' মহিলাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহারা উভয়ে তাওয়াফে বিদা না করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে। ইহা হইতে তাহাদেরকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৭)

(কিন্তু তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারত। জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুন্ডন করার পর মিনা হইতে আসিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের যেই তাওয়াফ করা হয় উহাই তাওয়াফে যিয়ারত। এই তাওয়াফ ফরয এবং হজ্জের রুকন। তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে কোন মহিলা হায়িয কিংবা নিফাসগ্রস্তা হইলে সে পাক না হওয়া পর্যন্ত মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতে হইবে। পাক হওয়ার পর এই তাওয়াফ সম্পাদন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে– অনুবাদক)।

(৩১১১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

(৩১১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... তাউস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সহিত ছিলাম। এমতাবস্থায় যায়দ বিন ছাবিত (রাযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন, আপনি কি এই ফতোয়া প্রদান করেন যে, ঋতুমতী মহিলারা তাওয়াফে বিদা না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে? ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি যদি আশ্বস্ত হইতে না পারেন তাহা হইলে অমুক আনসারী মহিলা (উম্মু সুলায়ম রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাহাকে অনুরূপ হুকুম দিয়াছিলেন? রাবী তাউস (রহ.) বলেন, যায়দ বিন সাঈদ (রাযিঃ) মুচকি হাসিয়া ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট হইতে এই বলিয়া ফিরিয়া আসেন যে, আমি বিশ্বাস করি, আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ (আপনি যদি আশ্বস্ত হইতে না পারেন তাহা হইলে অমুক ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, إِمَّا لَا শব্দটির همزه বর্ণে যের ل বর্ণে যবর দ্বারা তাশদীদবিহীন امالة (নোয়ানো, আকৃষ্টকরণ, আকর্ষণকরণ) হইতে নিঃসৃত। ইহাই সঠিক ও প্রসিদ্ধ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আল্লামা তাবারী ও উসাইলী (রহ.) إِمَّا لا শব্দটিকে শুদ্ধকরণে ل বর্ণে যের দ্বারা امالى সংরক্ষণ করেন এবং বলেন, আরবী ভাষায় ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে যদি ইহা অভিধানে ميل (আকৃষ্ট, আকর্ষণ, ঝোঁক আশ্বস্ত, নোয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, ইবনুল আম্বারী (রহ.) বলেন, তাহাদের কথা افعل هذا امالا (তুমি ইহা কর, অন্যথায় না)-এর অর্থ افعله ان كنت لا تفعل غيره (তুমি ইহা কর, যদি অন্য কিছু করিতে না পার) -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪২৭)।

فُلَانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ (অমুক আনসারী মহিলাকে)। ইসমাঈলী রিওয়ায়তে আছে سل ام سليم وصواحبها (উম্মু সুলায়ম ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে জিজ্ঞাসা কর) -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪২৭)।

هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাহাকে অনুরূপ হুকুম দিয়াছিলেন)? তাযালিসী-এর রিওয়ায়তে আছে ان ام سليم قالت حضت بعد ما طفت بالبيت فامرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انفر (উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) বলেন, আমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (-এ যিয়ারত) করার পর ঋতুমতী হইয়া গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রওয়ানা করার নির্দেশ দিলেন) অতঃপর তিনি হযরত সাফিয়্যা (বিনত হুয়াইজ রাযিঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেন -(ঐ)।

(৩১১২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَحَابِسَتُنَا هِيَ". قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَلْتَنْفِرْ".

(৩১১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা আবূ সালামা ও উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযিঃ) তাওয়াফে ইফাযা তথা যিয়ারত করার পর ঋতুমতী হইয়া যান। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আরও বলেন, আমি তাহার ঋতুমতী হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে কি আমাদেরকে (মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা করা হইতে) বাঁধাগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে ইফাযা আদায় করার পর ঋতুমতী হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে (কোন সমস্যা নাই) সে রওয়ানা হইতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَحَابِسَتُنَا هِيَ (সে কি আমাদেরকে আটকাইয়া রাখিবে)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করিয়াছিলেন যে, সে হয়তো সহধর্মিনীগণের সহিত তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে ঋতুমতী হইয়াছে। ফলে ইচ্ছা থাকিলেও মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা হওয়া বাঁধা হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের রুকন। ইহা ব্যতীত হজ্জ পূর্ণ হয় না এবং পূর্ণাঙ্গভাবে হালালও হওয়া যায় না। যদিও

কুরবানী করার পর চুল কর্তন করার মাধ্যমে আংশিক হালাল হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হালাল হইতে হইলে তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করিতে হইবে। কাজেই সে যদি তাওয়াফে যিয়ারত না করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পাক হওয়ার পর তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদন করা পর্যন্ত আমাদেরকে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। (উল্লেখ্য যে, হজ্জের জন্য ইহরামকারী ক্রমানুসারে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া মাথা মুন্ডানো কিংবা চুল কর্তনের পর স্ত্রী সহবাস ব্যতীত অন্য সকল নিষিদ্ধ বস্তু হইতে হালাল হইয়া যায়। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারতের পর দ্বিতীয়বার পূর্ণাঙ্গ হালাল হইবে এবং স্ত্রী সহবাস জায়িয হইবে)। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) যখন বলিলেন, সে তাওয়াফে ইফাযা করিয়াছে। তাহা হইলে তো সে ইহরাম মুক্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হালাল হইয়া গিয়াছে। আর বিদায় তাওয়াফ তো মহিলাদের এই ওযরের কারণে শরীআত মাওকূফ করিয়া দিয়াছে। ফলে রওয়ানা হইতে কোন অসুবিধা নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৮)

(৩১১৩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَتْ طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(৩১১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির, হারমালা বিন ইয়াহইয়া ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযিঃ) বিদায় হজ্জের সময় পাক অবস্থায় তাওয়াফে ইফাযা করার পর ঋতুমতী হন। ... অতঃপর রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩১১৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ. بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

(৩১১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাফিয়্যা (রাযিঃ) ঋতুমতী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করিলেন। ... অতঃপর ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩১১৫) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ قَالَتْ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ". قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ "فَلاَ إِذًا".

(৩১১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আশংকা করিয়াছিলাম যে, সাফিয়্যা (রাযিঃ) তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বেই ঋতুমতী হইয়া পড়িবেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিয়া ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ সাফিয়্যা (রাযিঃ) আমাদেরকে আটকাইয়া রাখিবে? (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন) আমি বলিলাম, তিনি তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমাদের (রওয়ানা) বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُنَّا نَتَخَوَّفُ (আমরা আশংকা করিয়াছিলাম) অর্থাৎ তাহার পূর্ব অভ্যাস মতে -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৫৮)

فَلَا إِذًا (তাহা হইলে আমাদের (রওয়ানা) বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই) إِذًا শব্দটি তানভীনসহ পঠিত অর্থাৎ فلا حبس علينا اذا اى اذا فاضت لانها فعلت ما وجب عليها (তাওয়াফে ইফাযা তথা যিয়ারত সম্পাদন করিয়া ফেলায় আমাদের আটকাইয়া পড়ার কারণ নাই। কেননা, তাহার উপর যাহা ফরয ছিল তাহা আদায় করিয়া ফেলিয়াছে) সুতরাং ঋতুমতী মহিলাদের জন্য তাওয়াফে বিদা ক্ষমা হওয়ার উপর ইহা 'নস' -(ঐ)

(৩১১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ". قَالُوا بَلَى. قَالَ "فَاخْرُجْنَ".

(৩১১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযিঃ) ঋতুমতী হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সম্ভবতঃ সে আমাদেরকে আটকাইয়া ফেলিবে। সে কি তোমাদের সহিত বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (-এ ইফাযা) করে নাই? তাঁহারা (জবাবে) বলিলেন, জী, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তোমরা রওয়ানা কর।

(৩১১৭) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ "فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ".

(৩১১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সহিত সাধারণত যাহা করার ইচ্ছা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও (তাঁহার স্ত্রী) সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর সহিত উহা করার ইচ্ছা করিলেন। তখন তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ঋতুমতী। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তো সে আমাদেরকে আটকাইয়া রাখিবে। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে সে তোমাদের সহিত রওয়ানা করুক।

(৩১১৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً. فَقَالَ "عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا". ثُمَّ قَالَ لَهَا "أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "فَانْفِرِي".

(৩১১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ সমাপনান্তে) যখন (মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে) রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিলেন– তখন সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে তাঁহার তাঁবুর দরজায়

অবসাদগ্রস্তা ও বিষন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে দুর্ভাগা! তোমার কল্যাণ না হউক। সম্ভবতঃ তুমি আমাদেরকে এই স্থানে অবস্থানে বাধ্য করিবে। অতঃপর তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করিয়াছিলে? তিনি (জবাবে) বলিলেন), হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে রওয়ানা হইয়া যাও।

(৩১১৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لاَ يَذْكُرَانِ كَئِيبَةً حَزِينَةً.

(৩১১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী হাকাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাঁহারা উভয়ে 'অবসাদগ্রস্তা' ও 'বিষন্নতা' শব্দদ্বয় উল্লেখ করেন নাই।

باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ لِلصَّلٰوةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জব্রত পালনকারী ও অন্যান্যদের জন্য পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করা, নামায আদায় করা এবং সকল পার্শ্বে দু'আ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৩১২০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى.

(৩১২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে, উসামা, বিলাল ও উছমান বিন তালহা হাজাবী (রাযিঃ) পবিত্র কা'বা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কিছু সময় সেই স্থানে অবস্থান করেন। ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, বিলাল (রাযিঃ) বাহির হইবার পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কা'বার অভ্যন্তরে) কি করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি দুইটি স্তম্ভ নিজের বাঁ দিকে, একটি স্তম্ভ ডান দিকে এবং তিনটি স্তম্ভ পশ্চাতে রাখিয়া নামায আদায় করেন। আর তখনকার সময়ে বায়তুল্লাহ শরীফ ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৩১২১) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ

فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى

(৩১২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহারানী, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আসিয়া পবিত্র কা'বা চত্বরে অবতরণ করিলেন। অতঃপর উছমান বিন তালহা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি চাবি নিয়া উপস্থিত হইলেন এবং (পবিত্র কা'বার) দরজা খুলিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল, উসামা বিন যায়েদ ও উছমান বিন তালহা (রাযিঃ) পবিত্র কা'বার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহারা কা'বার অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করিলেন। তারপর দরজা খুলিলেন। আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযিঃ) বলেন, আমি বাহিরে অপেক্ষমান লোকদের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম এবং বিলাল (রাযিঃ) তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন। আমি বিলাল (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কা'বা শরীফের ভিতরে নামায আদায় করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। (রাবী বলেন) আমি বলিলাম, কোন স্থানে? বিলাল (রাযিঃ) বলিলেন, তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত দুইটি স্তম্ভের মধ্যস্থলে। রাবী (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাআত নামায আদায় করিয়াছেন উহা বিলাল (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا (অতঃপর তাঁহারা কা'বার অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করিলেন)। অর্থাৎ طويلا (দীর্ঘ সময়) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬১)

(৩১২২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ "ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ". فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللهِ لَتُعْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي قَالَ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

(৩১২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া পবিত্র কা'বার চত্বরে আসেন এবং উষ্ট্রীকে বসাইলেন। অতঃপর তিনি উছমান বিন তালহা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট (কা'বা গৃহের) চাবি দাও। তখন তিনি তাহার মা (সালাফা বিনত সাঈদ)-এর কাছে যাইয়া চাবি চাইলেন। কিন্তু তিনি তাহাকে চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তখন (উছমান) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! তাঁহাকে চাবি প্রদান করুন। অন্যথায় এই তরবারী আমার পিঠ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহাকে চাবি দিলেন। তিনি চাবি নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া উহা তাঁহার কাছে দিলেন। ... অতঃপর অবশিষ্ট হাদীছ রাবী হাম্মাদ বিন যায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ (আমার নিকট (কা'বা ঘরের) চাবি দাও)। ইবন জুরাইজ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে ان عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فدعا عثمان فقال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم- (আলী (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, পবিত্র কা'বা গৃহের দারোয়ানের এবং যমযমের পানি পান করানোর এতদুভয় দায়িত্ব আমাদের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে (কাজেই কা'বা ঘরের চাবি আমাদের হাতে থাকিবে) এই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। -সূরা নিসা ৫৮) অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উছমান বিন তালহা (রাযিঃ)কে ডাকাইয়া ইরশাদ করিলেন, হে বনূ শায়বা! তোমরা এই চাবি সদা-সর্বদার জন্য সংরক্ষণ কর। অত্যাচারী ব্যতীত তোমাদের হাত হইতে এই চাবি কেহ ছিনাইয়া নিবে না)। আলী বিন আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني شيبة كلوا مما يصل اليكم من هذا البيت بالمعروف (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে বনূ শায়বা! এই পবিত্র ঘরের মাধ্যমে তোমাদের যাহা আসিবে উহা ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার কর)। 'আল ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৬২)

أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هٰذَا السَّيْفُ (অন্যথায় এই তরবারী আমার পিঠ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, নিজেই নিজেকে হত্যার দিকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে সম্ভবতঃ তাহার মা-কে ভয় দেখানো উদ্দেশ্য যাহাতে সে চাবিটি দিয়া দেয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৬৬)

(৩১২৩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ. فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(৩১২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন এবং তাঁহার সহিত উসামা, বিলাল ও উছমান বিন তালহা (রাযিঃ) ছিলেন। অতঃপর তাহারা দীর্ঘক্ষণ দরজা বন্ধ রাখিলেন। তারপর উহা খোলা হইল। (রাবী বলেন) আমিই সর্বপ্রথম অগ্রসর হইয়া ভিতরে যাইয়া বিলাল (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে) কোন স্থানে নামায আদায় করিয়াছেন? বিলাল (রাযিঃ) বলিলেন, সামনের দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে। তবে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাআত নামায আদায় করিয়াছেন?

(৩১২৪) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا هَا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى

(৩১২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাস'আব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি কা'বা শরীফের কাছে গেলেন। এমতাবস্থায় কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল, উসামা (রাযিঃ) প্রবেশ করিয়াছেন আর উছমান বিন তালহা (রাযিঃ) দরজা বন্ধ করিয়া দেন। তাহারা দীর্ঘ সময় কা'বা গৃহের ভিতরে অবস্থান করেন। তারপর দরজা খোলা হইল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনিলেন। আমি সিঁড়ি আরোহণ করিয়া উপরে উঠিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে নামায আদায় করিয়াছেন? তাহারা (জবাবে) বলিলেন, এই স্থানে। রাবী (ইবন উমর রাযিঃ) বলেন, তিনি কত রাকাআত নামায (কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে) আদায় করিয়াছেন এই কথাটি তাহাদেরকে জিজ্ঞসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

(৩১২৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

(৩১২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... সালিম (রহ.)-এর পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা বিন যায়দ, বিলাল ও উছমান বিন তালহা (রাযিঃ) বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিলেন। তারপর তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর যখন তাঁহারা দরজা খুলিলেন তখন প্রথমেই আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিলাল (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া কি নামায আদায় করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি দুই ইয়ামানী স্তম্ভের মধ্যস্থলে নামায আদায় করিয়াছেন।

(৩১২৬) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

(৩১২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা বিন যায়দ, বিলাল ও উছমান বিন তালহা (রাযিঃ)কে পবিত্র কা'বার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহাদের সহিত অন্য কেহ প্রবেশ করে নাই। অতঃপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, বিলাল কিংবা উছমান বিন তালহা (রাযিঃ) জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বার অভ্যন্তরে ইয়ামানী দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলেন।

(৩১২৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ. قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ "هَذِهِ الْقِبْلَةُ". قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.

(৩১২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদু বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আতা (রহ.)কে বলিলাম, আপনি কি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তোমাদেরকে শুধু তাওয়াফ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করার হুকুম দেওয়া হয় নাই? আতা (রহ.) বলেন, তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন নাই। তবে আমি তাহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) আমাকে জানান, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার সকল পার্শ্বে দু'আ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়েন নাই। এমনকি তিনি বাহির হইয়া আসেন। অতঃপর যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন তখন বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করেন এবং ইরশাদ করেন, ইহাই কিবলা। রাবী (ইবন জুরাইজ রহ.) বলেন, আমি আতা (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, কা'বা-এর পার্শ্ব বলিতে কি বুঝায়? ইহা দ্বারা কি কোণ বুঝানো হইয়াছে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, বরং বায়তুল্লাহ শরীফের সকল পার্শ্ব ও কোণই কিবলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ (কিন্তু তিনি কা'বা-এর অভ্যন্তরে নামায পড়েন নাই। এমনকি তিনি বাহির হইয়া আসেন)। আলোচ্য হাদীছে হযরত উসামা বলিয়াছেন, কা'বা-এর অভ্যন্তরে দু'আ করিয়াছেন। কিন্তু নামায পড়েন নাই। আর অনুচ্ছেদের উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ ইবন উমর (রাযিঃ)-সূত্রে বিলাল (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নামায আদায় করিয়াছেন। ইহার সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হাদীছ নেতিবাচক হাদীছের উপর প্রাধান্য হয়। এই স্থানে হযরত বিলাল (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ ইতিবাচক। ফলে মুহাদ্দিছগণ ঐকমত্যে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বিলাল (রাযিঃ) বর্ণিত ইতিবাচক এবং উসামা (রাযিঃ) বর্ণিত নেতিবাচক হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, তাঁহারা কা'বা গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করতঃ দু'আয় মশগুল হইলেন। হযরত উসামা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক পার্শ্বে দু'আয় মশগুল থাকিতে দেখিয়া তিনি দু'আয় মশগুল হইয়া গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পার্শ্বে গিয়া সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করিলেন, যাহা বিলাল (রাযিঃ) নিকটে থাকার কারণে দেখিয়াছেন। কিন্তু উসামা (রাযিঃ) দূরে থাকায় দেখেন নাই। কারণ কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ থাকার কারণে অন্ধকার ছিল। তাহা ছাড়া পবিত্র কা'বা ঘরের স্তম্ভের আড়ালে থাকার কারণে সম্ভবতঃ দেখেন নাই।

শারেহ বুখারী আল্লামা মাখলব (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ তিনি দুইবার পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। একবার নামায আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার নামায আদায় করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৩)।

وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ (আর তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাই কিবলা)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের মর্ম হইতেছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই কা'বা-এর দিকেই নামায হইবে। আর

কখনও রহিত হইবার নহে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকেই সদা-সর্বদা নামায আদায় করিবে। তিনি আরও বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের দাঁড়ানোর সুন্নত তরীকা শিক্ষা দিয়াছেন যে, ইমাম পূর্ণ কা'বাকে সামনে রাখিয়া দাঁড়াইবে। কোন কোণ কিংবা পার্শ্বকে সামনে রাখিয়া দাঁড়াইবে না। যদিও ইহার সকল দিকে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলে নামায হইয়া যাইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৩)

(৩১২৮) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ.

(৩১২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। উহাতে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। একটি স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দু'আ করিয়াছেন। কিন্তু নামায আদায় করেন নাই।

(৩১২৯) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا.

(৩১২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরাইজ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন আবূ খালিফ (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিঃ)কে বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (কাযা) উমরা আদায়কালে বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي عُمْرَتِهِ (তাঁহার (কাযা) উমরা আদায়কালে ...)। অর্থাৎ ৭ম হিজরী সনে 'উমরাতুল কাযা' আদায়কালে। (উল্লেখ্য যে, হিজরী ৬ষ্ঠ সনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হইয়া হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফিরদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন এবং সেই বছর উমরা করা সম্ভব হয় নাই। ইহাই হিজরী ৭ম সনে 'কাযা' আদায় করেন) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৩)

قَالَ لَا (তিনি (জবাবে) বলিলেন, না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, তখন কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে অসংখ্য মূর্তি স্থাপিত ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অংকিত থাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মক্কা বিজয় দান করিলেন তখন তিনি কা'বা ঘরের মূর্তি ও প্রতিকৃতি দূর করানোর পর পবিত্র কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন এবং নামায আদায় করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৩)

১২তম খণ্ড সমাপ্ত

১৩ তম খণ্ডে কিতাবুল হজ্জ-এর বাকী অংশ